ফ্রানৎস্ কাফকা

কাফকার জন্ম ১৮৮৩ সালে, ৩ জুলাই, প্রাগে। বাবা ছিলেন সৌখিন জিনিশপত্রের বড় ব্যবসায়ী। প্রাগে জার্মানভাষী পরিবারের সংখ্যা খুবই কম। কাফকা প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন ফোকশুলে স্কুলে, সেখান থেকে ১৮৯৩-১৯০১ সাল পর্যন্ত জার্মান জিমনেসিয়ামে। প্রাগের কার্ল-ফার্ডিনান্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জুরিসপ্রুডেন্সে পড়াশোনা করে ১৯০৬ সালে তিনি ডক্টরেট লাভ করেন।

সম্পাদক-সমালোচক-ঔপন্যাসিক ম্যাক্স ব্রোডের সঙ্গে কাফকার পরিচয় ১৯০২-এ। ব্রোডই কাফকাকে প্রাগের শিল্পসাহিত্য অঙ্গনে প্রথমে পরিচয় করিয়ে দেন। যে-বছর কাফকা ডিগ্রী লাভ করেন, সেই বছরই ব্রোড ভিয়েনার 'সাইট' সাময়িকীতে একটি গল্পপ্রতিযোগিতার জন্যে কাফকার গল্প অন্তর্ভুক্ত করেন। গল্পটির নাম 'দি স্কাই ইন ন্যারো স্ট্রীট্‌স্'। কাফকা ১৯০৭ সালে প্রাগে একটি ইটালীয়ান ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে চাকরী নেন, কিন্তু ওই বছরই, জুলাই মাসে ছেড়ে ওয়ার্কার্স অ্যাক্সিডেন্ট ইনসিওরেন্স ব্যুরো নামে একটি আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। ১৯২২ সালে অবসর নেবার আগে পর্যন্ত তিনি ওই প্রতিষ্ঠানেই ছিলেন। চাকরী থেকে অবসর নেবার মতো বয়স তাঁর ছিলো না, কিন্তু অসুস্থ হওয়াতে অফিস তাঁকে দীর্ঘদিনের ছুটি দিয়ে যে উদারতা দেখিয়েছিলো, তা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়নি। কাফকা এ-সময়টা পুরো লেখার কাজে ব্যয় করেছেন।

১৯০৯ সালের দিকে কাফকার লেখালেখি একটা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে থাকে। এ-সময় প্রাগের একটি সাময়িকীতে তাঁর গল্প নেয়া হয় এবং এই সময়েই তিনি ব্রোডকে 'ওয়েডিং প্রিপারেশন ইন দি কান্ট্রি' নামে একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ পড়ে শোনান। ১৯১০ সাল থেকে তাঁর ডাইরী রাখা শুরু; ইদ্দিশ থিয়েটারের প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং অভিনেতা ইৎসাক লোয়ির বন্ধুত্ব লাভ, সবই উল্লিখিত বছরে। এই যোগাযোগের আভাষ মেলে তাঁর 'ইনভেস্টিগেশন অব এ ডগ'-এর 'ডগ মিউ-জিশিয়ান' কাহিনীতে। এই কাহিনী একটা পর্যায়ে তাঁর রূপক আত্মজীবনী মনে হয়।

ব্রোড ও কাফকা দুজন মিলে 'রিচার্ড অ্যান্ড স্যামুয়েল' নামে একটি উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন। এ-উপন্যাসের একটিমাত্র পরিচ্ছেদ ছাপা হয়েছিলো। ১৯১২ সালে, আগস্ট মাসে, ব্রোডের বাড়িতেই, বার্লিনের এক সেক্রেটারী ফেলিস বয়ার নামে এক মহিলার সঙ্গে কাফকার পরিচয় হয়। ১৯১৪ ও ১৯১৭ সালে, আরো দুবার এই মহিলার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়, যদিও সে-বন্ধুত্ব বিয়ে পর্যন্ত গড়ায় নি। ফেলিস বয়ারের সঙ্গে আলাপ হওয়ার একমাস পর কাফকা তাঁকে প্রথম যে চিঠিটি লেখেন সেটি ছিলো অবিশ্বাস্যরকম দীর্ঘ। এই সময়েই শরৎকালে তিনি 'আমেরিকা' ও 'মেটামরফসিস' লিখতে শুরু করেন। পর বছর তিনি ফেলিসের সঙ্গে দেখা করার জন্যে বার্লিন যান, তাকে একটি গল্প উৎসর্গ করেন। এই গল্পটি ব্রোডের 'আর্কাডিয়া' ইয়ারবুকে ছাপা হয়েছিলো।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কাফকার সাংবাদিক হবার আশা বিলীন হয়ে যায়। তবে একটি সংরক্ষিত পেশায় তিনি নিয়োজিত আছেন বলে তাঁকে সেনাবাহিনীতেও নেয়া হয়নি। ওই বছরই, সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ব্রোডকে 'দি ট্রায়াল'-এর প্রথম পরিচ্ছেদ ও নভেম্বর মাসে "ইন দি পেনাল সেট্‌ল্‌মেন্ট'-এর খসড়া পড়ে শোনান।

১৯১৩ সালে যক্ষ্মার প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যে তিনি একটি স্যানাটোরিয়ামে বেশ কিছুদিন কাটান, তবে ১৯১৭ সালে নিশ্চিতভাবে জানা গেল, যক্ষ্মা তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছে। এরপর থেকে তিনি

'দি ক্যাসল' উপন্যাসের পটভূমি।

১৯১৮ সালে প্রাগে ফিরে এসে কাফকার জুলি বয়জেক নামে এক মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়। জুলি ১৯১৯ সালে কাফকাকে বিয়ে করবেন বলে রাজি হন। এই বছরেই তাঁর 'এ কান্ট্রি ডক্টর' ও 'ইন দি পেনাল সেট্‌ল্‌মেন্ট' প্রকাশিত হয়। ১৯২০ সালে জুলির সঙ্গে সম্পর্কের সমাপ্তি এবং ওই বছরই কাফকা তাঁর চেক অনুবাদিকা মেলিনা জেসেনস্কার প্রেমে পড়েন। ইতোমধ্যে যক্ষ্মা ছেয়ে ফেলেছে তাঁকে, তিনি একটি স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসায় রয়েছেন, সাল ১৯২০-২১। সে-সময়ই, ব্রোডের কাছে, তাঁর সমস্ত রচনা নষ্ট করে ফেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও, ১৯২২ সালে তিনি ব্রোডকে 'দি ক্যাসল' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ পড়ে শোনান।

১৯২২ সালেই চাকরি থেকে অবসর নিয়ে কাফকা বার্লিনে ডোরা ডিমন্ট নামে এক ইহুদি ছাত্রীর সঙ্গে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। ডোরার সঙ্গে থাকার সময় যেসব গল্প তিনি লিখেছিলেন, পরবর্তীকালে সে সবই নষ্ট করে ফেলা হয়। ১৯২৪ সালের বসন্তকালে তাঁর স্বরনালীতে যক্ষ্মার আক্রমণ তীব্রতর হয়ে ওঠে, ডাক্তার তাঁকে কথা বলতে বারণ করেন, তাঁর লেখালেখি কমিয়ে দেন। এ-সময়ের একটি নোটে দেখা যায়, নার্স তাঁকে প্রায়ই মদ দিচ্ছে, তিনি মরফিন ইনজেকশন নিতে অস্বীকার করছেন, বলছেন, 'আমাকে মেরে ফেলো, নইলে তুমিই খুনের দায়ে অভিযুক্ত হবে।' ১৯২৪-এর ৩ জুন কাফকার মৃত্যু, এবং ১১ জুন প্রাগের একটি ইহুদি কবরখানায় তাঁকে কবর দেয়া হয়।

এখানে কাফকার পাণ্ডুলিপির ইতিহাস সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে, যদিও তিনি কী পরিমাণ লিখেছিলেন তার গবেষণামূলক পরিচয় দেয়া সম্ভব নয়।

কাফকা কোনো উইল রেখে যান নি। তাঁর সাহিত্যের সবচেয়ে বড় সুহৃদ ম্যাক্স ব্রোডকে তিনি যে সর্বশেষ চিঠিটি দিয়ে যান তা আসলে ম্যাক্সকে এক মহা সংকটে ফেলে দেয়। সে-চিঠিতে অংশ ছিলো দুটো ; শেষ অংশে সমস্যাটা স্পষ্ট রূপ লাভ করে : "বর্তমানে আমার যে সমস্ত লেখার অস্তিত্ব আছে (সাময়িকপত্র, পাণ্ডুলিপি বা চিঠিপত্রে, যাই থাক) সেগুলো, ঠিকানা ধরে ধরে, অনুরোধ করে পুনরুদ্ধার বা সংগ্রহ করবেন (আপনি কোথায় কি আছে মোটামুটি তো জানেন, তবে, যাই ঘটুক,... এর কাছে একজোড়া নোট বই আছে সেগুলো নিতে ভুলবেন না) কোনোপ্রকার দ্বিরুক্তি না করে এবং সম্ভব হলে না পড়ে (যদিও আপনি একেবারে পড়বেন না এমন বলতে পারিনে, তবে আর কেউ যেন না পড়ে), সব, সবকিছু, আবার বলছি, কোনো প্রকার দ্বিরুক্তি না করে পুড়িয়ে ফেলবেন এবং আপনার কাছে আমার প্রার্থনা, কাজটা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সম্পন্ন করবেন।"

এই যে দ্বিধা, সংশয়, বৈশিষ্ট্য, অভাব, কোথায় পাওয়া যাবে তার সবিশেষ সূত্র—এইসব মিলিয়েই কাফকার চরিত্র। যদি একটা অনুচ্ছেদও তাঁর রচনা বলে প্রমাণিত হয় তাহলে সেটাও বিনষ্ট করে দেবার অনুরোধ ছিলো। সৌভাগ্যবশত ব্রোড কাফকার সে চূড়ান্ত নির্দেশ রক্ষা করেননি এবং কেন করেননি, তা কাফকার মৃত্যুর পর 'দি ট্রায়াল' উপন্যাসের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। এই ভূমিকায় কাফকার মৃত্যুর তিন বছর আগে একটি আলোচনা বিশেষ গুরুত্ববহ। কাফকা তাঁর উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে দ্বিতীয় নোটটি দেখান, কিন্তু ব্রোড জানান, 'আপনি যদি সত্যি সত্যিই ভাবেন যে আমিই এ-কাজের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি, তাহলে বলবো, না। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে, ব্রোড সারাজীবন কাফকার রচনাবলী সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার, পুনর্নির্ধারণ ও প্রকাশনার কাজে ব্যয় করেছেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্য, তার অনেককিছুই হারিয়ে গেছে। কাফকার প্রথম জীবনের রচনা, একটি পরিকল্পিত উপন্যাস, কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। ১৯১২ সালে কাফকার ডায়রিতে দেখা যায়, 'অনেক আজেবাজে কাগজ পুড়িয়ে ফেললাম।' ১৯২১ সালের ১৫ অক্টোবরের ডায়রিতে

দেখতে পাচ্ছে, তিনি বলছেন, ওগুলো আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। ডোরা ডিমন্ট যে প্রায় বিশটা নোটবই পুড়িয়েছেন, কাফকা বিছানায় শুয়ে শুয়ে তা দেখেছেন। ডোরার কাছে কাফকার লেখা চিঠিগুলোও নেই এবং ডায়রীতেও বহুলাংশে ছেদ পড়েছে। কাফকা যে বাড়িতে ছিলেন, সেই বাড়িতে তাঁর মৃত্যুর পর, ব্রোড দশটা বড় আকারের নোটবই খুঁজে পান, কিন্তু সেখানে শুধু মলাট আছে, ভেতরে কিছুই নেই। ব্রোড আরো জানতে পারেন, আরো অনেকগুলো লেখার প্যাড পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এক অজানা-পরিমাণ রচনা গেস্টাপো বাহিনী বাজেয়াপ্ত করেছিলো, বলা বাহুল্য সেগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।

ব্রোডের পক্ষে, স্বাভাবিক কারণেই, ব্যক্তিগতভাবে নাৎসী জার্মানদের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, ফলে লেখাগুলো ক্রমিকভাবে সাজানো এবং সেগুলোতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অপূর্ণতা থেকে যায়। 'দি ট্রায়াল'-এর পাণ্ডুলিপি ব্রোডের হাতে আসে ১৯২০ সালে, কিন্তু তখন পর্যন্ত কাফকার ধারণা রচনাটি অসম্পূর্ণ। 'দি ট্রায়াল'-এর পরিচ্ছেদ-ভাগ ও পরিচ্ছেদ-শিরোনাম কাফকার দেয়া হলেও, কাফকা যখন উচ্চস্বরে ওই উপন্যাসের একটা 'বিশেষ অধ্যায়' পড়ছিলেন, সেই সময়ের কথা মনে রেখে, স্মৃতির ওপর নির্ভর করে ব্রোড পরিচ্ছেদ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন।

১৯৪৬ সালে এ-উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণে দেখা যায় ব্রোড একটি গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। সমস্যাটি মাত্রা-সংক্রান্ত।—'আবার খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে দেখতে পাচ্ছি, এখন যেটি পঞ্চম পরিচ্ছেদ আছে, আসলে কাফকা সেটাকে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হিশেবে দেখতে চেয়েছিলেন।' ১৯৫৩ সালে ব্রাসেলসে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে দেখা যাচ্ছে, পরিচ্ছেদ-ক্রম প্রকৃতপক্ষে হবে ১, ৪, ২, ৩, ৫, ৬, ৯, ৭, ৮ ও ১০। ১৯৪৬ সালে ব্রোড যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন, সেই সমস্যাজনিত সংশয় সে-সময়েই তাঁর প্রবন্ধে প্রতিধ্বনিত হয় : 'এই অধ্যায়ভাগ লেখকের আদৌ উদ্দেশ্য ছিলো, না তিনি যা-খুশি-হোকগে ভেবে রেখেছিলেন এই প্রশ্ন চিরকালের জন্যে অমীমাংসিত থেকে যাবে।'

'দি ক্যাসল'-এর শেষ অধ্যায় কাফকা কোনোদিনই লেখেন নি। না লিখলেও দেখা যাচ্ছে উপন্যাসের ধারাবাহিকতা রয়েছে, সংগতি রয়েছে। তবু, উপন্যাসের শক্ত গাঁথুনি সত্ত্বেও অনেক পরিবর্তন, টুকরো-টুকরো অংশ ইত্যাদি কাহিনীর ক্ষেত্রে এমন কিছু সমস্যা রেখে গেছে যার বিতর্ক কোনোদিনই হয়তো শেষ হবে না।

'আমেরিকা' উপন্যাসে ওই ধরনের সমস্যা অপেক্ষাকৃত কম। কাফকা জানতেন, ব্রোডও বলছেন : 'আমার অন্যান্য রচনা থেকে এই রচনাটা একটু হালকা, তবে এটার ব্যাপারে আমি আশাবাদী।' এখানেও, উপন্যাসটি অসম্পূর্ণ, মাত্র ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করে কাফকা তাদের শিরোনাম দিয়ে গিয়েছিলেন।

আশা করা যায়, ডায়রিতে এর ধারাবাহিকতা সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যাবে, কিন্তু এখানেও সেই সমস্যা। ব্রোড আবার তাঁর উভয় সংকটের কথা বলছেন : 'আটপেজি সাইজের ডায়রীর সংখ্যা মোট তের। প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ডায়রীতে কাফকা নিজে রোমান সংখ্যায় পৃষ্ঠা নম্বর দিয়ে গিয়েছিলেন (দুই নম্বর ডায়রীতে কোনো পৃষ্ঠা নম্বর ছিলো না)। সর্বত্র পৃষ্ঠা নম্বরের ধারাবাহিকতা আছে, দুই নম্বরের ক্ষেত্রে আবার ভিন্নতা, ইত্যাদি কারণ বেশ সংশয়ে ফেলে দেয়। আরেকটি সমস্যা কাফকা নিজেই সৃষ্টি করে গেছেন। অনেক ডায়রী তিনি লেখা শুরু করেছেন শেষ পৃষ্ঠা থেকে, আবার একই ডায়রীতে প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শুরু, এভাবে গোটা জিনিশটা শেষ হয়েছে মাঝখানে এসে।'

মূল জার্মান ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের গল্পগুলি পড়ে, কাফকার নিজস্ব পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তুলনা করলে আরেক দফা সীমাহীন সমস্যায় পড়তে হয়। কখনো মনে হয় খাপছাড়া, কখনো সম্পাদকীয় বিচক্ষণতায় সমৃদ্ধ।

মাত্র চল্লিশটি গল্প ও সামান্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা কিছু রচনা প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এটা হলে ক্ষীণকায় একটি পেপারব্যাক বই ছাড়া আর কিছুই হতো না। মৃত্যুর পরে তাঁর খ্যাতি যখন ছড়াতে শুরু করেছে তখন, ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় এসে প্রথমে জার্মানীতে তাঁর বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন ; পরে নাৎসীবাদ পুরোমাত্রায় আবির্ভূত হলে, ১৯৩৯ সালে কাফকা অস্ট্রিয়া ও জন্মভূমি চেকোস্লোভাকিয়াতে একেবারে নিষিদ্ধ হয়ে গেলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বিদেশ ছাড়া কাফকা দেশে কোথাও পঠিত হয়নি, এবং যুদ্ধশেষে নতুন বংশধরের কাছে তাঁর রচনাবলী ফিরে আসার পর তাদের কাছে সেগুলো মনে হয় দুর্বোধ্য। ইতোমধ্যে নতুন একটা দল কাফকার নবতর ব্যাখ্যায় এগিয়ে এলো ; বিভিন্ন দর্শনের আলোকে তাঁর বিচার বিশ্লেষণ চললো, কিন্তু তাঁর ভাষা-গুণ, তাঁর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আওতায় এলো না। কাফকার রচনাদি প্রকাশের যে খাপছাড়া ইতিহাস, তাতে, একদিকে মানুষকে যেমন বিভ্রান্ত করে, তেমনি, অপরদিকে ভাবগদগদ শ্রদ্ধায় ভরে তোলে। ধরা যাক 'স্যাটারডে রিভিউ'-এর মন্তব্য। রিভিউ 'দি ক্যাসল' আলোচনা শেষে বলছে—'এটা একটা উদ্দেশ্যহীন দীর্ঘ অসংলগ্ন বক্তৃতা' ; আবার ম্যাক্স ব্রোড জানাচ্ছেন 'কেউ যদি কাফকার কয়েকটি বাক্য পড়েন তাহলেই বুঝবেন এক অনাস্বাদিত সৌরভময় অভিজ্ঞতায় মনপ্রাণ ভরে উঠেছে।' দুটো মন্তব্যই বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

নানাবিধ ব্যাখ্যায় ভূষিত হয়েছে কাফকার রচনাবলী। দর্শন, ধর্ম, মনস্তত্ত্ব, মানসিক রোগ—এগুলো ছাড়াও কাফকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে বুর্জোয়া যন্ত্রের গুরু, স্বর্গীয় সৌন্দর্যের ব্যাখ্যাকার, উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদ এবং বিশেষভাবে, একজন প্রধান অস্তিত্ববাদী ঔপন্যাসিক হিসেবে। তাঁকে দুইদিক থেকে আক্রমণ করেছে ফরাসী কম্যুনিস্ট ও আমেরিকান খৃস্টানরা ; আবার সম্পূর্ণ অজানা অখ্যাত কেউ না কেউ তাঁর পক্ষ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন।

এই সমস্ত বাদানুবাদের পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি খুঁজতে গেলে কাফকার ব্যক্তিগত জীবন ও বাস্তবতা অনুসরণ করা যেতে পারে। সমান্তরালভাবে লক্ষ্য করা যায়—বাবার সঙ্গে কাফকার কি সম্পর্ক, আমলা-তন্ত্রের মধ্যে একজন শিল্পীর সংকট, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যালঘুতর হয়ে জীবনযাপন (জার্মানভাষী চেক ইহুদি), কোনো লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর উচ্চতর ধারণা ইত্যাদি।

১৯১৩ সালের ১৪ আগস্ট তারিখে কাফকা ফেলিসকে লিখছেন : 'সাহিত্যের প্রতি আমার আগ্রহ নেই কিন্তু সাহিত্য আমাকে সৃষ্টি করেছে ; আমি এর চেয়ে বেশি কিছু নই এবং হতেও চাই না।' একই বছর ১৩ নভেম্বরের ডায়রীতে লিখলেন 'যদি পৃথিবীকে খাঁটি, সত্য ও অপরিবর্তিত' দেখতে পেতাম তাহলে খুব খুশি হতাম। এই কথাগুলোর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় তাঁর 'অ্যাট নাইট' রচনায়। কাফকা ঘুমন্ত পৃথিবীকে দেখেন : 'তুমি কি দেখছো ? কেউ না কেউ অবশ্যই দ্যাখে ; বলা হয় কেউ না কেউ অবশ্যই বিরাজ করে।' এখানেও কাফকা 'বলা হয়' বলে সন্দেহটা রেখে যেতে ভোলেন না।

কাফকার আত্মজীবনী ও কথা-সাহিত্য এতোটা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত যে একটা থেকে আরেকটা পৃথক করা দুঃসাধ্য। মানুষের হস্তনির্মিত শিল্পকর্ম, জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতা, বাস্তবতা সম্পর্কে তির্যক তত্ত্ব অথবা উপলব্ধির স্ফটিকরূপ, সবকিছুই, তিনি উপহার দিতে চেয়েছেন। কাফকা সম্ভবত অনিচ্ছাকৃতভাবেই মানুষের জীবন ও শিল্পের মধ্যে ভেদরেখা সম্পর্কিত ধারণা একাকার করে দিতে চেয়েছিলেন।

কাফকার শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম, দুটো উপন্যাস, 'দি ট্রায়াল' ও 'দি ক্যাসল'। উপন্যাস দুটো প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং 'কাফকায়েস্ক' শব্দটি চালু হয়ে যায়। দুটো উপন্যাসেই মানুষের দুঃস্বপ্নময় দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা বিধৃত ; দুটো উপন্যাসই অবাস্তবতার মধ্যে গড়ে উঠলেও আসলে সামগ্রিকভাবে বিশৃঙ্খল বা ছত্রভঙ্গ অবস্থাই প্রাধান্য পেয়েছে।

গতানুগতিকতা ও ভয়াবহ বিপদ একত্রে সংমিশ্রণ করতে কাফকার জুড়ি নেই। 'দি ট্রায়াল' উপন্যাসে ভিত্তিহীন বিচারালয় যেমন ভীতি ছড়ায় তেমনি হত্যাকারীদের ভূমিকাও অবান্তর নয়। এখানে

হয়। আমলাতন্ত্রের জড়ভরত অবস্থার মধ্যে ক্ষমতার যে মিথ্যা অহমিকা লুকিয়ে আছে 'দি ক্যাসল' উপন্যাসে তা স্পষ্ট। দৈনন্দিন ঘটনাবলীর মধ্যে যেসব অসম্ভব ঘটনা বিরাজ করে কাফকা বর্ণনার ভঙ্গিতে সেগুলো উপস্থাপন করেন। ধরা যাক 'মেটামরফসিস'—এখানে বর্ণনাকারী নিজেকে রাতারাতি পোকায় রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া দেখেও অবাক হয় না। 'ইন দি পেনাল সেটল্‌মেন্ট'-এ এই অবস্থা আরো জটিল আকার ধারণ করে, এখানে ভীতিই প্রধান, নির্যাতকের অত্যাচার করার যন্ত্র যতোই কৃত্রিম হোক না কেন, কাহিনীর মূল সেখানে নয়, মূল মানবতার অসহায়তায় নিহিত।

কাফকা সম্পর্কে এতোদিন যাবৎ যে-ধারণা স্বীকৃত হয়েছে, এ-ধরণের ব্যাখ্যায় তার পরিচয় মেলে; কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যার ফলে কাফকার লেখার বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয়। কাফকার কথাসাহিত্য হোক বা আত্মজীবনীই হোক, সব ধরনের লেখাতেই হাস্যরসের পরিচয় বিধৃত। অথচ তাঁর লেখার এই দিকটিই সবচেয়ে উপেক্ষিত। কাফকার রচনায় এক রকমের বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা অন্তঃপ্রবাহের মতো বিদ্যমান। বলা চলে এই উইট বা বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতার মাধ্যমেই কাফকা তাঁর লেখায় অস্তিত্বের ধারণাকে মূর্ত করে তুলেছেন। তিনি অলীক বা অ্যাবসার্ডকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁর রচনায় একটি সবচেয়ে কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে স্বীকার করে নেন।

পরিতাপের বিষয় এই যে, কাফকা সম্পর্কে সহজেই অনেক আজেবাজে কথা লিখে—তিনি এই মত বা সেই মতে দীক্ষিত বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। কিন্তু কাফকা এমন একটি প্রতিভা যাঁকে কোনো শ্রেণীতেই ভাগ করে দেখানো যায় না। তিনি সর্বাবস্থায় এমন একটি শৈল্পিক গুণের অধিকারী যে, তাঁর যে-কোনো গ্রন্থ পড়ার সময় মনে হয়, স্বয়ং লেখক যেন পাঠকের সঙ্গে কথা বলছেন। আসলে তাঁর বই পাঠ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কাফকা অন্তত এইটুকু পাঠকের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছেন।*

---

* লণ্ডনের মার্টিন সেকার অ্যাণ্ড ওয়ারবার্গ লিমিটেড ও অক্টোপাস বুকস লিমিটেড প্রকাশিত কাফকার রচনা সমগ্রের ভূমিকার ভাবানুবাদ।

কাফকা রচনাবলী

দি ট্রায়াল : জার্মানীতে প্রথম প্রকাশ ১৯২৫

আমেরিকা : জার্মানীতে প্রথম প্রকাশ ১৯২৭

দি ক্যাসল : জার্মানীতে প্রথম প্রকাশ ১৯২৬

মেটামরফসিস : জার্মানীতে প্রথম প্রকাশ ১৯১৬

ইন দি পেনাল সেট্‌ল্‌মেণ্ট : জার্মানীতে প্রথম প্রকাশ ১৯৩৩

দি গ্রেট ওয়াল অব চায়না ও ইনভেস্টিগেশন অব এ ডগ : জার্মানীতে প্রথম প্রকাশ ১৯৩১

লেটার টু হিজ ফাদার : আমেরিকায় প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩

দি ডায়ারিজ অব ফ্রানৎস্‌ কাফকা ১৯১০–১৯১৩ : আমেরিকায় প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮

দি ডায়ারিজ অব ফ্রানৎস্‌ কাফকা ১৯১৪–১৯২৩ : আমেরিকায় প্রথম প্রকাশ ১৯৪৯

আমার নিবেদন

আঁদ্রে জীদ

ফ্রানৎস্ কাফকার এই বিশ্বনন্দিত উপন্যাসের নাট্যরূপ—আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, জাঁ লুই বারঁর অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ ছাড়া করা সম্ভব ছিলো না। এমনকি বারঁ অভিনীত হ্যামলেটেঃ অনুবাদ সম্ভব হয়েছিলো তাঁর অসাধারণ অভিনয় দেখে। ১৯৪২ সালের ৪ মে মার্সিলিজে তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়। আমার সেইদিনই তিউনিস যাওয়ার কথা। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হিটলার বাহিনী অধিকৃত ফ্রান্সে আমার ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তিউনিসেই বারঁ ও ম্যাডেলিন রেনঁ আমাকে একবার মধ্যাহ্ন ভোজে আমন্ত্রণ জানান ; ম্যাডেলিনের চমৎকার রান্না খেতে খেতে এই মহান অভিনেতার সঙ্গে 'হ্যামলেট' অনুবাদ সম্পর্কে কথাবার্তা হয়। বিশ বছর আগে আমি 'হ্যামলেট'-এর প্রথম অংক অনুবাদ শেষ করেছিলাম। বারঁর আন্তরিক অনুরোধ আমার পক্ষে এড়ানো সম্ভব হয়নি বলে দায়িত্বটি হাতে নিই এবং শেষ না করা পর্যন্ত তিউনিস ছেড়ে যেতে পারিনি।

ওই একই তারিখে বারঁ আমাকে কাফকার 'দি ট্রায়াল' মঞ্চায়নের কথা বলেন এবং সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান। বারঁর অভিনয় ক্ষমতা সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিলো না, তবু সহযোগিতা করা ও সিদ্ধান্ত নেবার আগে নাট্যরূপটি আবার পড়বো বলে মনস্থ করি। পড়েছি।

এ-রকম একটি উপন্যাসের নাট্যরূপ, দুর্বোধ্য ছাড়া আর কি হতে পারে ধারণা নিয়ে পড়ে বুঝতে পারি, আমি জাঁ লুই বারঁর প্রতিভা সম্পর্কে আসলে ভুল ধারণা করেছিলাম। আজ আমি অকপটে এ-কথা স্বীকার করছি।

তিউনিস থেকে ফিরে আসি। তিনিও আসেন। তিনি 'দি ট্রায়াল'-এর ওপর বিস্তর কাজ করেছিলেন, এমনকি দৃশ্যভাগ পর্যন্ত। তিনি সেগুলো আমার কাছে জমা দেন। মঞ্চ সম্পর্কে আমার তেমন জানাশোনা নেই, এগুলো আমার পক্ষে করাও কোনোক্রমে সম্ভব হতো না, কিন্তু এই দুরূহ কাজটি তিনি দুরন্ত সাহস ও আস্থার সঙ্গে করেছিলেন বলে আমার পক্ষে সানন্দে গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিলো।

যে আকার নিয়ে নাটকটি আমার হাতে আসে তা থেকে বাহুল্য কিছু অংশ ঝরিয়ে ফেলা ছাড়া আমার তেমন কোনো কাজ ছিলো না। তবে কাফকার মূল আবেদন যাতে ব্যাহত না হয়, তাঁর সৃষ্টির প্রতি সম্মান অটুট থাকে, সেজন্যে আমি নিজেকে যথাসাধ্য সংযত রেখেছি। আমি বিশ্বাস করি, এই নাট্যকর্মের যা কিছু প্রাপ্য তা সবই এর স্রষ্টা ও ব্যাখ্যাকার জাঁ লুই বারঁর, আমার নয়।

ডিসেম্বর ১৯৪৬

সবিনয় নিবেদন

প্রথমেই স্বীকার করি এই কাহিনীর কয়েকটি নাম ইংরেজিতে উচ্চারিত না হয়ে জার্মানে হতে পারতো। জার্মান উইলহেম হতে পারতো ভিলহেলম্; মিসেস গ্রুবাচ ফ্রাউ গ্রুবাখ্; মিস বার্স্টনার ফ্রয়লাইন বুর্স্টনার। আমি করিনি কারণ, আমার অনুবাদ সরাসরি ইংরেজি নাট্যরূপ থেকে এবং নাম-টাম যাই উচ্চারণ করি, আমাদের সুবিধেমতো ইংরেজি উচ্চারণের কাছাকাছি নিয়ে আসি। আমরা কি জানিনে Brecht সাহেব এই দেশে কমপক্ষে দুই-তিন রকম উচ্চারণের শিকার?

ফরাসী নাট্যরূপ থেকে ইংরেজিতে প্রথম অনুবাদ ১৯৪৭ সালে। নিউইয়র্কের শকেন বুকস-এর প্রথম সংস্করণের সাল ১৯৬৩। দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৬৫। আমার অবলম্বন ১৯৬৫ সালের মুদ্রণ।

আমার জানামতে, বিশ্ববিখ্যাত এই উপন্যাসের নাট্যরূপ বাংলায় অনূদিত হয়নি; বাংলাদেশে তো নয়ই। অকপটে বলতে পারি, প্রথম কৃতিত্ব নেবার লোভে নয়, কাফকার প্রতি দুর্বলতা এবং যোসেফ কাৎথ্ ও লিয় ক্যৎথ্-এর অনবদ্য ইংরেজি আমাকে অনুবাদে উদ্বুদ্ধ করে।

এই অনুবাদ প্রথম ছাপা হয় বাংলা একাডেমীর ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'উত্তরাধিকার'-এ, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৮৪, ১২শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। পত্রিকা থেকেই বই। এ-ব্যাপারে সহকর্মী মুহম্মদ মুজাদ্দেদ, সহকর্মী কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা ও সহকর্মী ফরহাদ খানের আন্তরিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

অনুবাদ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন অগ্রজ জিয়া হায়দার ও কবি মনজুরে মওলা। সংলাপে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন ও কাফকা সম্পর্কিত ভূমিকা ভাবানুবাদ করার জন্যে কাফকার রচনাসমগ্র দিয়ে সাহায্য করেছেন সহকর্মী কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন।

ছাপার কাজে প্রেসের সংশ্লিষ্ট সবার কাছ থেকে আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের ধন্যবাদ।

২.

লক্ষণীয় এ-নাটকের মঞ্চ যতোটা জটিল, দৃশ্য-পরিবর্তন তার চেয়ে আরো বেশি জটিল। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুচ্ছে দৃশ্য-পরিকল্পনার চিত্রগুলি দেখলেই আমার মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে। তবে উন্নত দেশসমূহে উন্নত কলা-কৌশলের মাধ্যমে দৃশ্য পরিবর্তন যতো দ্রুত সম্ভব, আমাদের দেশে তা নয় বলে মঞ্চায়নের জন্যে পরিচালকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তবে অনুরোধ, নাটকের বৈশিষ্ট্য যেন ক্ষুণ্ন না হয়।
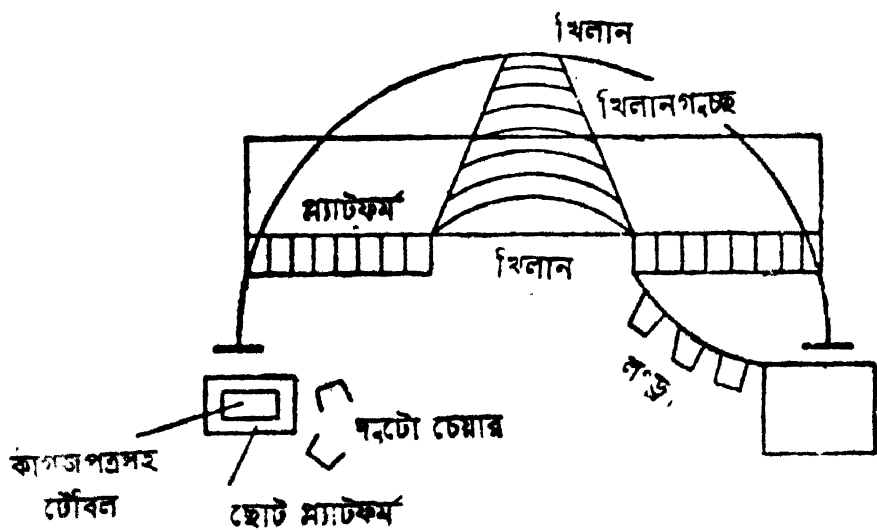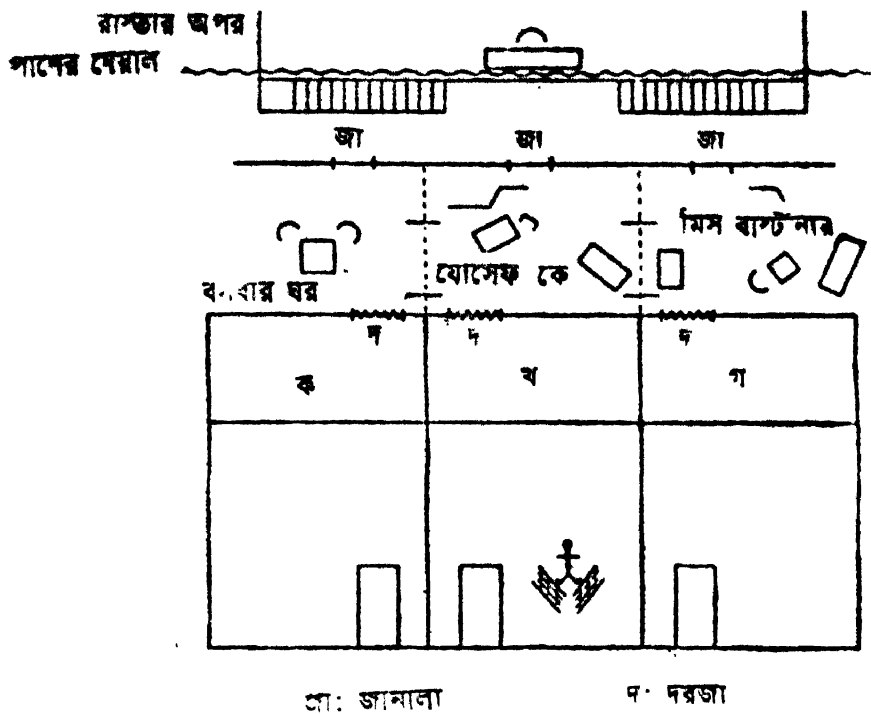
রাস্তার অপর
পাশের দেয়াল

জা জা জা

মিস বার্স্টনার

যোসেফ কে

দ দ দ

ক খ গ

জা: জানালা

দ: দরজা
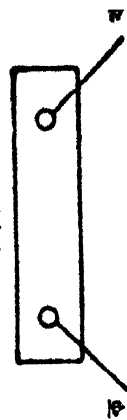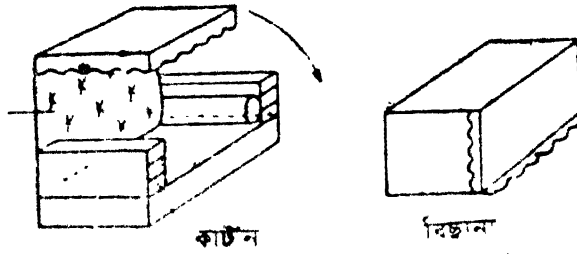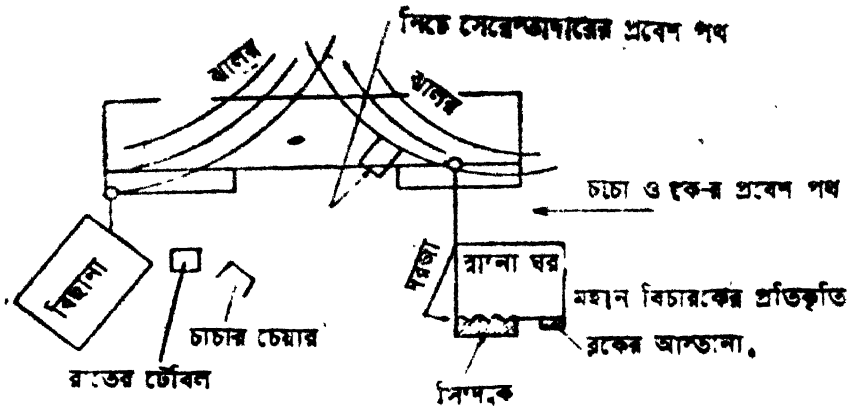
উকিলের বিছানা (আচ্ছাদিত চাঁদোয়া)
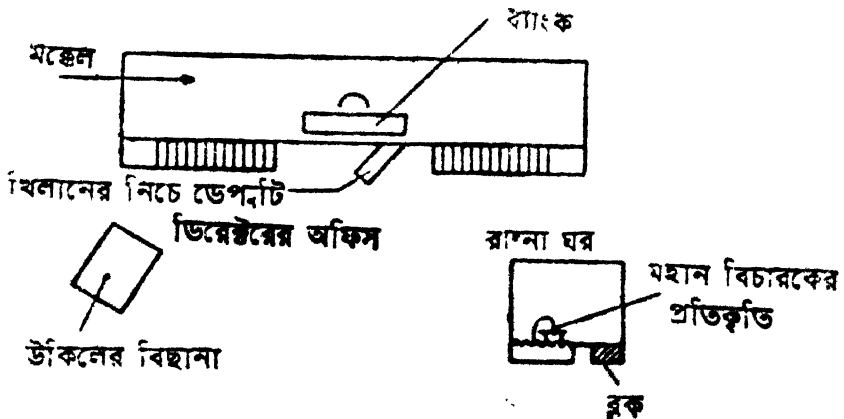
কাঠগড়া

চরিত্র : মঞ্চে প্রবেশের ক্রম অনুসারে

যোসেফ কে, ব্যাংক ম্যানেজার
ফ্রান্‌জ, প্রথম প্রহরী
উইলহেম, দ্বিতীয় প্রহরী
মিসেস গ্রুবাচ, বাড়ির কর্ত্রী
ইনস্‌পেক্টর
তিনজন ব্যাংক কর্মচারী
ডেপুটি ডিরেক্টর
মিস বার্স্টনার
নির্যাতক
শিশুরা
ধোপানী
ছাত্র
সাধ্যপাল
অভিযুক্তবৃন্দ
তরুণী
সুবেশ ভদ্রলোক
মহিলা কর্মচারী
নানাধরনের ব্যাংক কর্মচারী

চাচা
লেনি
উকিল হাল্‌ড্‌
সেরেস্তাদার
ব্লক, ব্যবসায়ী
মহান বিচারক
সংবাদবাহক

শাঁসালো মক্কেল
তিনজন ক্ষুদ্র মক্কেল
ছোট মেয়েরা
টিটোরেলি
বিচারক
যাজক
ইনস্‌পেক্টর
দুজন প্রহরী
মহিলা
ভদ্রলোক

প্রথম পর্ব

(মঞ্চটি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমে মাঝের 'খ' অংশে পর্দা উঠবে। এটি যোসেফ কে-র ঘর।

যোসেফ কে এইমাত্র দাড়িকাটা শেষ করেছে। সে রেজর সাফ করে, গান গায়, চুল আঁচড়ায় এবং দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডার থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে পড়তে থাকে—)

কে : 'পৃথিবীতে সমস্ত ভালোমানুষের ওপর শান্তি বর্ষিত হউক' (পড়া শেষে একটা মজার অঙ্গভঙ্গি করে। কাগজটা দলামোচড়া করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) আ-মে-ন। (জুতো পায় দেয়, সহসা ক্যালেণ্ডারে চোখ পড়ে), আরে। আজ না আমার জন্মদিন। একদম ভুলে গেছি। আমি হলফ করে বলতে পারি যদি মিস বার্স্টনার —আমার প্রতিবেশিনী—এটা জানে তাহলে সে একগুচ্ছ বেগুনি ফুল আনবে। আর বেশি নয়, তবু আনবেই।...আচ্ছা, আমার জন্মদিনে কি করা উচিত?... বিশেষ একটা কিছু তো বটেই।...রোজ রোজ যা করি তা করা চলবে না। প্রত্যেকদিন এক কাজ করতে করতে ঘেন্না ধরে গেছে। (হাত মুখ ধুয়ে, জামা পরে, কোট গায়ে না দিয়েই, টেবিলের কাছে যায়। সেখানে তার নাশ্‌তা থাকে) আমার নাশ্‌তা। কি হলো? ... কোথায় গেল? ...উহ। মিসেস গ্রুবাচ আনতে ঠিক ভুলে গেছে।...আমাকে আজ নির্ঘাৎ দেরি করিয়ে ফেলবে। (টেলিফোন করে। বাড়ির উল্টো দিকের জানালায় এক বুড়ির মুখ দেখা যায়। সে কে-র জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। কে কাঁধ ঝাঁকায়, জামার কলার লাগায়, হাতে কাফলিংক পরে)...আজ সকালে মহিলার হলো কি। অবাক লাগছে। না, না, মিসেস গ্রুবাচ আমাকে ভুলে গেছে। (আবার টেলিফোন করে)... আশ্চর্য, সে তো এর আগে এমনটি করেনি। (হলের দরজার কাছে যেতে যেতে —জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অপর জানালার মহিলাকে কিছু বলতে গিয়ে দেখলো মহিলা নেই। ডাক দেয়) মিসেস গ্রুবাচ। মিসেস গ্রু...(মঞ্চের 'ক' অংশের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে যায়। প্রথম গার্ড ফ্রান্‌জ প্রবেশ করে)... কি চাই?

ফ্রান্‌জ : টেলিফোন করলেন যে।

কে : আমি তো কাজের বেটিকে ফোন করেছি।

ফ্রান্‌জ : কেন?

কে : কি বলতে চান আপনি?

ফ্রান্‌জ : কাজের বেটিকে কেন ডেকেছেন জানতে চাচ্ছি।

কে : কেন আবার। আমার নাশ্‌তা আনবে।

ফ্রান্‌জ : উনার নাশ্‌তা। (স্মিত হেসে ঘরের মধ্যে এসে ধীরে ধীরে দরজা আটকে অদৃশ্য একজনের সঙ্গে কথা বলে)···উনি দাবি করছেন যে কাজের বেটিকে নাশ্‌তা আনতে বলেছেনে।

(পাশের ঘর থেকে চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল)

('ক' অংশের পর্দা উঠলে দেখা যায় দ্বিতীয় গার্ড জানালা ও টেবিলের মাঝখানে বসে বই পড়ছে)

কে : শুনুন, আমি কিন্তু এটা দাবি করিনি। (সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে)···তা আমার ঘরে আপনারা কি করছেন ?

ফ্রান্‌জ : আস্তে। আস্তে!! যাহোক, আপনি তাহলে বুঝতে শুরু করেছেন।···

কে : না, আমি কিছু বুঝতে চাইনে, দরকারও নেই। মিসেস গ্রুবাচ, ওই অসভ্য মহিলা এদের আসতে দিলো কেন ? আমি যাচ্ছি···(প্রথম গার্ড ঘরে ঢুকে ঘরের চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে। কে অন্য ঘরে যেতে উদ্যত হয়)

দ্বিতীয় গার্ড : (কোনো প্রকার নড়াচড়া না করে) আপনি এই ঘর ছেড়ে যেতে পারবেন না।

কে : ঠিক আছে বাবা। যথেষ্ট হয়েছে। এবার বলুন আপনারা কে ?

দ্বিতীয় গার্ড : তা দিয়ে আপনার কি ? (উঠে) আমরা আপনাকে গ্রেফতার করতে এসেছি।

কে : গ্রেফতার করতে! কেন ?

দ্বিতীয় গার্ড : ওসব আমরা বলতে পারবো না। তার চেয়ে আপনার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিন। ওটাই সবচেয়ে ভালো হবে।

ফ্রান্‌জ : দেখুন, আমরা কিন্তু আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করছি। ব্যক্তিগতভাবে আপনার বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। এখন থেকে সমস্ত গার্ড যদি আমাদের মতো ভদ্দরলোক হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আপনার অভিযোগ করার মতো কিছু থাকবে না।

(দুইজনই ঘরময় ঘুরে ঘুরে তদন্ত করতে থাকে। ফ্রান্‌জ কে-র ঘরে, অপরজন বসবার ঘরে)

কে : শুনুন, আপনারা কি বলতে চান ?

দ্বিতীয় গার্ড : আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। শিগগিরই সব জানতে পারবেন।

(ফ্রান্‌জ কে-র রাতের পোষাক পরীক্ষা করে)

ফ্রান্‌জ : হ্যাঁ, শিগগিরই সব জানতে পারবেন। (সে বিচক্ষণ পণ্ডিতের মতো কে-র শার্ট পরীক্ষা করতে থাকে) শুনুন, আপনার সৌখিন কোনো জিনিশ নেই ? আচ্ছা, আপনার সবকিছু আমাদের দেখতে দিচ্ছেন না কেন ? কারণ, হেড কোয়ার্টার··· (সে সতর্কতার সঙ্গে সবকিছু জড়ো করে) হ্যাঁ, আপনি জানেন না হেড কোয়ার্টারে কি ঘটবে। গার্ডরা তো সব বেচবেই, আর আপনার মামলা যদি অনেক দিন ধরে চলে তাহলে তাদের হিশেব রাখতে অসুবিধে হবে যে! (কে-র সমস্ত

জামাকাপড় সে বসবার ঘরে জড়ো করে দ্বিতীয় গার্ডের দিকে তাকিয়ে আবার কে-র দিকে ঘুরে) শুনুন, সবচেয়ে ভালো হয়, এখন আপনার সমস্ত দায়দায়িত্ব যদি আমাদের ওপর ছেড়ে দেন। বলি বুঝলেন কিছু?

কে : দাঁড়ান, দাঁড়ান। কোথায় যেন একটা ঘাপলা আছে। হ্যাঁ, ঠিক তাই। আপনারা মনে হয় আর কাউকে খুঁজতে ভুল করে আমার এখানে ঢুকে পড়েছেন। অথবা, হতে পারে, আজ আমার জন্মদিন বলে আমার ব্যাংকের কোনো বন্ধু আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারছে। (জোর করে হাসে) ঠিক আছে। রসিকতাই বলুন আর যাই বলুন, ঢের হয়েছে, এবার ক্ষান্ত দিন।

(গার্ড দুজন ঠাণ্ডা চোখে তাকে নিরীক্ষণ করে। মিসেস গ্রুবাচের ট্রে নিয়ে প্রবেশ।)

মিসেস গ্রুবাচ : (গার্ডদের দেখে) ওহ, মাফ করবেন। (ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ায়)

কে : আসুন, ভেতরে আসুন মিসেস গ্রুবাচ।

দ্বিতীয় গার্ড : না। সে ভেতরে আসতে পারবে না।

কে : কেন?

দ্বিতীয় গার্ড : কারণ আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কে : আমাকে গ্রেফতার করা হবে কেন?

ফ্রান্‌জ : (ভালোমানুষি দেখিয়ে) শুনুন, আপনি কি আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করতে চান? (মিসেস গ্রুবাচ তখনো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, তার দিকে তাকিয়ে) ট্রে-টা আমাকে দিন। (কে-কে) আপনি বরং আপনার ঘরে যেতে পারেন।

(কে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে অসহায়ের মতো তার পরিচয়পত্র দেখতে থাকে। ইতোমধ্যে গার্ড দুজন কে-র ব্রেকফাস্ট খেতে শুরু করেছে। কে ফিরে আসে)

কে : এই যে, এই দেখুন আমার কাগজপত্র। দেখলেই বুঝতে পারবেন আপনারা একটা ভুল করেছেন। (গার্ড দুজন একটু থমকে যায়, কে-র দিকে একবার তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে একবার তাকায় এবং আবার খেতে শুরু করে)···ঠিক আছে, তাহলে আমার গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখান।

ফ্রান্‌জ : (কাপের মধ্যে নাক গুঁজে) আহ্ হা, আপনি এতো ঠ্যাঁটা কেন বলুন তো?

দ্বিতীয় গার্ড : আচ্ছা, আপনি আমাদের বিরক্ত করছেন কেন? (খুব শান্তভাবে রুটি কেটে) নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এখন, এই পৃথিবীতে, আমাদের মতো আপনার ভালো বন্ধু আর কেউ নেই?

কে : অবশ্যই।

ফ্রান্‌জ : আসলেই তাই। (গার্ড দুজন রুটি স্লাইস করে, মধু ও মাখন লাগিয়ে হাভাতের মতো খেতে থাকে)

কে : এই দেখুন আমার কাগজপত্র।

দ্বিতীয় গার্ড : ওগুলো নিয়ে আমরা কি করবো?

ফ্রান্‌জ : আপনি কিন্তু ছেলেমানুষি করছেন।

দ্বিতীয় গার্ড : আপনি যেই হন না কেন আমাদের তাতে কিছু যায় আসে না। অত সহজ কথাটা বোঝার মতো বুদ্ধিও কি ঘটে নেই ? আমরা তো একজোড়া গার্ড ছাড়া আর কিছু না। শুনুন, আমরা অর্ডার পাই একেবারে নিচে থেকে। আমাদেরকে গ্রেফতার করতে পাঠানোর আগে কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই খোঁজখবর নিয়ে পাঠান। তাঁরা বলছিলেন আসলে আপনার অপরাধটা খুব একটা ছোটখাটো অপরাধ নয়। আইন অনুসারে এটা এমন এক ধরনের মামলা যা অপরাধ করার সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনিই শুরু হয়ে যায়। আর আপনার মতো মানুষ যখন এটা করে তখন কর্তৃপক্ষকে আরো উচ্চপর্যায়ের আইনকানুনের সঙ্গে মিল রেখে এগোতে হয়। এটাই আইন। এখানে ভুল করার কোনো সুযোগ নেই।

(শেষের কয়েকটি বাক্য স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে। খাওয়া পুরোপুরি হয়ে যাবার পর তারা দাঁত-খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাতে থাকে)

কে : এই আইন আমি জানিনে।

ফ্রান্জ : শুনছো, উনি নাকি এই আইন জানেন না।

দ্বিতীয় গার্ড : (ধীরে ধীরে) তাহলে কি করে জানেন যে আপনি নির্দোষ ?

ফ্রান্জ : মহা জ্বালা। যাই বলো, তাকে বোঝানো যাবে না।

কে : ব্যাপারটা আমি আপনাদের ওপরওয়ালার কাছে গিয়ে ফয়সালা করবো। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ফ্রান্জ : আপনি তখনই দেখা করতে পারবেন যখন ডাকা হবে। ওটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব আপনার নয়। আমার উপদেশ শুনুন ; এখন ঘরে ফিরে বিশ্রাম নিন, যান।

(কে রাজি হয়)

দ্বিতীয় গার্ড : শুনলেন তো ? বিশ্রাম নিন, শক্তি বাড়ান। কাজে লাগবে।

(কে তার ঘরে গিয়ে একটা চেয়ার খুঁজে না পেয়ে বিছানার ধারেই বসে পড়ে। ফ্রান্জ উঠে ঘরের আশপাশ দেখে এক প্যাকেট সিগারেট পেয়ে একটা ধরায় এবং প্যাকেটটা তার অনেকগুলো পকেটের একটার মধ্যে রেখে দেয়)

ফ্রান্জ : আপনার কাছে যদি টাকা থাকে, দিতে পারেন। ওই কোণায় যে কাফেটা আছে সেখান থেকে আপনার জন্যে নাশ্তা এনে দিতে পারি।

(রাস্তার ওপারের জানালায় কৌতূহলী বুড়িটা আরেকজন বুড়োকে দেখানোর জন্যে নিয়ে আসে)

(কে টেবিলে একটা আপেল পেয়ে কড়মড় করে খেতে থাকে)

কে : পাঁঠাগুলো কোথাকার ? ওরা আমাকে ব্যাংকে দেরি করিয়ে ফেলবে। কী বলবো বড় সায়েবকে ?...যা ঘটেছে তাই বলবো। (বসে) তিনি এসব বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু আমার তো সাক্ষী আছে। (বুড়োবুড়িকে দেখে) ওই বুড়োবুড়ি যদি সাক্ষী না হতে চায় তাহলে ওদের এদিকে তাকানোও বন্ধ করতে হবে। (উঠে দাঁড়ায়) কে তাকালো না তাকালো আমার কি ? লুকোছাপার তো কিছু নেই। (ওয়ার্ডরোবের কাছে যায়) ওদের নাশ্তার দিকে খেয়াল রাখতে

আমার ধরেই গেছে। আমার বোতল কোথায়? (মদে চুমুক দেয়। আবার গ্লাসে ঢেলে মুখের কাছে আনতেই জানলার দিক থেকে একটা ভারি কণ্ঠ শোনা যায়)

কণ্ঠ : যোসেফ কে···(কে থমকে যায়) ইনস্‌পেক্টর তোমাকে ডাকছে।

কে : তাহলে ডাকলো। (গ্লাসে দ্বিতীয় চুমুক দিয়ে দরজার কাছে যায়। গার্ডরা থামিয়ে দেয় তাকে)

ফ্রান্‌জ : এই পোষাকে ইনস্‌পেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন? আপনার কি রুচি বলতে কিছু নেই?

কে : বলি যখন আপনারা সাত সকালে একটা মানুষকে বিছানা থেকে টেনে তোলেন তখন কি তাকে ফুলবাবু হিশেবে দেখবেন?

ফ্রান্‌জ : কি করি না করি তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। পোষাকটা উপযুক্ত হওয়া দরকার।

কে : (ড্রয়ার থেকে একটা ধূসর কোট নিয়ে) এটা চলবে?

দ্বিতীয় গার্ড : না, ওটা কালো হতে হবে।

ফ্রান্‌জ : (ভদ্রভাবে টাইটা খুলে নিয়ে) এতো জমকালো টাই চলবে না।

(কে ঠিকমতো পোষাক পরে তৈরি হয়ে নেয়। গার্ড দুজন তার কাঁধ থাবা মেরে ধরে)

দ্বিতীয় গার্ড : বাগড়া-টাগড়া না বাধালে আপনি কিন্তু একটা চমৎকার মানুষ!

ফ্রান্‌জ : শোনো, আমরা কিন্তু কাজটা ভালোভাবেই সেরে ফেলতে পারি। উইলহেম, ইনস্‌পেক্টরকে বলো যে তিনি তৈরি।

(উইলহেম, দ্বিতীয় গার্ড, যাওয়ার পথে কাপড়ের স্তূপ তুলে নিয়ে যায়। কে তাকে অনুসরণ করে। ফ্রান্‌জ কাপড়ের স্তূপ থেকে পড়ে-যাওয়া একটি জামা ঠেসেঠুসে নিজের পকেটে ভরে নিয়ে বেরিয়ে যায়)

('গ' অংশের পর্দা ওঠার পর তিন নম্বর ঘর দেখা যায়। এটা মিস বার্স্টনারের ঘর। এখানে একটি ভাঁজ করা পর্দা, কম্বল ও ফটোগ্রাফ। ঘরের ঠিক মাঝখানে টেবিল। দর্শকদের দিক থেকে ইনস্‌পেক্টরের মুখের একপাশ দেখা যায়। টেবিলের ওপর একটা দেশলাই, একটা সেলাই বাক্স ও একটা পিনকুশন। ইনস্‌পেক্টর জিনিশগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আছে। ঘরে একটা আলমারীও আছে। তিনজন দর্শক আছ, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো উৎসাহ নেই। ইন্‌সপেক্টরের নরম পশমি হ্যাটটি বিছানার ওপর। জানালার হুড়কার সাথে একটা শাদা ব্লাউস ঝুলছে। গার্ড দুজন আলমারীর ওপর নির্বিকারভাবে বসে। দর্শক তিনজন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না। কে এই দৃশ্যে ঢুকে থতমত খেয়ে যায়। রাস্তার ওপারে বুড়ি, বুড়ো ও আরো একজন বিশালদেহী লোক। লোকটির সুঁচালো লালচে দাড়ি, গায়ে দলামোচড়া একটা জামা। তারা কে ও

গার্ডদের দৃশ্য দেখছে। ইনসপেক্টর কে-কে নিরীক্ষণ ক'রে নিজের পকেট থেকে একগোছা টুকরো কাগজ বের ক'রে তাসের মতো মেলে ধরে)

ইনসপেক্টর : যোসেফ কে…

(কে এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে বিরক্ত। সে অনিচ্ছাভরে মাথা নোয়ায়) সকালবেলায় এই ঘটনায় আপনি কি খুব বিরক্ত হয়েছেন ?

কে : (হঠাৎ বন্ধুত্বের সুরে) ও হ্যাঁ, ইনসপেক্টর, আমি আসলে এটা ভাবতে পারিনি। তবে খুব যে অবাক হয়েছি তা নয়।

ইনসপেক্টর : তাহলে আপনিই বলছেন যে খুব অবাক হননি।

কে : আসলে বলতে চাচ্ছি…আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন…আমি কি বলতে পারি ?

ইনসপেক্টর : নিয়ম নেই।

কে : আমি নিশ্চিত যে আপনি বুঝতে পারবেন। ছেলেবেলা থেকেই আমার নিজের জগতের মধ্যে বেড়ে উঠেছি। আমি অনাথ ছিলাম, এক চাচা আমাকে মানুষ করেছেন। আসলে সবসময়ই সবকিছু যে সহজভাবে চলে তা নয়। বলতে কি, অনেক কিছু গা সওয়া হয়ে গেছে। অবাক হওয়ার মতো কিছু দেখেও তেমন কিছু হয় না। ঘোরতর কিছু ঘটলেও বিপদ বলে ভাবিনে। এই যেমন, বিশেষ করে আজকের ঘটনা।

ইনসপেক্টর : কেন, বিশেষ করে আজকের ঘটনাটা কেন ?

কে : না, বলতে চাচ্ছি, সে-রকম বিপজ্জনক কিছু নয়, কিন্তু বেশ গুরুতর। আমি এসব গায়েই মাখছি না, আর প্রথমে তো বেশ একটা রসিকতা হচ্ছে বলে ভেবেছিলাম। …কিন্তু…

ইনসপেক্টর : ঠিকই তাই।

কে : কিন্তু এখানে আমার অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাটিতে কোনো ফায়দা নেই, আমি নিজেও লজ্জাজনক কিছু করেছি মনে হয় না…যাকগে, এসব ফালতু কথার কোনো মানে নেই…মাফ করবেন…(দ্বিধা নিয়ে) যদি খুব গুরুত্ব না দিয়ে গোটা ব্যাপারটা দেখি…

ইনসপেক্টর : আপনার ধারণা ভুল।

(এই দৃশ্য চলাকালে ইনসপেক্টর হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই নাড়াচাড়া করছে, বিশেষ করে ম্যাচের কাঠি দিয়ে জ্যামিতিক ছক বানিয়ে মজা পাচ্ছে। কে-র দিকে সে বলতে গেলে তাকাচ্ছেই না। দুই গার্ড ও দর্শক তিনজনও নির্বিকার)

কে : ঠিক আছে, তাই না হয় হলো। কিন্তু ভেবে পাচ্ছিনে অভিযোগটা করলো কে। দেখুন, কেন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তা জিগগেস করছিনে, কিন্তু আমি যে করেছি এটা কার মাথায় এলো। (কে ইনসপেক্টরের নীরবতায় খুব অস্বস্তিবোধ করে) আবার এই গ্রেফতারের হুকুমটা যদি জানতাম, মনে হয় জানতে পারি…দেখুন, আপনারা কারো না কারো হুকুমে এই কাজটা করছেন। কে তিনি ? বুঝতেই পারছি আপনারা কোনো না কোনো পদের অফিসার। কিন্তু যতোক্ষণ আপনাদের পোষাকে সে-পরিচয় নেই, তাতে মনে হয়…ঠিক আছে,

ভদ্রমহোদয়গণ, কোনো মীমাংসোয় আসা আমার ধারণায় আদৌ কষ্টকর নয়। খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, কিছুটা সরল ব্যাখ্যা পেলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ব্যস, তারপরে আমরা আন্তরিকভাবে হাত মেলাবো, বন্ধু হয়ে যাবো এবং আপনারা চলে যেতে পারবেন।

ইনস্‌পেক্টর : প্রিয়বন্ধু, শুনুন···আপনি বিরাট একটা ভুল করছেন। বিচারের প্রাথমিক পর্বের জন্যে আমাকে আর এই ভদ্রলোকদের পাঠানো হয়েছে। আবার বলছি : বিচারের প্রাথমিক পর্বের জন্যে। এর মধ্যে আমাদের পরবর্তী করণীয় কাজও আছে, কিন্তু সেটা অবশ্যই নিচের পর্যায়ের কোনো ব্যাপার নয়।··· আপনার মামলার ব্যাপারে আসলে আমরা কিছু জানি না ; জানি না কে অভিযোগ করেছে, কেন করেছে। আসল ঘটনা হচ্ছে আপনাকে অভিযুক্ত করা হয়নি, করা হয়েছে গ্রেফতার। যদিও এটা এক জিনিশ নয়, তবে এটাই ঘটনা, এটাই সত্য। গার্ডরা আপনাকে যা বলেছে তা শুধু কথার কথা। তবে আপনার কথার জবাব দিতে আমি বাধ্য নই ; বাধ্য, আপনি। আর আপনাকে জিগগেস করা হলে, তবেই, তার আগে নয়। আপনাকে দেখেশুনে বেশ ভালোমানুষই মনে হয়, তাই (উঠে দাঁড়িয়ে কে-র দিকে হাঁটতে থাকে) কয়েকটা উপদেশ দেবো : আমাদের নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবেন না ; নিজের কথাটাও একটু-আধটু ভাববেন। নিজের সরলতা প্রমাণ করার জন্যে অতো ধানাই-পানাই না করলেও চলবে। ওটাতে বরং খারাপ ধারণাই হয়। আপনি খুব বেশি কথা বলেন। বিরক্তিকর।

কে : (সামলে নিয়ে) ঠিক আছে। সরকারি উকিল মিঃ হাসটারার আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি তার সঙ্গে কথা বলবো।

ইনস্‌পেক্টর : ভালো কথা···কিন্তু এর মধ্যে আলোচনা করার মতো কিছু নেই।

কে : কিছু নেই। তাহলে আলোচনা করার কিছু না থাকলে আপনারা এখানে কি করছেন ? আমি কোনো কিছু বলতে গেলে, ব্যাখ্যা করতে গেলে আপনারা ঝাঁপিয়ে পড়েন, খোঁচান, টিটকিরি মারেন ; আবার আমার বন্ধু সরকারি উকিলকে আমি গ্রেফতার হয়েছি জানাতে চাই, জিগগেস করতে চাই ঈশ্বরের নামে এসব কী হচ্ছে, তিনি কিছু জানলেও জানতে পারেন, কিন্তু আপনারা ধৃষ্টতা দেখিয়ে বলছেন, না, এর মধ্যে আলোচনা করার কিছু নেই···

ইনস্‌পেক্টর : ক্ষমা করুন।

কে : ঠিক আছে, ডাকবো না।

ইনস্‌পেক্টর : না, না, যতো পারেন, ডাকুন।

কে : না, দরকার নেই। (চাপা রাগ নিয়ে জানালার কাছে যায়। রাস্তার ওপরে জানালায় সেই তিনজন তখনো আছে) ভাগো। (তারা সরে যায়। কে ইনস্‌পেক্টরের দিকে ঘুরে আসে, তার গলায় আপোস ও রসিকতার সুর) ভদ্রমহোদয়গণ। এইবার বুঝতে পেরেছি। চমৎকার, চমৎকার অভিনয় করেছেন আপনারা। এই ছোট্ট মিলনান্তক নাটকটি এর চেয়ে ভালো হতে পারতো না। আমি অভিভূত। এর পরে যাই ঘটুক, আপনারা তো যাবেনই, আমার তো ভয় হচ্ছে যে যাওয়ার আগে 'বিদায়'

বলে হয়তো হাতও মেলাতে পারবো না। (কে ইনস্‌পেক্টরের দিকে হাত বাড়ায়, কিন্তু ইনস্‌পেক্টর শুধু হাতের দিকে তাকিয়ে মিস বার্স্টনারের বিছানা থেকে নরম পশমি টুপিটা তুলে নেয় এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় ঠিকমতো পরতে থাকে)

ইনস্‌পেক্টর : আপনি যেভাবেই দেখুন অথবা চিন্তা করুন না কেন, ব্যাপারটা অতো সহজ নয়। হতাশ হওয়ার মতো কিছু নেই। সোজা কথা, আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর বেশি কিছু না। আমি সেই কথাটাই বলতে, হ্যাঁ, দেখতেও এসেছি যে আপনি এটাকে কিভাবে নেন। আপনি তো ব্যাংকে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। হ্যাঁ, যেতে পারেন, রোজ যে-রকম স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম করেন, করতে পারেন।

কে : ব্যাংকে। কিন্তু আমি তো জানি আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ইনস্‌পেক্টর : তা করা হয়েছে, কিন্তু এটার সঙ্গে আরেকটার কোনো সম্পর্ক নেই। যেন কিছুই হয়নি, অন্তত কেউ কিছু জানার আগেই আপনি কাজকর্ম শুরু করতে পারেন। হ্যাঁ, এ ঘটনাটা না বলাই ভালো। তাহলে, ব্যাংকে দেরি হলেও কেউ খেয়াল করবে না। এখানে যে লোক তিনটিকে দেখছেন, এরা আপনারই সহকর্মী। এরা আপনার সঙ্গেই ফিরে যাবে এবং গিয়ে বলবেন এই অফিসের কাজেই এতোক্ষণ বাইরে ছিলাম আর কি।
(গার্ড দুজন চলে যায়)

কে : আরে, কেমন আছো ? চিনতেই পারিনি তোমাদের। আমি সত্যি দুঃখিত।
(এরা নগণ্য কর্মচারী। তিনজন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মুখে বোকার হাসি ফুটিয়ে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে। কে তাদের সঙ্গে হাত মেলায় এবং তিনজন কে-কে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়)

(জোরালো আলো এবং রাস্তায় গুঞ্জরণ ও একটানা একঘেঁয়ে সুর-সঙ্গীতের মাঝে দৃশ্য পরিবর্তন হয়।
মিসেস গ্রুবাচের চোরা উপস্থিতিতে মনে হবে সে বাইরে এতোক্ষণ দরজায় আড়ি পেতে শুনছিলো।
দৃশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তার ওপারের বাতি অদৃশ্য হয়ে যায়। 'ক' অংশের প্ল্যাটফর্মটি ভূমি থেকে সাড়ে ছয় ফুট উঁচুতে। এখানে 'কে'-র ব্যাংকের অফিস। বাম ও ডানদিকে সিঁড়ি, কে-র অফিসে উঠে গেছে।
মঞ্চের সামনের দিকে রাস্তায় পথচারীদের দ্রুত আসা যাওয়া। ব্যাংকের কর্মচারীরা প্ল্যাটফর্মের সিঁড়ি দিয়ে ওপর-নিচ করছে। কে-র অফিসের নিচে খিলানের মতো যাতায়াতের পথ। পথটা প্ল্যাটফর্মের ঠিক মাঝখানে। তিনজন সহকর্মীর সঙ্গে কে খিলানের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠে অফিসে যেতেই খদ্দেররা চারপাশ থেকে ঘিরে অফিসে ঢুকতে চাইলে অধস্তন কর্মচারীরা বাধা দেয়। কে তার আসনে বসে।

ব্যাংকের কাজকর্মের শব্দ—টাইপ-রাইটার চলছে, টেলিফোন বাজছে। এক সেক্রেটারি কে-কে সই করার জন্যে কিছু কাগজপত্র দেয়। ব্যাংকের কিছু কর্মচারী, যাদের অধিকাংশই মহিলা, দল বেঁধে উঠে এলে যন্দের ও অধস্তন কর্মচারীরা পথ করে দেয়। মহিলারা কে-র জন্মদিনে একগুচ্ছ ফুল উপহার দেয়। হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে ব্যাংকের সমস্ত কাজকর্মের শব্দ চাপা পড়ে যায়। কে-র দুই-পাশে দুটো ফোন। তার মধ্যে থেকে একটির রিসিভার তুলে কানে না লাগিয়ে শূন্যে ধরে রাখে ও অপেক্ষা করে। নীরবতার মধ্যে লাউডস্পীকার থেকে ভেসে আসে)

লাউডস্পীকার : আমি কি মিঃ যোসেফ কে-র সঙ্গে কথা বলতে পারি?
(নির্বাক অভিনয়ের মাধ্যমে কে সম্মতিসূচক হাসে)
আপনাকে কাজের সময় বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনাকে জানানো জরুরী যে তদন্তকাজ স্বাভাবিকভাবেই এগোচ্ছে। যেহেতু আপনার কাজের ব্যাঘাত ঘটানোর আদৌ ইচ্ছে নেই, সেজন্যেই বলছি, আগামী রোববারটাই আপনার জন্যে সুবিধেজনক হবে। আপনি রিপোর্ট করবেন জুলিয়াস স্ট্রীটের বাড়ি...
(হঠাৎ কণ্ঠ অস্পষ্ট হয়ে যায়। কে কানের কাছে রিসিভার ধরে রাখে, ঝাঁকায়, কিন্তু কিছুই শোনা যায় না। ব্যাংকের কাজকর্ম আবার শুরু হয়)

কে : যাকগে, কেটে গেছে।
(রিসিভার রেখে দেওয়ার পর ডেপুটি ডিরেক্টর প্রবেশ করে। সে স্মিত হাসি ও বিনয়সহকারে কে-র কাছে এগিয়ে যায়)

ডেপুটি ডি· : কে, এই রোববারে আমার নৌকায় একটা পার্টি দিচ্ছি। তুমি কি আসতে পারবে? সরকারি উকিল হাসটারারও সেখানে থাকবে। আমি জানি সে তোমার বন্ধু। তাহলে রোববারেই কথা রইলো?

কে : (আকস্মিক টেলিফোনে তার মেজাজ বিগড়ে গেছে, বিরক্ত হয়েছে) মিঃ ডিরেক্টর, আমাকে মাফ করবেন। না, সামনের রোববারে আমি সময় করতে পারবো না।
(আরেকটা ফোন বাজে। ডেপুটি ডিরেক্টর সেটা তুলে নেয়)

ডেপুটি ডি· : (কিছুটা বিরক্তি নিয়ে) ঠিক আছে, আমি জোর করবো না।
(টেলিফোনটা কানে লাগিয়ে কে-র দিকে এগিয়ে দেয়) মনে হয় তোমার।
(সঙ্গে-সঙ্গে প্রস্থান। প্রথম টেলিফোনের সময় সবাই যেমন নীরব হয়ে গিয়েছিলো, এবারেও তেমনি এবং কে-ও অনুরূপ অভিনয় করে)

লাউডস্পীকার : আপনার সুবিধার জন্যেই আমরা পারতপক্ষে কাজে কোনো ব্যাঘাত ঘটাবো না।
(কে ঠোঁট নেড়ে জবাব দেবে, কিন্তু তা শোনা যাবে না)
তাহলে রোববারেই আপনি ১৪ নং জুলিয়াস স্ট্রীটে হাজির হবেন। (কে-র জবাব শোনা যায় না) না, না, কোনো কষ্ট হবে না। আমরা সবাই আপনার সেবার জন্যে আছি। আপনি ওখানে গিয়ে জিগগেস করবেন লান্‌জ্‌ নামের

কাঠমিস্ত্রি কে ? (কে কিছু একটা বলে) হ্যাঁ হ্যাঁ, কেবল বলবেন লাল্‌জ্‌, কাঠমিস্ত্রি।

(কে রিসিভার রেখে দেয়। সহসা তাকে খুব ক্লান্ত দেখায়। ঘড়ির দিকে তাকায়। আবার গণ্ডগোল ও কাজকর্ম শুরু হয়। এমন সময় অফিস ছুটির দীর্ঘ বাঁশি বাজে। সমস্ত কর্মচারী চলে যায়। আলো স্তিমিত হয়ে আসে। ধীরে ধীরে পর্দা নামে)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(এখানেও মঞ্চটি তিনভাগে বিভক্ত। 'ক' অংশ—মিসেস গ্রুবাচের ঘর; 'খ' অংশ—যোসেফ কে-র ও 'গ'—মিস বার্স্টনারের ঘর।

এখন রাত। রাস্তার অপর পারে বাড়ির দেয়াল দেখা যাচ্ছে না। মিস বার্স্ট-নারের বিছানায় চাঁদের আলো পড়েছে।

'ক' অংশে পর্দা ওঠার পর দেখা যাবে মিসেস গ্রুবাচ টেবিলের সামনে ল্যাম্পের আলোয় মোজা রিফু করছে। কে বাম দিকে মঞ্চের সামনে এসে ধীরে ধীরে হাঁটে, তাকে বড্ড উদ্বিগ্ন ও হতাশ দেখায়। 'খ' অংশে তার ঘরের দিকে এগোয়, কিন্তু মত পরিবর্তন করে 'ক' অংশের দরজার কাছে ফিরে আসে, টোকা দেয়। দরজা খুলে যায়)

কে : মিসেস গ্রুবাচ, এখনো কাজ করছো ?

মিসেস গ্রুবাচ : (কাজ করতে করতেই) এর কি আর অন্ত আছে। ভাড়াটেদের কাজ করতে করতেই তো আমার দিন যায়। রাতেই যেটুকু পারি, করি। এখনই যা একটু সময় পাই।

কে : সকাল বেলার ওই বিশ্রী ঘটনাটার জন্যে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

মিসেস গ্রুবাচ : কিসের জন্যে? ওহ, সকাল বেলা ওই যে লোকদুটো আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো···আমি পরে সব গুছিয়ে রেখেছি।

কে : আসলে, জানো, ও-ব্যাপারে আমার কিছুই করার ছিলো না।

মিসেস গ্রুবাচ : আসলেই তাই।

(কে মিসেস গ্রুবাচের উল্টোদিকে বসে। কিছুটা বিব্রত। নীরবতা)

কে : এরকম আর ঘটবে না।

মিসেস গ্রুবাচ : (বিরতি এবং সেই অবসরে সুঁইয়ে সুতো ভরে নেয়) আমারও তা-ই মনে হয়।

কে : (বিপর্যস্ত) কী ?

মিসেস গ্রুবাচ : (স্মিত হেসে) এ-ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না।

কে : তোমার সত্যি মনে হয় আর ঘটবে না ?

মিসেস গ্রুবাচ : ওহ্, ব্যাপারটা নিয়ে আপনার এতো মাথা ঘামানো উচিৎ নয়। এ-ধরনের ঘটনা কটা দেখছেন !...শুনুন, আপনার সঙ্গে তো আমার রাখ-ঢাক সম্পর্ক নয়, তাই বলছি, আমি কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যে দরজার কাছে আড়ি পেতে শুনেছিলাম। ওই গার্ড দুটোও আমাকে কয়েকটা কথা বলেছে। জানি

আপনাকে গ্রেফতার করেছে, কিন্তু চোরদের যেমন গ্রেফতার করে, তেমনটা তো নয়। ওরাই বলছিলো, যদি চোরদের মতো গ্রেফতার হতেন, সেটা একটা বিশ্রী ব্যাপার হতো। কিন্তু এটা? এটা তো কিছুটা জানাই ছিলো। আমি যদি বোকার মতো কথা বলি তো ক্ষমা করবেন।

কে : কিন্তু মিসেস গ্রুবাচ, এটা বোকার মতো কথা নয়।

মিসেস গ্রুবাচ : (উৎসাহিত হয়ে) জেনেও অনেকে বুঝতে পারে না।

কে : আমি ব্যাপারটা নিয়ে বহুদূর যেতে পারতাম। তোমাকেও বলতে চাইনি, কিন্তু বুঝতে পারে এ-রকম একটি মানুষের মতামত চাচ্ছিলাম। আমরা দুজন একইভাবে জিনিসটা দেখছি দেখে ভালো লাগছে।

মিসেস গ্রুবাচ : আমরা যে সব সময় বুঝতে চাইনে, এটা কি সত্যি?

কে : ঠিক আছে। বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা ক'রো।

মিসেস গ্রুবাচ : না, না, তার দরকার নেই।

কে : তাই যদি হয়, তাহলে এসো, হাত মেলাই।

(মিসেস গ্রুবাচ কে-র সঙ্গে হাত মেলানোর পরিবর্তে যে মোজাটা রিফু করছিলো সেটা রেখে আরেকটা মোজা তুলে নেয়। কে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বাড়ানো হাত দিয়ে নাক চুলকাতে থাকে)

মিসেস গ্রুবাচ : (কথার জের ধরে, ভিন্ন স্বরে) দেখুন, আমার বাড়িটাকে ভদ্রসম্মত করে রাখতে চাই।···কিন্তু যা ঘটছে তা তো চলতে দেওয়া যায় না।

কে : (হাত না মেলানোর অপমানের জ্বালায়, রূঢ় স্বরে) বুঝতে পেরেছি মিসেস গ্রুবাচ···ঠিক আছে, আমি বাসা ছাড়ার নোটিস দেবো।

মিসেস গ্রুবাচ : (হঠাৎ সংযত হয়ে এবং প্রায় কোমল গলায়), আমি যা বলেছি, তার জন্যে আমাকে ভুল বুঝবেন না।

(কে এই মুহূর্তে প্রায় বিপর্যস্ত। চলে যাবার উদ্যোগ নেয়। দরজার কাছ থেকে)

কে : মিস বার্স্টনার কি ঘরে আছেন?

মিসেস গ্রুবাচ : (স্মিত হেসে) এখনো থিয়েটারে। দেরি না করে তো ফেরেন না। (কে-র দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে) তাকে কি কিছু বলতে হবে?

কে : (কি করবে বুঝতে না পেরে, নিচের দিকে তাকিয়ে) আসলে, সকালে হুড়মুড় করে তাঁর ঘরে ঢুকে যাওয়ার জন্যে ক্ষমা চাইবো ভাবছিলাম।

মিসেস গ্রুবাচ : না, না, এতে তিনি কিছু মনে করবেন না। আমি তাঁর ঘরের জিনিশ-পত্র সব গুছিয়ে রেখেছি। আপনি কি দেখা করবেন?

কে : মিসেস গ্রুবাচ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।

মিসেস গ্রুবাচ : (সুঁইয়ে আবার সুতো ভরে) এটা নিয়ে আপনার আর মাথা ঘামানো উচিৎ নয়। তাঁদের পর্যায়ের লোক অতো ছোট নন। (একটা সুতো কাটতে কাটতে) তবে, তাঁর ওখানে লোক আসে, মাঝে-মাঝেই তিনি লোকজনকে ঘরে অভ্যর্থনা জানান···প্রায় যে-কোনো লোককে···

(কে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠায় মিসেস গ্রুবাচ থেমে যায়)

কে : তাঁহা মিথ্যা। (শান্ত হতে চেষ্টা করে) মিসেস গ্রুবাচ, আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি। আমি জানি, খুব ভালোভাবে জানি, মিস বার্স্টনারকে আমি দীর্ঘদিন থেকে চিনি এবং আমি···

মিসেস গ্রুবাচ : (সেলাইয়ের কিছু যোড়েখুড়ে) শুনুন, দয়া করে শুনুন, আপনার মনে কষ্ট দিতে চাইনি···

কে : (লজ্জিত হয়ে) মিসেস গ্রুবাচ, আমি দুঃখিত। আসলে হঠাৎ ক্ষেপে গেলে আমার নাক চুলকাতে শুরু করে, মারামারি করতে ইচ্ছে করে। (সে হাসতে চেষ্টা করে) ঠিক আছে মিসেস গ্রুবাচ, শুভরাত্রি। (প্রস্থান)

মিসেস গ্রুবাচ : (কে যখন চলে যাচ্ছে, ভাবগম্ভীরভাবে) সে আমাকে নাকের কথা বলে হাসাতে চায় (সুঁই খুজতে থাকে)···লোকে তাকে পছন্দ করে···তারা কি বলে যেন ডাকে···কি বলে ডাকে তারা ?···(আবার সুঁইয়ে সুতো ভরে)···

···('খ' অংশের পর্দা ওঠে, কে-র কক্ষ দেখা যায়। কে ঘরে প্রবেশ করেছে। এখানে দুটো দৃশ্যের অভিনয় পাশাপাশি চলতে থাক। কে ও মিসেস গ্রুবাচ, দুজনেরই স্বগত সংলাপ এবং এ সংলাপ চলবে পিঠাপিঠি। কে অদ্ভুত ভঙ্গিতে পা উপরের দিকে তুলে রাখে)

কে : আমরা তখনই স্বাধীন, যখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।

মিসেস গ্রুবাচ : (সেলাই কাজ চালিয়ে যেতে যেতে) আমার ভাড়াটেরা যা ইচ্ছে তাই করুক গে।

কে : (বসে) আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন।

মিসেস গ্রুবাচ : কিন্তু কেউ কেউ সুযোগের অপব্যবহার করে বলেই তো অন্যেরা বিরক্ত হয়।

কে : (মনমরা হয়ে) আমি স্বাধীন, কিন্তু আমাকে তো এখনো গ্রেফতার করে রাখা হয়েছে। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়)

মিসেস গ্রুবাচ : (দীর্ঘশ্বাস ফেলেই) ঠিক তাই। তারা তো অকারণে গ্রেফতার করেনি।

কে : (চুরুট ধরায়। ধোঁয়া ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাটাকাটাভাবে বাক্যও উচ্চারিত হয়) আমার ব্যাপারটা ওই মহিলা যতোটা জানে, আসলে ততোটা তো নয়। এটা সত্যিই একটা চূড়ান্ত পাগলামি।

মিসেস গ্রুবাচ : (কাজ করতে করতেই) কিন্তু এটাকে এতো গুরুত্ব দিয়ে দেখা আসলেই ছেলেমানুষি।

কে : আমি কিছুতেই ভেঙে পড়বো না।

মিসেস গ্রুবাচ : তারা গ্রেফতার করলো অথচ তারা কারণ জানে না।

কে : এতেই তো অবাক হচ্ছি। ঠিক আছে। এর জন্যে আমি আদৌ দায়ী নই।— আমার সকাল বেলার কাজ হচ্ছে (খুব দ্রুত) ব্যাংকে কি বলতে হবে, তাদের কথার

কি জবাব দিতে হবে। কেবল, হ্যাঁ, কেবল আমার জন্যেই একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি আছে। একটা লোকাল ফোন করতে হবে, আরেকটা করতে হবে দূরে। মক্কেল গিসগিস করছে, লোকজন আসছে যাচ্ছে, কিন্তু কিছু এসে যায় না, আমি অসম্ভব ব্যস্ত, আমি নিজেকে নিয়ে ইয়ার্কি-ফাজলামো তো মারবোই।

মিসেস গ্রুবাচ : (কে-র স্বগত সংলাপ শেষ হতে না হতেই) আমি? আমি একজন সাদাসিধে বাড়ির মালিক। আর ওরা যখন আমার সঙ্গে ভালোই ব্যবহার করে··· কিছু না কিছু জানার জন্যেই তো আড়ি পেতেছি। আর গার্ড ব্যাটারাও তেমন কিছুই জানালো না···

কে : (চুরুট নিভিয়ে) ঘটবে না, কিছুই ঘটা উচিত নয়।

মিসেস গ্রুবাচ : ওরা কি বললো? বললো, অবশ্যই তোমাকে গ্রেফতার করার হুকুম আছে।

কে : (মনে হয় সিঁড়িতে পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে। বসে বিছানার ওপর) ওরা আমার অধস্তন কর্মচারী। আমাকে এখন বের করতে হবে হুকুমটা কে দিলো।

মিসেস গ্রুবাচ : (সেলাইয়ের জিনিশপত্র সরিয়ে রেখে বেরিয়ে যাওয়ার আয়োজন করে) না, মানুষটি খারাপ নয়। একটু মাথা গরম এই যা। (উঠে দাঁড়ায়, ঝুড়িতে সেলাইয়ের সব জিনিশ ও বাতি নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে) হ্যাঁ, পড়েছে, এতক্ষণে মনে পড়েছে। শব্দটা হচ্ছে—প্রচণ্ড।

কে : (বসে) এখন প্রধান কাজ হচ্ছে শান্ত থাকা, পরিস্থিতি যাতে আয়ত্তের বাইরে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। (বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে)

(এগারোটা বাজার শব্দ। সিঁড়িতে উপরে উঠার পায়ের আওয়াজ। কে বিছানায় উঠে বসে। আওয়াজ কাছে এগিয়ে আসে। কে উঠে দাঁড়ায়, হলঘরের কোণায় ছোট ঘরে গিয়ে কান পেতে শোনে। মিস বার্স্টনার মঞ্চের সামনের বাম দিক দিয়ে ঢুকে এগিয়ে যায়, তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, হাঁটছে অবসন্নভাবে। 'গ' অংশে তার ঘরে যেই পৌঁছোয়, কে ফিসফিসিয়ে ডাকে—)

কে : মিস বার্স্টনার!

মিস বার্স্টনার : কে?

কে : আমি। যোসেফ কে। পাশের দরজা।

মিস বার্স্টনার : ওহ্, আপনি···শুভ সন্ধ্যা মিঃ কে।

(তারা করমর্দন করে)

কে : আপনার সঙ্গে দুটো কথা আছে।

মিস বার্স্টনার : এখুনি?

কে : আপনার জন্যে আমি এক ঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করছি।

মিস বার্স্টনার : আজ সকালে বলতে পারতেন না?

কে : আজ যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘটেছে···

মিস বার্স্টনার : আমি আসলে ভীষণ ক্লান্ত। কিন্তু বলতে যদি অনেক সময় না লাগে ···ভেতরে আসতে পারেন ?···সবাইকে জাগিয়ে এখানে কথা বলা উচিৎ নয়। আমি ঘরের আলো জ্বাললে আপনার ঘরের আলোটা নিভিয়ে দেবেন।

(কে নিঃশব্দে ভেতরে গিয়ে তার ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে হলঘরে অপেক্ষা করতে থাকে)

মিস বার্স্টনার : ঠিক আছে। আপনি কি এসেছেন ? (কে আসে) বসুন।···ঠিক আছে, বলুন শুনছি।

কে : ও হ্যাঁ, শুনে হয়তো বলবেন এটা বলার জন্যে এতো তাড়াহুড়োর কি দরকার ছিলো···

মিস বার্স্টনার : দয়া করে যা বলবার বলুন। ওসব ভূমিকা-টুমিকা ভাল্লা···।

কে : (কথা কেড়ে নিয়ে) গে না। আপনার ঘর তছনছ হয়ে যাওয়ার জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাইবো ভেবেছিলাম।

মিস বার্স্টনার : কিন্তু, কৈ ? আদৌ তছনছ হয় নি।

কে : না হলেই ভালো। আজ সকালে কিছু লোক আপনার ঘরে ঢুকে পড়েছিলা···ওতে আমার কিছু করার ছিলো না।

মিস বার্স্টনার : তাহলে আপনি ক্ষমা চাচ্ছেন কেন ?

কে : যদিও আমার কোনো দোষ নেই, কিন্তু ওটার কারণ আমিই।

মিস বার্স্টনার : আপনি কিন্তু সব গুলিয়ে ফেলছেন। কি বলতে চাচ্ছেন আপনি ? (সে ঘরের চারপাশে তাকায়) ওহ্হো, ওখানে ছবিগুলো ছিলো, নেই তো। তাহলে ঘরে লোক এসেছিলো। কেন এসেছিলো ? আমি না থাকলে ঘরে লোক ঢুকবে, অসহ্য। আপনার উচিৎ হয়নি···

কে : আমার যে কী খারাপ লাগছে আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না। এজন্যেই ক্ষমা চাওয়ার জন্যে সারাটা দিন অপেক্ষা করছি। আমি নিজে হলে আপনার ঘরের একটা জিনিস নড়ানো কেন, ছুঁয়ে দেখারও প্রশ্ন ওঠে না। ওগুলো কি আপনার পারিবারিক ছবি ?

মিস বার্স্টনার : না। কিন্তু সেটা কোনো কথা নয়।

কে : আসলে ব্যাপারটা অন্যরকম। ব্যাংকের তিনজন কেরানী, তদন্তকারী অফিসার, সবগুলো অসভ্য বর্বর। আমি ওদের তুলোধুনো করে ছাড়বো।

মিস বার্স্টনার : তদন্তকারী অফিসার।

কে : না, না, আপনার জন্যে নয়। আমি এতোক্ষণ সেই কথাটাই বলতে চাইছি যে ওরা আমাকে গ্রেফতার করার জন্যে এসেছিলো।

মিস বার্স্টনার : (হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে) তাড়াতাড়ি বলুন, কেন ?

কে : আমার নিজের কাছেও একই প্রশ্ন—কেন। আপনার কি আইন-টাইন বিষয়ে কিছু জানাশোনা আছে ?

মিস বার্স্টনার : না, তা নেই, আইনের মারপ্যাঁচ ভেবে বেশ মজাই লাগছে। আইনের

কিন্তু একটা বাদকরী শক্তি আছে ; তাই না ? আমি শিগগীরই একটা অফিসে চাকরি নিতে যাচ্ছি। নিলে অনেক কিছু জানতে পারবো।

কে : তাহলে আমার বিচারের সময় আপনি সাহায্যে আসতে পারেন।

মিস বার্স্টনার : অবশ্যই। আসতে পারলে বরং খুশিই হবো।

কে : দেখুন, ব্যাপারটা এতো সামান্য যে কোনো উকিলের কাছে নেওয়ারই কোনো মানে নেই। তবে কিছু পরামর্শ নিতেই হবে।

মিস বার্স্টনার : ঠিক আছে, এবার আসল ঘটনা বলুন।

কে : অবশ্যই। কিন্তু ঘাপলাটা কোথায় জানেন ? আমি নিজেই কিছু জানি না।

মিস বার্স্টনার : দেখুন মিঃ কে, আপনি যদি রসিকতা করতে চান, তাহলে বলবো, এটা রসিকতার সময় নয়। আপনাকে বলেছি, আমি ভীষণ ক্লান্ত।

(মিস বার্স্টনার বিছানায় শরীর এলিয়ে দেয়, মনে হয় আরো কাছে এসে কথা বলবে)

কে : দুঃখিত। কিন্তু সত্যি রসিকতা করছিনে। আমার মনে হচ্ছে, আসলে যা ভাবছি ব্যাপারটা তার চেয়েও গুরুতর। আমি বলেছি ওটা তদন্তকারী কমিশন, কিন্তু ওটার যে সঠিক নাম কি তাও জানিনে। সত্যি বলছি, কোনো তদন্ত হয়নি, জিজ্ঞাসাবাদ হয়নি, অথচ আমাকে ওই পুরো দলটা গ্রেফতার করলো।

মিস বার্স্টনার : যা সত্যি তাই বলুন।

কে : (মিস বার্স্টনারের মোহময়ী আচরণে চিন্তার ধারাবাহিকতা গুলিয়ে ফেলে) জঘন্য।

মিস বার্স্টনার : কিছুই খোলাসা হলো না।

কে : (একটু থেমে) আপনি কি খুটিনাটি জানতে চাচ্ছেন ? আমি কি এই টেবিলটা সরাতে পারি ?

মিস বার্স্টনার : কেন ? (আগে বেশ ক্লান্ত ছিলো বলে বিমর্ষ দেখাচ্ছিলো। কিন্তু এখন যতোই ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করছে ততোই যেন মজা পাচ্ছে। কে হাস্যকর-ভাবে চার্লি চ্যাপলিনের মতো অনুকরণ করতে থাকে)

কে : আপনাকে দেখাবো ওই সব ভাঁড় এখানে কেমন ভাঁড়ামো করেছে। ধরুন, আমি ইনস্‌পেক্টর। ওইখানে, ওই সিন্দুকটার ওপর দুজন গার্ড। ওই ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাংকের কেরানীরা। জানালার হুড়কার সাথে একটা শাদা ব্লাউস··· আমি আসলে এগুলো বলে ঘটনাটা মনে করার চেষ্টা করছি। এবার তাহলে শুরু করি। ওহ্‌ হো, এই ঘটনার প্রধান নায়ক আমার কথা তো বলিই নি। (হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে, অভিনয় বন্ধ ক'রে) মিস বার্স্টনার, আপনি আমাকে জানেন না। আজ সকালের ঘটনায় আমি এতো ভেঙে পড়েছি যে আপনাকে ভীরু কাপুরুষের মতো কিছু একটা করে বসতে পারতাম। কিন্তু একবার যখন ব্যাপারটা হাতের মুঠোয় এসে গেছে, তখন কুছ পরোয়া নেই। হ্যাঁ, আমি এখন লড়তে পারি। কেউ আমাকে ডিঙিয়ে যেতে পারবে না। (আবার অনুকরণ শুরু করে) আমি টেবিলের উল্টোদিকে দাঁড়িয়েছিলাম। ইনস্‌পেক্টর গা ছেড়ে দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে···একটা মহা গাঁড়ল। আর গার্ড দুজন। তারা ঘরে ঢুকেই আর কোনো কাজ নেই, আমার জামা কাপড় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

মিস বার্স্টনার : (কে-র অভিনয়ে উত্তরোত্তর আগ্রহী হচ্ছে, কিন্তু শেষ বাক্যটি শুনে বিরক্তি প্রকাশ করে) ওহ্ ।

কে : (একই সংলাপ চালিয়ে যেতে থাকে) হ্যাঁ, আমার জামা-কাপড় নিয়ে। সেটা না হয় খানা-তল্লাশীর ব্যাপার বলে মেনে নিলাম। কিন্তু ইনস্পেক্টর আমার নাম ধরে এমনভাবে হাঁকাহাঁকি শুরু করলো যেন মরা মানুষকে ডেকে তুলছে। সে রীতিমতো কান ফেটে যাবার অবস্থা। ঠিক কেমনভাবে করেছিলো আমি আপনাকে দেখাচ্ছি।

(মিস বার্স্টনার কে-র অভিনয় চলাকালে একটানা হেসে চলেছে। সে এবারে অঙ্গভঙ্গি করে কে-কে চিৎকার করা থেকে থামাতে যায়, কিন্তু ততক্ষণে কে চিৎকার শুরু করেছে)

কে : (কণ্ঠস্বর সর্বোচ্চ পর্দায় তুলে) যোসেফ কে···

(ঠিক সেই মুহূর্তে মিস বার্স্টনারের দেয়ালের কাছে খটখট শব্দ শোনা যায়। মিস বার্স্টনার তার হৃৎপিণ্ডের ওপর হাত রেখে সহসা অসুস্থ হয়ে পড়ে। কে হতচকিত হয়ে তার দিকে ছুটে যায়) ভয় পাবেন না, আমি ব্যাপারটা দেখছি !

মিস বার্স্টনার : (দ্রুত ফিসফিস করে) ঠিক মিসেস গ্রুবাচের ভাইপো।···পুলিশের ক্যাপ্টেন। সে ওইপাশে থাকে। আমি তার কথা বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনার চিৎকার করার দরকারটা কি ? আমি সবই বুঝতে পেরেছি। যান, বেরিয়ে যান। সে নিশ্চয়ই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে। উহ্, যত্তোসব ঝামেলা।

কে : আসুন, এখানে আসুন।···সে আমাদের কথা কিচ্ছু শুনতে পাবে না।
(মিস বার্স্টনার কে-র কাছে গিয়ে কোলের মধ্যে আশ্রয় নেয়)

মিস বার্স্টনার : যান, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যান। এক্ষুনি।

কে : আপনি কি আমার ওপর রেগে গেছেন ?

মিস বার্স্টনার : (চুমু দিয়ে) আমি কারো ওপর কক্ষনো রাগি না। (কে বেরিয়ে যাওয়ার আগে পাগলের মতো মিস বার্স্টনারের মুখে ও ঘাড়ে চুমু খায়। নিজের ঘরে ফিরে যায়, লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে।···মিস বার্স্টনার টেবিলটা যথাস্থানে রাখে, বাতি নিভিয়ে দেয়, পর্দার আড়ালে গিয়ে কাপড় ছাড়ে। ঘরে চাঁদের আলোর ছড়াছড়ি, সেই আলোয় দেখা যায় মিস বার্স্টনারের ছায়ামূর্তি এসে বিছানায় ঢুকে পড়লো।)

কে : (শুয়ে শুয়েই) কেউ কি নিজেকে স্বাধীন বলে ভাবতে পারে ?···সে জানে যে সে স্বাধীন এবং সে এও জানে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ?
(কথা বলতে বলতে মনে হয় তালগোল পাকিয়ে ফেলছে, তার চিন্তার সূত্রগুলি শুনলে মনে হয় ঘুমিয়ে পড়ছে। সাউন্ড এফেক্টে কে ও মিস বার্স্টনারের নিঃশ্বাস ও হৃদস্পন্দনের শব্দ)
এটা আসলে ধোলাই করার ব্যাপার···প্রস্তুতি···আসামীর মাথা বিগড়ে দেওয়া

…আসল ব্যাপারটা হচ্ছে : সভা প্রতিষ্ঠা করা…ঘোষণা…প্রস্তুতি নেওয়া …সমান…

(ইতোমধ্যে হৃদস্পন্দন আরো বেড়েছে। অস্থির হয়ে বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করছে ; শ্বাস শোনা যাচ্ছে, উচ্চকিত হচ্ছে। একসময় চিৎকারের পর্যায়ে চলে যায়।

মঞ্চে গাঢ় রহস্যময় আলো। যে দুজন গার্ড শুরুতে কে-কে গ্রেফতার করতে এসেছিলো, দেখা যাবে একজন নির্যাতকের সামনে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আছে। নির্যাতকের পরনে মধ্যযুগের একধরনের পোষাক)

নির্যাতক : বুক পর্যন্ত কোট খোলো।

(গার্ডদের গোঙানি থেমে যায়। প্রহার থেমে থেমে হলেও চলতে থাকে)

কে : (গায়ে অর্ধেক পোষাক নিয়ে) এই যে, আপনারা এখানে কি করছেন ?

প্রথম গার্ড ফ্রান্‌জ : আপনি আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন বলে পেটাচ্ছে।

দ্বিতীয় গার্ড (উইলহেম) : আপনি বলেছেন যে আমরা আপনার জামা-কাপড় নিয়েছি।

ফ্রান্‌জ : অবশ্যই নিইনি। কিন্তু আমরা যে ক'পয়সা বেতন পাই আপনি যদি জানতেন। আপনার জামা-কাপড়গুলো দেখে কিন্তু লোভ সামলানো কষ্ট।

উইলহেম : গ্রেফতারই যখন করা হয়েছে তখন আপনার আর ওগুলো দরকার কি। আমার একটা সংসার আছে, তার মুখে দানাপানি জোগাতে হয়। ফ্রান্‌জ বিয়ে করবে। আমরা অবশ্য সব সময়ই একসাথে আছি।

দুজন একসঙ্গে : আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন কেন ?

কে : (যেন স্বপ্নের মধ্যে) আমি আপনাদের শাস্তি দেবার কথা তো বলিনি।

ফ্রান্‌জ : উইলহেম, আমিও তোমাকে এই কথাটাই বলেছিলাম। এই ভদ্রলোক জানেন না যে আমাদের শাস্তি হয় না।

কে : আমি কেবল মিস বার্স্টনারকে বলেছিলাম।

উইলহেম : আইন সেটা জানে। আর সেজন্যে আমাদেরকেই খেশারত দিতে হচ্ছে। আমাদের চাকরির বারোটা তা বেজেইছে, এখন অমানুষিক মার খেতে হবে।

নির্যাতক : কথা ঢের হয়েছে। তৈরি হয়ে নাও। (বিছানায় বসা কে-র উদ্দেশ্যে) ওরা যা বললো তা খবরদার বিশ্বাস করবে না। মারের ভয়ে ওদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। (ফ্রান্‌জ ও উইলহেমকে) ঠিক আছে, জামা কাপড় খোলো।

কে : (চিৎকার করে) থামো! ওদের ছেড়ে দেবার জন্যে যা চাও তাই দেবো।

নির্যাতক : ঘুষ দিয়ে আমাকে থামাতে পারবে না। আমি কোর্টের কর্মচারী। কোর্ট আমাকে চাবকানোর জন্যে বেতন দেয়, আমি চাবকাবো।

(দুই গার্ডের চিৎকার। একটানা কোলাহল আবার শুরু হয়। অমানুষিক প্রহার চলতে থাকে। কে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়। কোলাহল দুর্বল হয়ে যেতে থাকে। একসময় হৃদস্পন্দনের একটানা শব্দ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তিনটা বাজার সময় সংকেত। কে বিছানায় ফিরে আসে)

কে : (নিজেকেই) সবকিছু এতো গভীরে দিয়ে দেখা উচিত নয়। (নিঃশ্বাসের শব্দ চলতেই থাকে) সবকিছু ঝেড়ে মুছে ফেলার চেষ্টা করতে হবে (পাঁচটা বাজার সময় সংকেত। নিঃশ্বাসের শব্দ চলছে) কাঠমিস্ত্রি লানজ্।

(ভোর। নিঃশ্বাসের শব্দ থেমে গেছে। মঞ্চের আড়ালে অ্যালার্ম ঘড়ির শব্দ। প্রতিবেশিদের কণ্ঠস্বর। দুধঅলা। দিনের আলো। কে ঘুম থেকে জাগে, শরীরের আড়মোড়া ভাঙে। রাস্তায় গানের শব্দ। পথচারিরা জিনিশপত্র নিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় দেখা যাবে বাচ্চারা গুলি ইত্যাদি খেলছে। কে মঞ্চের সামনে বামদিকে আসে। সে 'ক' দরজায় কাউকে জিগগেস করে)

কে : কাঠমিস্ত্রি লানজ্, দয়া করে···

নেপথ্যে : এখানে নেই।

কে : ('খ' দরজায় গিয়ে) কাঠমিস্ত্রি লানজ্ ?

নেপথ্যে : চিনি না তাকে।

কে : (শিশুদের) তোমরা কি কাঠমিস্ত্রি লানজ্‌কে চেনো ?

শিশুরা : তার কাছে কি দরকার ? ভাগো। আমাদের খেলাটাই মাটি করে দিলে। (কে 'গ' দরজার কাছে যায়, সেটা তখন খুলছে। এক মহিলা বেরোচ্ছিলো, তার হাতে সাবানের ফেনা)

কে : (ধোপানীকে) দয়া করে কাঠমিস্ত্রি লানজ্‌কে···

ধোপানী : (তার দিকে না তাকিয়েই) আবার সেই প্যানপেনি। আপনাকে ফের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে আসছে।

(ধোপানী আবার ভেতরে চলে যায়। গোটা দেয়ালটা ধীরে ধীরে উঠে গেলে দেখা যাবে একটা বড় খিলানযুক্ত হল। মঞ্চের মধ্যে বামপাশে প্ল্যাটফর্মের ওপর একটা টেবিল ও দুটো চেয়ার। টেবিলে গাদা করা বই ও কাগজপত্র। ধোপানী বড় একটা ঝুড়িতে কাচার কাপড়চোপড় নিয়ে বাইরে আসে ; সাবান লাগায়, নিঙড়াতে থাকে)

ধোপানী : (কে-র দিকে না তাকিয়ে, নিজের কাজ করে যেতে যেতে) আজ আর আদালত বসবে না। (এবারে সে কে-র দিকে তাকায়। কে তার দিকে তাকায় আবেদনের ভঙ্গিতে। ধোপানী হাসে, মত পরিবর্তন করে) আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপনার জন্যে কি কিছু বলবো ?

কে : তাকে চেনো ?

ধোপানী : হ্যাঁ। আমার স্বামী কোর্টে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি করে। আমাদের এখানে থাকতে ভাড়া লাগে না। কিন্তু যেদিন আদালত থাকে সেদিন ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার রাখতে হয়। পরে সাফ সুতরো করা যে কী ঝক্কি।

কে : আদালত কি প্রায়ই বসে ?

ধোপানী : তা বসে, কিন্তু কখন যে বসে কক্ষনো জানতে পারবেন না। ওরা কি আপনাকে গ্রেফতার করেছে ?

কে : করেছে, কিন্তু আমি ওটা গায়ে মাখছি না।

ধোপানী : উচিৎ ছিলো।

কে : কিন্তু ওটা তো ভুল।

ধোপানী : নাও হতে পারে। আর ভুল কি সত্যি আপনাকে সেটা প্রমাণ করতে হবে।

কে : ঠিক আছে, আমার নিজের পক্ষ নিজেই সমর্থন করবো।

ধোপানী : মনে হয় আপনার সাহায্যে লাগতে পারি। কাছে এসে বসুন না।

কে : ধন্যবাদ।

ধোপানী : আপনার কী সুন্দর কালো চকচকে চোখ। আচ্ছা বলুন তো, ওরা ইতোমধ্যে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কি না ?

কে : না, একেবারেই না।

ধোপানী : আদালতে প্রায়ই ছোটখাট বিচার-আচার হয়। কিন্তু ওগুলোতে আমাকে সাহায্যের জন্যে ডাকে না। যাই হোক, আমি তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখি।

কে : তাঁর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব আছে ?

ধোপানী : আলবৎ। প্রমাণ চান ? এই দেখুন, এই মোজাগুলো আমাকে দিয়েছেন। তিনি নিজে দিতে সাহস পাননি, একজন ছাত্র দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কে : কেমন ছাত্র ?

ধোপানী : ছাত্রটি তাঁর সঙ্গে কাজ করে। তারা খুব ভালো বন্ধু। আমার অবাক লাগছে আপনি তাকে চেনেন না। সে প্রায়ই এখানে আসে।

কি : কিন্তু আমি এখানে প্রথম এলাম।

ধোপানী : (অবাক হয়ে) না। ও আচ্ছা, আপনি জানেন···

কে : কি ?

ধোপানী : কিচ্ছু না।

কে : সে কেন আসে ?

ধোপানী : রেকর্ডপত্র নিয়ে কাজ করার জন্যে। পরে সে সেগুলো ম্যাজিস্ট্রেটকে দেয়। এজন্যেই তাকে ছাত্র বলে। আর, আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাবার জন্যেও সে আসে।

কে : আর তোমার স্বামী, ওই যে গ্রেফতারি পরোয়ানা দেন, তিনি কিছু বলেন না ?

ধোপানী : কিছুই না। তারও তা চাকরি যাবার ভয় আছে।

কে : আর তুমি ?

ধোপানী : দেখুন, দেখুন, মোজাগুলি কী সুন্দর। খাঁটি সিল্ক।

কে : আমার মনে হয় তোমাকে সমন দিয়ে পাঠিয়েছে।

ধোপানী : না, তা না। কিন্তু আপনি যে দেরি করেছেন ম্যাজিস্ট্রেট প্রথমেই আপনাকে জানান দিয়ে দেবে।

কে : তাহলে কখন হাজিরা দিতে হবে তা তুমি জানো কি করে ?

ধোপানী : আপনিও কখনোই জানবেন না আর সে জন্যেই অপেক্ষা করার তালিকাটা এতো বড়। কখনো মাসের পর মাস, কখনো কখনো বছরের পর বছর পার হয়ে যায়।

কে : কিসের জন্যে অপেক্ষা করে?

ধোপানী : সুযোগের আশায়। আপনাকে মা আমার খুব পছন্দ।...ওই, ওই যে ওই ছাত্রটির কথা বলছিলাম। ভাবসাব দেখে মনে হয় পড়তে পড়তে যাচ্ছে, কিন্তু ও আসলে আমাদের দিকে নজর রাখবে। বয়েই গেল। তার চেয়ে ভাব দেখাই যে ওকে খেয়ালই করিনি। একটা শয়তান। ওর হাঁটুতে হাঁটুতে পায়ে পায়ে শয়তানি। মনে হচ্ছে আমার দিকেই আসছে।

কে : তুমি যেও না।

ধোপানী : যেতেই হবে। আমি এক্ষুনি ফিরে আসবো। আপনি যেখানেই যেতে চান আমাকে আপনার সঙ্গে যেতে হবে। আমার সঙ্গে যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারেন। জানেন, আমার মাঝে মাঝে এখান থেকে চিরকালের জন্যে চলে যেতে ইচ্ছে হয়। আর কোনোদিন ফিরবো না।

(ধোপানী কে-র হাত ও কপালে হাত বুলায় এবং কে তাকে থামানোর ভঙ্গি করতে থাকে। ধোপানী ছাত্রটির সঙ্গে মিলিত হয় জানালার কাছে। কে কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে প্রথমে আঙুল ও পরে হাতের মুঠো দিয়ে মেঝের উপর দুম দুম শব্দ করতে থাকে। ছাত্রটি এদিকে কোনো মনোযোগ না দিয়ে ধোপানীকে দুই হাতে ধরে রাখে। কে তখন দ্রুত লম্বা পা ফেলে পায়চারি করে)

ছাত্র : আপনার এতোই যদি তাড়া থাকে, চলে যান না কেন? কেউ তো আপনাকে আটকে রাখেনি। ভদ্রতা বলে যদি কিছু থাকে, তাড়াতাড়ি কেটে পড়ুন।

কে : (হেসে) হ্যাঁ, আমার তাড়া আছে। কিন্তু যাবো বলেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। তুমি এসে গেছো, থাকো, আমি মহিলার সঙ্গে চলে যাচ্ছি। আমার ধারণা, বিচারক হবার আগে তোমার অনেককিছু পড়াশোনা করতে হবে। যদিও আমার এবিষয় পড়াশোনা নেই, তবু আমাকে যেভাবে অপমান করলে, তেমনি মানুষকে অপমান করার ব্যাপারে তোমার আরো কিছু লেখাপড়া করা উচিত।

ছাত্র : (ধোপানীকে) ওদের ওকে ছেড়ে দেয়া উচিত হয়নি। ভুল হয়ে গেছে। আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে ওরকমই বলেছিলাম। জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় ওকে ঘরে আটকে রাখা উচিত ছিলো। মাঝে-মাঝে আমি ম্যাজিস্ট্রেটের কায়কারবার কিছু বুঝি না।

কে : অনেক হয়েছে। (ধোপানীর দিকে হাত বাড়িয়ে) এসো, আমার সঙ্গে এসো।

ছাত্র : না, সে আপনার সঙ্গে যাবে না। (বলেই ছাত্রটি প্রবল শক্তিতে ধোপানীকে বস্তার মতো কাঁধে তুলে নেয়। বস্তার মতো কাঁধে ঝুলেই ধোপানী কে-কে বলে)

ধোপানী : দেখলেন তো, কিছুই করতে পারলাম না। এই ক্ষুদে শয়তানটা আপনার সঙ্গে আমাকে যেতে দেবে না।

কে : (দুজনের পেছনে দৌড়ে গিয়ে) তুমি ছাড়া পেতে চাওনা?

(ছাত্রটি ধোপানীকে বহন করে সিঁড়ির দিকে যায়)

ধোপানী : না, চাই না। কি ভাবছেন? আপনিও শেষ, আমিও শেষ, ওকে যেতে দিন। ওতো কেবল ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম পালন করে আমাকে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছে।

কে : (অতি কষ্টে তাদের পেছনে সিঁড়িতে কয়েক ধাপ উঠে গিয়ে) ঠিক আছে, যাও। ভাগো দুজন। তোমাদের সঙ্গে আমার আর যেন দেখা না হয়। জাহান্নামে যাও।

(ছাত্রটিকে আঘাত করে। ছাত্র ও ধোপানী অদৃশ্য হয়ে গেল। কে স্খলিত পায়ে নেমে এসে হলের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করে এবং একটা কিছু দেখে থমকে দাঁড়ায়)

হুঃ। "বিচার সংরক্ষণশালা"।

(নিচে থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারী করার অফিসার বা সাধ্যপাল উঠে আসে)

সাধ্যপাল : আপনি কি আমার স্ত্রীকে দেখেছেন?

কে : আপনিই তাহলে সাধ্যপাল?

সাধ্যপাল : এবং আপনিই প্রতিবাদী কে? কেমন আছেন?

(সাধ্যপাল কে-র সঙ্গে হাত মেলানোর পর বসে)

কে : আপনার স্ত্রীর সঙ্গে এই কিছুক্ষণ আগে কথা বললাম। একটা ছাত্র তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কছে ধরে নিয়ে গেল।

সাধ্যপাল : হ্যাঁ, ওরা ওকে ওইভাবেই নিয়ে যায়। দেখুন না, আজ রোববার, অথচ আমাকে যতোসব আলতুফালতু কাজ করতে বলছে। কিন্তু আমি যাতে সময়মতো ফিরে আসতে পারি সেজন্যে আবার বেশি দূরেও পাঠাবে না। আমাকে শয়তানের মতো ছুটোছুটি করতে হয়। দরজার কাছ থেকেই এক নিঃশ্বাসে চিৎকার করে কথা বলি, কি বলি লোকে তার এক বর্ণও বোঝেনা। যতো তাড়াতাড়ি পারি ফিরে যাই, কিন্তু ওই ব্যাটা ছাত্র এখানে সব সময়ই আগে আসে। কিন্তু ওতো আসে চিলেকোঠা থেকে। আমার নিজেরই যদি চাকরের দশা না হতো তাহলে ওকে দেয়ালের সাথে পিষে মেরে ফেলতাম। এইখানে, এই চিহ্নের এখানে। ওকে সটান ফেলে, পেরেক মেরে মারবো। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে, হাত পা টানটান হয়ে যাবে।

কে : অন্য কোনোভাবে চিন্তা করতে পারেন না?

সাধ্যপাল : না। ব্যাপারটা দিনদিন অসহ্য হয়ে উঠছে। প্রথমে সে আমার স্ত্রীকে তার ঘরে নিয়ে পরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে গেছে।

কে : কিন্তু আপনার স্ত্রীই বা কি? উনি কিছু বলতে পারেন না?

সাধ্যপাল : সেটাই তো কথা। দোষ তারই। সে-ই ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিচারক তো মেয়েদের পেছনেই দৌড়ুচ্ছে। এই বাড়িতেই তাকে পাঁচটা কামরা থেকে বের করে দিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমার স্ত্রী খুব রূপসী বলে কেবল তার দিকেই বিচারকের নজর। আর আমি? কিছুই করতে পারি না।

কে : কেন পারেন না ?

সাধ্যপাল : প্রথমত আমি ছাত্রটির হাত থেকে রেহাই চাই। ও তো একটা ভীতু। আমি ওকে এমন একটা ধোলাই দেবো যে আমার বৌয়ের পিছু-পিছু ঘোরা তো দূর, ফিরেও তাকাতে চাইবে না। কিন্তু আমার সে অধিকার নেই, আর আমার হয়ে যে কেউ এ কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে দেবে, তেমনও কাউকে দেখছি না। ও তো ম্যাজিস্ট্রেটের একেবারে পোঁ ধরা। সবাই ওকে ডরায়। আপনিই এ কাজটা পারবেন।

কে : আমি। কেন ?

সাধ্যপাল : কারণ আপনার বিচার যে নাকের ডগায়।

কে : সে কারণেই আমি সাহস পাইনে।

সাধ্যপাল : এখানে যে ধরনের বিচার হবে তার ফলাফল কিছুই পাল্টাবে না।

কে : আমি কি বিশ্বাস করতে পারিনে ?...

সাধ্যপাল : আপনি চাইলে করতে পারেন। আমাকে এখন অফিস যেতে হবে। আপনি কি আমার সঙ্গে আসবেন ?

কে : আমি কেন সেখানে যাবো ?

সাধ্যপাল : গেলে মহাফেজখানা পাবেন, লোকজন অপেক্ষা করছে দেখতে পাবেন। দেখলে অনেককিছু শিখতে পারবেন। মনে হয় মজাও পাবেন।

কে : ঠিক আছে। যাবো। (সাধ্যপালকে থামিয়ে) শুনুন, ছাত্রটিকে যা করতে চান তা এখানকার আরো কিছু লোককে করা দরকার।

সাধ্যপাল : ঠিক, ঠিক তাই। সব্বাইকে।

কে : বিচারকদেরও।

সাধ্যপাল : (গায়ে না মেখে) আজকাল মানুষ বিদ্রোহী না হয়েই বা কি করবে। (শেষ পর্যায়ের সংলাপে কে সাধ্যপালকে অনুসরণ করে সিঁড়ি দিয়ে অতি কষ্টে উঠে যায় ; চোখের আড়াল হয়ে যায়। আলোর পরিবর্তন। প্ল্যাটফর্মের উপর খিলানের নিচেকার ছোট পরদাটি সরে গেলে যাতায়াতের একটা পথ আছে বোঝা যাবে। আসলে ওটা সরু টানেল। করিডোরে অনেকগুলো বেঞ্চে অনেক লোক বসা। কে ও সাধ্যপাল আসে পেছন থেকে। কে বাক্যটা শেষ করছে—)

কে : ...সাধারণ মানুষের জন্যে ওদের কোনো বিবেচনা নেই।
(কে এবং সাধ্যপাল অপেক্ষমান লোকজনের মাঝখানে থামে)

সাধ্যপাল : বিবেচনা। কারো জন্যে নেই। এই যে বসে আছে লোকগুলো, এদের দেখলেই বুঝতে পারবেন।
(কে এবং সাধ্যপাল যখন হেঁটে যায় তখন সবাই উঠে দাঁড়ায়)

কে : এরা নিশ্চয় সবাই ভুক্তভোগী ?

সাধ্যপাল : হ্যাঁ। যাদের দেখছেন, প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে।

কে : (ব্যঙ্গ করে) হ্যাঁ, এরা আমার সাথী। (সাধ্যপালকে) ওরা এখানে কি করছে ?

সাধ্যপাল : অপেক্ষা।

কে : (অভিযুক্তদের একজনের কাছে গিয়ে বিনীতভাবে) আপনি কি জন্যে অপেক্ষা করছেন ?

(যাকে জিজ্ঞেস করা হয় সে বিচলিত হয়ে যায়)

সাধ্যপাল : এই ভদ্রলোক কেবল জানতে চাচ্ছেন যে আপনি এখানে কেন অপেক্ষা করছেন ?

ব্যক্তি : আমি এখানে অপেক্ষা করছি···

(বিড়বিড় করতে থাকে। তাকে বাধা দেয় আরেকজন সাধ্যপাল)

২য় সাধ্যপাল : হটো, হটো। রাস্তা পরিষ্কার করো।

(বেশ কয়েকজন প্রতিবাদী তাদের ঘিরে দাঁড়ায়)

ব্যক্তি : আমি কয়েকমাস আগে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম। ওটার কি হলো ?

কে : আপনার দেখছি অনেক ভোগান্তি হয়েছে। হয়নি ? আসলেই এ-সবের কোনো দরকার ছিলো ?

ব্যক্তি : ঠিক জানিনে। আমি তো সব প্রমাণপত্র জমা দিয়েছি···

কে : আমাকে দেখে আপনার মনে হয় না অভিযোগ আমার বিরুদ্ধেও আছে ?

ব্যক্তি : ও হ্যাঁ, মনে হয়।

কে : আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করেন ?

(কে লোকটির বাহু আঁকড়ে ধরলে সে তীব্র চিৎকার করে ওঠে)

ব্যক্তি : অবশ্যই, অবশ্যই। বিশ্বাস করি। বিশ্বাস না করার কোনো কারণ দেখছি না···

সাধ্যপাল : আসলে এরা প্রায়ই সবাই এতো স্পর্শকাতর হয়ে গেছে···

কে : আমি কি সত্যিই স্বপ্ন দেখছি

(হাসাহাসি ও গণ্ডগোল, হঠাৎ থেমে যায়)

প্রতিবাদীদের কোরাস : সে যে নবাগত···

সে নেয় না কেন তার আসন···
সে নয় এখনো অভ্যস্ত···
আসল বিষয় ধরতে কেন এতো দেরি···
যে যার পালার জন্যে অপেক্ষমান···
তার রয়েছে অনেক কিছু শেখার···
শিগগিরই সবাইকে পুরোপুরি জানতে হবে···

কে : (দম বন্ধ অবস্থায়) আমি চলে যাবো।

সাধ্যপাল : আপনি তো এখনো কিছুই দেখেন নি।

কে : আর সাধ নেই। যথেষ্ট হয়েছে।

সাধ্যপাল : ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ঠিক ওই কোণায় বাঁক নিয়ে দরজা না পাওয়া পর্যন্ত সোজা চলে যান। আপনার সুযোগটা নেয়া উচিৎ।

কে : দয়া করে আমাকে রাস্তাটা দেখিয়ে দিন না। এতো অলিগলি, মনে হচ্ছে হারিয়ে যাবো।

সাধ্যপাল : না। একটাই রাস্তা। আপনার পেছনে আমি অনেক সময় নষ্ট করেছি। আমাকে একটা সংবাদ পৌঁছাতে যেতে হবে।

কে : (মরিয়া হয়ে) আমাকে ছেড়ে যাবেন না।

(সাধ্যপাল চলে যায়। এবারে হাসাহাসি আগের চেয়ে অনেক জোরে)

প্রতিবাদীদের কোরাস : সে এখানে এসেছে প্রথম···
অবশ্যই তার মুখ বন্ধ রাখতে হবে···
অবশ্যই আমাদের মতো অপেক্ষা করতে হবে···
খানিক মুখ বুজে অপেক্ষা করতে পারে না এটা অবিশ্বাস্য···
আমরা যখন নিজেদের ঝামেলায় ব্যতিব্যস্ত তখন
আর ঝামেলা চাই না—
প্রহরীর এইসব গ্যাঞ্জাম চলতে দেয়া উচিৎ নয়···
আমাদের কর্তৃপক্ষের কাছে অবশ্যই নালিশ করা উচিৎ···
হয় বেরিয়ে যাও না হয় চুপ মেরে থাকো···

(এক তরুণী এগিয়ে আসে, কে-র অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করে)

তরুণী : আপনাকে সাহায্য করতে পারি ?

(কে-র অস্বস্তি বুঝে সে একটা চেয়ার এনে তাকে সেখানে জোর করে বসিয়ে দেয়)

আপনার খারাপ লাগছে ? প্রথম প্রথম এ-রকম হয়। রোদে ছাদ তেতে আছে। যদিও অফিসের জন্যে জায়গাটা ভালো নয়, তবু এটার গুরুত্ব আছে। এমনও অনেক দিন আসে যেদিন নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। পরে সয়ে যায়। আপনি তিন চারবার এলে···আসুন। এখন নিশ্চয় আপনার ভালো লাগছে। দাঁড়ান, ছাদের জানালাটা খুলে দিচ্ছি।

(ওপর থেকে কিছু ধুলো ও ঝুলকালি পড়ে)

২য় সাধ্যপাল : (কে-র দিকে ফিরে) আপনি এখানে থাকতে পারবেন না। খামোখা রাস্তা আটকে আছেন। আপনার যদি খুব খারাপ লাগে, চলুন, রোগী-ঘরে থাকবেন। (একদল সহকর্মীকে) এই ভদ্রলোককে নিয়ে যেতে একটু সাহায্য করুন তো।

কে : (ভয় পেয়ে, দাঁড়িয়ে পড়ে) না, না তার দরকার নেই...আমি নিজেই হেঁটে যেতে পারবো।

(মঞ্চের সামনে, বামপাশে, এক সুবেশ ভদ্রলোকের প্রবেশ। তার বাঁশীর মতো কণ্ঠস্বর)

সুবেশ ভদ্রলোক : আমার এখানে কোনো কষ্ট নেই কিন্তু এই ভদ্রলোকের কষ্ট হচ্ছে। একে রোগী-ঘরে না নিয়ে বরং অফিস থেকেই বের করে দাও।

কে : তাই। ঠিক তাই। বেরিয়ে যাই···খুব দুর্বল···শুধু একটা হাত ধরে সাহায্য...দরজার দিকে···সিঁড়ির ওপর দুদণ্ড বসবো···তারপর আবার দাঁড়াবো

...এ-ধরনের এটাই প্রথম তো।...আমি রীতিমতো হতবাক হয়ে গেছি...
অফিসের পরিবেশে আমি বেশ অভ্যস্ত...কিন্তু এখানে দেখছি অসম্ভব।

সুবেশ ভদ্রলোক : (হেসে) কেমন, বলিনি। (তরুণীকে) দ্যাখো, ঠিকই বলেছি। এখানে এসে এই ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বাইরে গেলেই ঠিক হয়ে যাবে। তুমি যদি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও আমি খুব আনন্দিত হবো।

তরুণী : (কে-কে খুব আস্থার সঙ্গে) ওই হাসিতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। উনি আমাদের তথ্যবিভাগের প্রধান, প্রত্যেকটি বিষয়ের জবাব তাঁর জানা আছে। কিন্তু ওটাই তাঁর একমাত্র গুণ নয়, তিনি একজন চমৎকার ভদ্রলোক। জনগণকে খুশি করার জন্যে তাঁকে সবসময়ই ভালো পোষাক পরতে হয়। জনগণকে তো তিনিই প্রথম দেখেন। বাদবাকি যারা তাদের ঢিলেঢালা পোষাক দেখে বুঝতেই পারছেন। আমরা যখন এই অফিস ছাড়া আর কোথাও যাইনে তখন পোষাকের পেছনে অতো পয়সা খরচ করার কোনো মানে নেই। আমরা এখানেই ঘুমাই। আমাদের ধারণা, তথ্য বিভাগের প্রধানের আরো ভালো স্যুটট্যুট থাকা উচিৎ। কিন্তু প্রশাসন বিভাগ সে কথা কানেই তুললো না, তাই আমরাই চাঁদা তুলে ওকে এই ভালো পোষাকটা বানিয়ে দিয়েছি।

সুবেশ ভদ্রলোক : এই মেয়ে, আমাদের সব গোপন কথা ফাঁস করছো কেন? এসবে তার কোনো উৎসাহ নেই।

তরুণী : আপনি হাসলেন কেন তাই ব্যাখ্যা করলাম। নইলে উনি দুঃখিত হতেন।

সুবেশ ভদ্রলোক : আমার ধারণায়, ভদ্রলোককে যদি বাইরে যেতে দিই তাহলে উনি সব মাফ করে দেবেন। উঠুন। আহা বেচারা। এই রাস্তায়। নিন, এখন খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিন।

(সহসা তীব্র আলোয় মঞ্চ ভরে যায়। পর্দা পড়ার পর কে-র সঙ্গে সবাই মঞ্চ ছেড়ে চলে যায়)

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

দ্বিতীয় পর্ব

দৃশ্য : ব্যাংক অফিস। কে একটি চিঠির ডিকটেশনের শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

কে : কর্তৃপক্ষের সমস্ত ক্ষমতা এখানেই কেন্দ্রীভূত এবং আমার হাতে কোনো বিষয় অবশিষ্ট নেই। ব্যস।

মহিলা কর্মচারী : স্যার, সই করতে হবে।
(কে কাগজপত্রে সই করতে থাকে। দরজায় নক্)

কে : আসুন।
(দুজন কর্মচারী ভেতরে ঢোকে। কে-র চাচা দুজনের ধার ঘেঁষে তাদের পেছনে দাঁড়ায়। কে কাগজপত্র সই করতে ব্যস্ত থাকায় চাচাকে দেখতে পায় না। কয়েক মুহূর্ত পার হয়। কে-র কাজে বোঝা যায় তার কাজ শেষ। শেষে চোখ তুলে সে চাচাকে দেখতে পায়)
চাচা, আপনি।

চাচা : দেখতেই পাচ্ছি লোকজন তোমাকে ঘিরে আছে। তোমার সঙ্গে দেখা করা সত্যিই কষ্ট। জানি তুমি খুব ব্যস্ত, কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার কিছু জরুরী কথা আছে। এ-জন্যেই দেশের বাড়ি থেকে ছুটে এসেছি।
(কে চাচাকে বসার ইঙ্গিত দেয়। চাচা চেয়ারটা কে-র কাছে টেনে আনে। কর্মচারী দুজন দুই পা এগিয়ে আসে)
আমি তোমার সঙ্গে গোপনে কথা বলতে চাই।

কে : (কর্মচারীদের) এই ভদ্রলোক চলে যাবার পর আসবেন। আমিই ডেকে পাঠাবো। যান, বিরক্ত করবেন না।
(কর্মচারীরা চলে যায়)

চাচা : আমি বেশি সময় নেবো না।

কে : (হাসির চেষ্টা করে) তারপর, কি মনে করে ?

চাচা : কি মনে করে। বাবা, সত্যি করে বলো ঘটনা ঠিক কি না।

কে : ঘটনা। কোন ঘটনা ?

চাচা : যোসেফ, তুমি আজ পর্যন্ত আমার কাছে মিথ্যা কথা বলোনি। কিন্তু এখন সত্যি বলছো না কেন ? তোমার এই মামলা সম্পর্কে আমাকে কিছুই জানাওনি। এটা কি খুনের মামলা ?

কে : (কাঁধ ঝাকিয়ে) হ্যাঁ। (সে শান্তভাবে হাতটা তুলে চোখে আলো আড়াল করে জানালার দিকে তাকায়)

চাচা : আর কাঁধে খুনের মামলা ঝুলিয়ে চুপচাপ বসে আছো? এখন জানালার দিকে তাকিয়ে থাকার সময় নয়।

কে : আমি যতো শান্ত থাকবো ততোই আমার মঙ্গল। আমার জন্যে চিন্তা করবেন না।

চাচা : কিন্তু বাবা, এখানে তো তুমি একা নও। তোমার আত্মীয়স্বজন, তোমার বংশ মর্যাদার কথা চিন্তা করো। তোমাকে নিয়ে আমাদের মতো গর্ব, সেটা ধুলোয় মিশিয়ে দিওনা। কি হয়েছিলো? নিশ্চয় ব্যাংকের কিছু?

কে : না। কিন্তু আপনি অতো জোরে কথা বলবেন না। আমাদের কথা শোনার জন্যে কেউ না কেউ দরজার আড়ালে লুকিয়ে আছে। (সে চাচার দিকে এগিয়ে যায় এবং আবার বসার আগে) হ্যাঁ, আমি জানি আমার পরিবারের কাছে এর ব্যাখ্যা দিতে হবে। (চেয়ারে বসে কণ্ঠে গোপনভাব এনে), চাচা, প্রথমত এটা এমন একটা মামলা যার বিচার সাধারণ বিচারালয়ে হয় না।

চাচা : খুব খারাপ কথা।

কে : কেন?

চাচা : আমি তো কেবল খারাপ বলেছি। বাবা, তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তুমি খুব শুকিয়ে গেছো। তোমার বিশ্রাম দরকার। চলো, দেশের বাড়িতে কিছুদিন কাটিয়ে আসবে।

কে : ওরা যেতে দেবে না।

চাচা : ওরা কারা?

কে : তাই যদি জানতাম।

চাচা : যোসেফ, তোমার এতো পরিবর্তন হয়েছে। তুমি আগে বেশ দিলখোলা ছিলে, আর এখন সব গুলিয়ে বসে আছো। তুমি কি মামলা হারতে চাও? এর ফল কি দাঁড়াবে তুমি ভাবতে পারো? তুমি একঘরে হয়ে যাবে, তোমার গোটা পরিবার একঘরে হয়ে যাবে। যাই বলো, এটা এক ধরনের চূড়ান্ত অপমান। যোসেফ, আমি হাতজোড় করে বলছি, এসব ঝেড়ে ফেলো। তোমার এই দশা দেখে আমি স্থির থাকতে পারছিনে।

কে : উত্তেজিত হয়ে কোনো লাভ নেই। এই মামলায় জেতার আশা করা বৃথা। আশা করছিলাম আমি জিনিশটাকে যেভাবে দেখছি আপনি সেটাকে কোনো অংশে খাটো করে দেখছেন না। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আপনাকে খুব ঘাবড়ে দিয়েছে। আপনার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছি, কিন্তু এখন দেশের বাড়ি যাওয়া খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বরং আমি চলে গেলে অপরাধ স্বীকার করলাম বলেই তারা ধরে নেবে।

চাচা : তুমি কি অপরাধী?

কে : (খানিক চিন্তা করে) আমি তা মনে করি না।

চাচা : কিন্তু তোমার অবশ্যই জানা উচিত।

কে : জানি না, আমি এর বেশি জানি না।

চাচা : কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব?

কে : এখানে থাকলে তারা আমাকে বিশ্রাম নেবার সময় দেবে না জানি, তবু মামলা লড়ার জন্যে আমাকে এখানে থাকতেই হবে।

চাচা : ভালো। আসলে তোমার চুপচাপ থাকা দেখে ওই পরামর্শ দিয়েছিলাম। তুমি যদি সত্যি তাই করো তাহলে মনে হয় জিততে পারবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, কাজে আমার জন্যে তুমি মনেপ্রাণে তৈরি···

কে : তাহলে প্রথমে কি করা উচিত?

চাচা : তাকাও, আমার দিকে তাকাও। আমার পুরোনো সহপাঠী উকিল মিঃ হাল্ড্‌কে তুমি চেনো নিশ্চয়ই।···চেনো না? কী মুশকিল। যাই হোক, তিনি খুব ভালো উকিল, গরীবের বন্ধু। সবচেয়ে বড় কথা, তার ভেতরে যে একটা আত্ম-বিশ্বাসী মানুষ আছে, সেই মানুষটাই আমার আস্থা অর্জন করেছে।

কে : এমন একটা ব্যাপারে উকিল নিতে হবে আমার মনে হয় না।

চাচা : অবশ্যই নিতে হবে। কেন নেবে না? আজ সন্ধ্যায়ই চলো। তাকে নিশ্চয় পাবো। (তারা হাঁটতে থাকে) এখন, এ-পর্যন্ত যা ঘটেছে আমাকে সব খুলে বলো তো। (তারা মঞ্চ ছেড়ে যাবার পরও কথা শোনা যায়) গোটা বিষয়টা আমার জানা দরকার।

প্রথম দৃশ্য সমাপ্ত

দ্বিতীয় দৃশ্য

(উঁকিলের বাড়ি। উইংয়ের দিক থেকে নক করার শব্দ)

লেঁনি : উঁকিল সায়েবের অসুখ। শুয়ে আছেন। কারো সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। (সে একহাতে একটা মোমবাতি, আরেক হাতে এক কাপ চা নিয়ে উঁকিলের বিছানার দিকে এগিয়ে যায়)

চাচা : (বাইরে থেকেই) এ কাজের মেয়েটি ঠিক নতুন। অপরিচিত লোক বলে ভয় পাচ্ছে। (আবার নক্ করে)

উঁকিল : (লেঁনিকে) দ্যাখোতো কে।

চাচা : দরজা খোলো। আমরা উঁকিল সাহেবের বন্ধু।
(লেঁনি একহাতে মোমবাতি নিয়ে দরজা খুলে দেয়)
যোসেফ, এসো।

লেঁনি : উঁকিল সায়েবের অসুখ।

চাচা : হার্টের অসুখ?

লেঁনি : তাই মনে হয়।

উঁকিল : কারা এসেছে?

চাচা : (মঞ্চের বাইরে থেকেই) আমি অ্যালবার্ট। তোমার পুরানো বন্ধু। যোসেফ, এসো।

উঁকিল : অ্যালবার্ট। এসেছো বন্ধু। আমার অবস্থা ভালো না।
(চাচা লেঁনির হাত থেকে মোমবাতি নিয়ে উঁকিলের কাছে আসে)

চাচা : মনে হয় তোমার হার্টের অসুখটা আবার দেখা দিয়েছে। ও কিছু না। এর আগেও তো একবার হয়েছিলো। সেরে উঠবে।

উঁকিল : আগের চেয়ে এবারে বেশি খারাপ। ঘুমুতে পারি না। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। মনে হয় দিনকে দিন শেষ হয়ে যাচ্ছি।

চাচা : ওরা তোমার যত্নআত্তি নিচ্ছে না? কি রকম নোংরা, অন্ধকার। এক সময় এই বাড়িতে কতো আনন্দই না ছিলো। তবে যাই বলো, তোমার কাজের মেয়েটা নিজের ব্যাপারেও কিন্তু অগোছালো।

উঁকিল : তুমি নিজে যখন অসুখে পড়বে তখন সে সব আনন্দ আর চাইবে না। লেঁনি চমৎকার মেয়ে। আমার খুব যত্ন করে।
(লেঁনি উঁকিলের বালিশ ঠিক করে দেয়)

চাচা : মিস···তুমি কি একটু বাইরে যাবে? আমার একটা ব্যক্তিগত আলাপ আছে।

লোনি : আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলাপ করার মতো অবস্থা তাঁর নেই।

চাচা : সে বিবেচনা আমার আছে। যা সম্ভব নয় তা আমি বলবো না। এখন দয়া করে যাবে ?

উকিল : লোনির সামনে তুমি যা খুশি বলতে পারো।

চাচা : ব্যাপারটা আমার নয়, আমার ভাইপোর। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি—যোসেফ কে, অ্যাসিসটেন্ট ব্যাংক ম্যানেজার···

উকিল : আপনাকে এতোক্ষণ লক্ষ্য করিনি বলে ক্ষমা করবেন। (লোনিকে) লোনি, তুমি যাও। (এমনভাবে লোনির হাত রগড়াতে থাকে যেন সে দীর্ঘদিনের জন্যে বিদায় নিচ্ছে। (লোনি চলে যায়) তাহলে তুমি অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে আসোনি, এসেছো ভাইপোর কাজে।

চাচা : ওই ডাইনীটা চলে যাবার পর তোমাকে অনেক সুস্থ দেখাচ্ছে। আমি বাজী রেখে বলতে পারি মেয়েটি দরজায় আড়ি পেতে আছে।

উকিল : তোমার ধারণা ভুল। তুমি যা ভাবছো মেয়েটি তার চেয়েও ভালো। যাই হোক, মামলাটা যখন তোমার ভাইপোর, তখন ওটা আমি নিতে আগ্রহী, কিন্তু আমার যা শরীর, তাতে এই কঠিন দায়িত্ব নেয়া সম্ভব হবে কি না জানিনে। তবে, আমি না হোক, আমার সহকর্মীরা আছে। সত্যি বলতে কি, এই মামলাটার ব্যাপারে আমি এতো আগ্রহী যে হাতছাড়া করার ইচ্ছে নেই।

কে : আমি বুঝতে পারছি না আপনি কিভাবে···

উকিল : আমার কি ভুল হলো ? হ্যাঁ, বেশি আগ্রহ আমাকে ঠিক পথে নাও চালাতে পারে···(কে-কে) মামলাটা তো আপনারই ?

চাচা : অবশ্যই। (কে-কে) তোমার আবার কি হলো ?

কে : আপনি আমার বা এই মামলা সম্পর্কে কিভাবে জানেন ?

উকিল : ওটা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আপনার চাচা নিশ্চয় বলেছে আমি একজন উকিল। উকিল বলে আদালতে লোকজনের সংস্পর্শে আমাকে আসতেই হয়। মামলা নিয়ে আলাপ করাই তো আমাদের পেশা। আর সেটা যদি অন্য ধরনের মামলা হয় তাহলে তো কথাই নেই। বিশেষ করে বন্ধুর ভাইপো যেখানে জড়িত সেখানে আমি আগে থেকে জানবো এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে।

চাচা : (কে-কে) আর কি আশা করো ? তুমি ঘাবড়ে গেছো মনে হচ্ছে।

কে : আপনি আদালতে ঘোরাফেরা করেন ?

উকিল : অবশ্যই।

কে : উকিল সাহেব, কাঠমিস্ত্রি লান্‌জ্ সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন ? কে সে ?

উকিল : (কাছে এসে) তাকে জানা আমার দরকার নেই। ওটা জরুরী নয়।

চাচা : তুমি ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করছো।

উকিল : আসলেই। এই মুহূর্তে আমার অসুখটাই বড় জ্বালা। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবরা আমাকে সব সময়ই দেখতে আসে, তারা কোর্টের সঙ্গে যুক্ত, তাদের কাছ থেকে যাবতীয় খবরাখবর সবসময় পাই। এই এক্ষুনি আমার ঘনিষ্ঠ একজন আমাদের ধারেকাছেই আছে।

কে : কোথায় ?

(চাচা মোমবাতি ধরে উঠে দাঁড়ায়। পর্দার পেছন থেকে কোর্টের সেরেস্তাদার বেরিয়ে আসে। তার দিকে সবার লক্ষ্য বলে সে বিব্রত হয়। এগিয়ে আসার সাথে সাথে বারবার মাথা নোয়ায়)

উকিল : এসেছো। ···পরিচয় করিয়ে দিই : ইনি অ্যালবার্ট কে, আমার পুরোনো বন্ধু, উনি যোসেফ কে, ব্যাংকের ম্যানেজার, আর ইনি হচ্ছেন কোর্টের সেরেস্তাদার। (পরস্পর হ্যান্ডশেক করে) উনি কোর্টের সর্বশেষ সংবাদ জানানোর জন্যে এসেছেন। একজন সাধারণ মানুষ তার আসার গুরুত্ব বুঝতে পারবে না। তোমাকে আমাদেরই একজন হয়ে যেতে হবে। এ-রকম একজন বিশিষ্ট লোকের কাজ, বুঝতেই পারছো, তোমার দায়িত্ব কতোখানি। (চাচাকে দেখিয়ে) ও খুব ব্যস্ত মানুষ, তাও আমাকে দেখতে এসেছে। মামলাটা খুব মজার। আমি আশাও করিনি, লেনিও আমাকে আগে থেকে কিছু বলেনি···তোমরা যখনই দরজায় নক করলে সেরেস্তাদার আড়ালে চলে গেল। ওর যদি মর্জি হয় তাহলে ওর কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারবে। সত্যি বলতে, তোমাদের মামলাটা নিয়েই আলাপ হচ্ছিলো।

সেরেস্তাদার : আমি সত্যি দুঃখিত যে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে চলে যেতে হবে। তবে আমার বন্ধুর বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার এ-রকম একটা সুযোগও আমি হাতছাড়া করতে চাইনি। যে ব্যাপারে এখানে এসেছেন তাতে আমার মনে হচ্ছে যে ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করতে হবে। (এরপর থেকে সংলাপ ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকে) এখন, আপনার মামলাটা একদিকে যেমন ব্যক্তিগত ব্যাপার, তেমনি জনসাধারণেরও এটার প্রতি আগ্রহ আছে। মনে হয় কথাটা এভাবে বলা ভালো, জনগণের নীতিবোধ ও ব্যক্তিগত আচরণের উপরেও এটার প্রভাব রয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমার বন্ধুকে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, সামান্য গাড়িমসি বা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে এই সাধারণ আইনই আমাদের অনেক কিছু করতে বাধ্য করবে। একটা উদাহরণ দেয়া যাক···

(রান্নাঘর থেকে বাসনপত্র ভাঙার শব্দ শোনা যায়। কথাবার্তা হঠাৎ থেমে গেল। কে কথা শোনা থামিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়)

কে : যাই দেখি, ঘটনাটা দেখে আসি।

(দ্রুত রান্নাঘরে লেনির কাছে যায়। এদিকে তিনজন কথা বলে চলেছে, কিন্তু তাদের কথা শোনা যায় না। বাম দিকের আলো কমে আসে, ডানদিকের আলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে)

লোনি : যাতে এদিকে আসেন সেই আশা করেই দেয়ালে বাসনটা ছুঁড়ে মেরেছিলাম। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

কে : আমারও। তবে একটু লজ্জা লজ্জা করছিলো, তাছাড়া তোমাকেও মনে হচ্ছিলো গম্ভীর···

লোনি : বসুন। আমার ভয় ছিলো যে আপনি আমাকে পছন্দ করবেন না।

কে : পছন্দ। পছন্দ তো খুব সাধারণ কথা।

লোনি : তাই ? তাহলে এখন থেকে আমাকে লোনি বলে ডাকবেন। কেমন ?

কে : ডাকতে পারলে ভালো লাগবে, লোনি।

(আলতো আদর করতে থাকে। রান্নাঘরের প্যানেলে বিশাল একটা ছবি দেখিয়ে) এটা কার ছবি ?

লোনি : একজন বিচারকের।

কে : একজন মহান ম্যাজিস্ট্রেটের ?

লোনি : (হেসে) অবশ্যই না। তিনি একজন সামান্য ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া আর কিছুই নন। প্রায়ই এখানে আসেন। আসলে মানুষটা ছোট বলে ছবিতে নিজেকে খুব বড় দেখতে চান। ওরা সবাই ও-রকম। আমিও খুব ছোট মানুষ, তাই আপনি আমাকে বেশি পছন্দ করেন না বলে খারাপ লাগে।

কে : না, না, লোনি তা নয়। (সে আদরের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তার মন রয়েছে অন্যত্র) ও-লোকের পদমর্যাদা কি ?

লোনি : এইমাত্র তো বললাম উনি একজন সামান্য ম্যাজিস্ট্রেট। আসল ও মহান বিচারককে কেউ কখনো দেখতে পায় না।

কে : কিন্তু তিনি বিশাল একটি আরামকেদারায় বসে আছেন।

লোনি : (হেসে) ছবিতেই। আসলে ওটা রান্নাঘরের চেয়ার। ঘোড়ার জিন চারভাঁজ করে দেয়া হয়েছে।

(একেবারে ডানপাশ থেকে অদ্ভুত শব্দ আসতে থাকে)

কে : শব্দ করছে কে ?

লোনি : উত্তেজিত হবেন না। ও অপেক্ষা করছে।

কে : ও। তোমার প্রেমিক নাকি ?

লোনি : (হেসে) ব্লককে নিয়ে আপনার হিংসে করা উচিত নয়···ঠিক আছে, ব্লক, তোমার মোমবাতিটা রেখে যাও (সে ব্লকের কাছ থেকে মোমবাতিটা নেয়)

কে : সে কি এখানে ঘুমায় ?

ব্লক : আপনি এতো হিংসে করছেন কেন বুঝতে পারছি না।

লোনি : (কে-কে) ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি। ব্লক উকিল সাহেবের একজন বড় মক্কেল। আর উকিল সাহেবও ওকে সাধারণত মাঝরাতে ডেকে পাঠান বলে ও এখানে ঘুমায়।

কে : এই গর্তে।

লোন : উকিল সাহেব যখন ঘুমে একেবারে কাদা হয়ে যান তখন আমি ওর দেখাশোনা করি।

ব্লক : সেটা যে আমার জন্যে কতোবড় উপকার।

উকিলের কণ্ঠস্বর : লোন।

লোন : ওহ! উকিল সাহেবের মদ দিতে ভুলে গেছি। যাবেন না। আমি আবার আসবো।

(লোন যখন উকিলের ঘরে যায় তখন এই দুজন একে অপরকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। কে, এক সময় ঘরের একটা পাশ এক নজর দেখে ব্লককে সিন্দুকের কাছে টানে। কে সিন্দুকের ওপর বসে। ব্লক তার পায়ের কাছে উবুড় হয়ে বসে)

কে : তাহলে মিঃ ব্লক, আপনি উকিল সাহেবের পুরোনো বিশ্বস্ত মক্কেল, কি বলেন?

ব্লক : খুব পুরোনো। কোনো ভেজাল নেই। বিশ্বস্ততার জন্যে···

কে : বলে যান।

ব্লক : কি বলবো। (শুধরে নিয়ে) কথা দিন বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না?

কে : করবো কি না করবো তা কি আগেই বলা যায়?

ব্লক : আমার বিশ্বাস আপনি তা করবেন না। আর এজন্যেই আপনার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগছে। শুনুন তাহলে : মিঃ হাল্‌ড্‌ ছাড়া আমার আরো পাঁচজন উকিল আছে।

কে : পাঁচজন!

ব্লক : জী হ্যাঁ। আমি এখন ছয় নম্বরের সঙ্গে কথা বলছি।

কে : এটা আমার জন্যে খুব একটা ভয়ের কিছু নয়।

ব্লক : ভয়! নাও হতে পারে। কিন্তু তারা যদি বটতলার উকিল হয় তাহলে ভয় কিছু আছে। দয়া করে কাউকে কিছু বলবেন না।

কে : কিন্তু এতো উকিল কেন?

ব্লক : সবাইকে আমার দরকার। সবাইকে। যেহেতু সবাই একরকম চিন্তা-ভাবনা করেন না, সেজন্যে সবার মতামত আমার প্রয়োজন। (বিষণ্ন গলায়) আমি মামলা হারতে চাইনে। আমার যাবতীয় টাকা-পয়সা, শক্তি, সময়, মামলার পেছনে খরচ করেছি। প্রত্যেকদিন, যখনই সুযোগ পাই, ছুটে যাই।

কে : কিন্তু ওখানে কি করেন?

ব্লক : কোনো কারণ নেই। শুধু যাই। অপেক্ষা করি। বসে থাকি আর দেখি কখন আমার পালা আসে। উহ! কী যে কষ্ট!

কে : এর চেয়ে অন্য কিছু করা যায় না?

ব্লক : যেতে পারে, তবে তার জন্যে তাগাদা দিতে হবে।

কে : তাগাদা! কি বলতে চান?

ব্লক : সঠিক জানি না। অবশ্য এখন বলা না বলা সমান। তবে তাড়াতাড়ি বলতে বোঝাতে চাচ্ছি যে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হলে এখনই নিতে হবে।

কে : বলছেন?

ব্লক : হ্যাঁ। অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার আগেই নিতে হবে।

কে : কিসে অভ্যস্ত?

ব্লক : অপেক্ষায়। বটতলার উঁকিলের কাছে ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হয়েছিলো কারণ বড় উঁকিলের তো টিকিই ছোঁয়া যায় না।

কে : (কাছে সরে এসে) কি বলতে চাচ্ছেন? আমার কিন্তু খুব মজা লাগছে।

ব্লক : এই যে মিঃ হাল্‌ড্, নিজের সম্পর্কে, তাঁর সহকর্মীদের সম্পর্কে ইয়া বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু আসলে লবডঙ্কা। এরা খুবই নগণ্য উঁকিল। যারা সত্যিই বড় উঁকিল, দামী উঁকিল, তাদের দেখা পাওয়া যায় না।"

(লেনি শূন্য কাপ নিয়ে ফিরে আসে)

কে : কিন্তু আপনি কি একেবারে নিশ্চিত যে...

ব্লক : বলছি কি। এরা তাঁদের সম্পর্কে আজেবাজে মন্তব্য না করে কথা বলে না। অথচ ওঁরা এদের অনেক ওপরে।

কে : যদিও তাঁদের দেখেননি, তবু ধরবার চেষ্টা করেন নি?

ব্লক : করেছি, কিন্তু বেশি দূর পারিনি। আর সেই থেকে সবসময় তাদের চিন্তা আমার মাথার মধ্যে ঘুরছে। বলতে পারেন আমাকে একেবারে গিলে ফেলেছে। রাত হলেই বেশি হয়, ওয়েটিং রুমে হয়, করিডোরে হয়।

(দেখা যাবে উঁকিলের বিছানার কাছ থেকে সেরেস্তাদার বিদায় নেবার জন্যে উঠছে। চাচা আপাতভাবে বিরক্ত হয়ে কে আসছে কি না দেখার জন্যে ডাইনে বামে তাকায়)

লেনি : তোমরা না জানি একটা ঘাপলার মধ্যে পড়বে।

ব্লক : উনি আমাকে মামলার কথা জিগগেস করছিলেন।

লেনি : (কে-কে) আপনাদের তো ওই এক চিন্তা ছাড়া চিন্তা নেই।

কে : না, মোটেই না। এ নিয়ে বেশি মাথাই ঘামাই না।

লেনি : কিন্তু শুনলাম আপনি নাকি ভীষণ জেদি?

কে : কে বললো?

লেনি : নাম শুনে কাম কি। তবে ওটা ছাড়তে চেষ্টা করুন। এতে কোনো লাভ হবে না। আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোনো অস্ত্রই আপনার নেই। তার-চেয়ে, আমাকে বিশ্বাস করুন, দোষ স্বীকার করে নিন।

কে : কিসের দোষ?

লেনি : ঠিক আছে, ওটা আপনার ব্যাপার। তবে একমাত্র দোষ স্বীকার করলেই আপনি ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। মনে রাখবেন, দোষ স্বীকার করলে, আর যদি কেউ আপনাকে সাহায্য করে।

(ব্লক উবু হয়ে কার্পেটের রোঁয়া তুলছে। ব্লককে)

ব্লক, কি করছো? সাহায্য করবো?

(তারা কার্পেটের ওপর পড়ে যায়)

এই, এই! তুমি আমাকে চুমু খেলে!

(রেক এক কোণায় চলে যায়। এইসময় দেখা যায় চাচাকে। কে ফিরে না যাওয়াতে তিনি বেশ বিরক্ত। উকিলের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিয়ে তিনি মঞ্চের সামনের বাম দিক দিয়ে বেরিয়ে আসেন)

লোনি : আপনার এক্ষুনি ওই বুড়োর সঙ্গে যাওয়া উচিত। এই যে, এ-ঘরের চাবি। যখন খুশি আসবেন।

(চাচা মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাবার আগে কে জামাকাপড় ঠিক করে চাচার সঙ্গে মিলিত হয়)

চাচা : তাহলে তুমি আছো। একটা কিছু করা যাবে ভেবেছিলাম। তোমার চিন্তায় আমরা সারা হয়ে যাচ্ছি অথচ তোমার ভাবসাব দেখে মনে হয় কিচ্ছু হয়নি।

(দুজন বেরিয়ে গেলেও কথা শোনা যাবে)

কে : কিন্তু চাচা···

চাচা : চাচা চাচা করো না। আমাকে একেবারে আহাম্মক বানিয়ে ছেড়েছো। যদি পারিবারিক ব্যাপার না হতো···

(বাকি কথাগুলো আর শোনা যায় না। আবার তাদের প্রবেশ)

···বলা নেই কওয়া নেই উকিলের ওই কামের বেটি খানকি মেয়েটার সঙ্গে গা ঢাকা দিলে। আমরা তিন তিনটে মানুষ ঠায় বসে আছি ; তোমার চাচা এই কাজেই বেরিয়েছে, উকিল সাহেব তোমার সাহায্যের জন্যে বসে আছেন, আর সেরেস্তাদার কী রকম শক্তিধর মানুষ জানো? তিনিও তোমার এই মামলায় অনেক কিছু করতে পারতেন। আমরা তিনজনই একটা উপায় বের করার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম। আমি পটানোর চেষ্টা করছি উকিলকে, উকিল নির্লজ্জের মতো তেল দিচ্ছে সেরেস্তাদারকে, আর সেরেস্তাদার নিজেই···

(তারা বেরিয়ে যায়)

(আবার দুজন একই ছাতার নিচে, মঞ্চে প্রবেশ করে)

(মঞ্চের সামনের দিকে কে ও চাচার আসা যাওয়ার ফাঁকে, সেটে কিছুটা পরিবর্তন হয়। বামদিকে উকিলের ঘরে শুধু বিছানাটা থাকবে। ডানদিকে রান্নাঘরে যে সিন্দুকের ওপর কে ও লোনি বসেছিলো, সেটা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। ব্লকের আসন ও মহান বিচারকের ছবিটাই প্রাধান্য পাবে। এই সময় অল্পক্ষণের জন্যে আলো ক্ষীণ হয়ে যাবে, আর সেই মুহূর্তে একজন আসল বিচারক ছবির বিচারকের ফ্রেমের মাঝামাঝি এমনভাবে বসবে যাতে মনে হয় সে-ও ছবি। মঞ্চের মাঝখানে আবার আলোকিত হবে, দেখা যাবে কে-র অফিসের চেয়ার, দেরাজ ইত্যাদি। এই দৃশ্যটা চারভাগে বিভক্ত হয়ে একে একে দৃশ্যমান হবে, শেষে একবারে সবটাই)

ক : উকিলের বিছানা

খ : ব্লকের আসন

গ : ফ্রেমে বিচারক

ঘ : ব্যাংকে কে-র অফিস

(কে আর চাচা যখন রাস্তায় সংলাপ শেষ করেছে, তখন লোনি উকিলের বিছানা ঠিকঠাক করছে। সেই অবস্থা—)

উকিল : তার হয়ে আর ওকালতি করতে হবে না। তার যখন এতোই বিপদ তখন আমাদের কথা তার শোনা উচিত ছিলো। কোর্টের সেরেস্তাদার নিজে এখানে। এ দয়া তো অবিশ্বাস্য···

(কথা অস্পষ্ট হয়ে যায়। চাচা ও কে-র পুনঃপ্রবেশ)

চাচা : সে চলে যাবার পর কি যে আরাম পেলাম। আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো। ওই অসুস্থ উকিলটা, ওরও। আমি যখন চলে আসি তখন যে বিদায় জানাবে তাও পারছিলো না। চমৎকার মানুষ। কিন্তু তুমি লোকটার মনে দাগা তো দিয়েইছো, উপরন্তু যার সঙ্গে দোস্তি করেছো সে তোমাকে জাহান্নামে না পাঠিয়ে ছাড়বে না। এর বেশি আর কি বলতে পারি।

উকিল : ('ক' অংশে, লোনিকে) এর বেশি আমি আর কি বলতে পারি।

চাচা : (মঞ্চের সামনে) কিছুই না। আমার মনে হয় বিপদ তোমার বাড়ছে বৈ কমছে না। চলো।···আমি এখান থেকে চলে যাবো। শোনো,, তোমার এখনো অনেককিছু করার আছে, ব্যাংকে অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে কাজ করবে। চলি।

(চাচা বিদায় জানিয়ে চলে যাবার পর কে 'ঘ' অংশে অফিসে বসে। একজন কর্মচারী আসে)

কর্মচারী : ডেপুটি ডিরেক্টর সাহেব জানতে চাচ্ছেন যে···

কে : তাঁকে অপেক্ষা করতে বলো। দেখতে পাচ্ছো না কতো কাজ? যাও, এই সাতসকালে বিরক্ত করো না।

উকিল : ('ক' অংশে, চিৎকার করে) লোনি, ফিরে এসো। আমাকে একা ফেলে যেও না। আমার খারাপ লাগছে। এই পেশা আমাকে পাগল বানিয়ে ছেড়েছে। উহ্‌। দরখাস্ত মুসাবিদা করতে কতো রাতই না নষ্ট করেছি। ওই ছোকড়াটাকে তুমি পছন্দ করো কি করে?

লোনি : জানি না। আমি তার দিকে চোখ তুলেও তাকাইনি।

উকিল : লোনি, আমাকে বোকা ঠাওরানোর চেষ্টা করো না। ওই ছেলেটা যে রান্নাঘরে তোমাকে খুঁজতে যাওয়ার নাম করে হাওয়া হয়ে গেল, আমি কি বুঝি না? এই করেই খাই। যাও, এক কাপ চা আনো।

(লোনি উকিলকে ছেড়ে রান্নাঘরে যায়)

ব্লক : ('খ' অংশ থেকে) তার মামলা তো সবে শুরু। হুঁ, উকিল কাজ করে মজা পাবে। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়।

উকিল : ('ক' অংশে) এটা ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না। (তার বিছানায় ছড়ানো ছিটানো কাগজপত্র জড়ো করতে থাকে)

কে : ('ঘ' অংশে) উকিল সাহেব, তুমি যখন বিল পাঠাবে তখন একটা কানাকড়িও পাবে না, পাবে না, পাবে না।

উকিল : (জোরে হাসতে হাসতে, যেন বিচারককে সম্বোধন করছে) ছোকড়া ভেবেছে যে এই ধরনের একটা মামলা উকিল ছাড়াই পার হওয়া যায়। আহ্হা, কী ছেলে-মানুষী চিন্তা। লেনি, চা কৈ ?

কে : ('ঘ' থেকে) উকিল।···ওর চেয়ে ভালো উকিল নেবো। চাচা যে কী ছাইছাতা পছন্দ করে।

মহান বিচারক : ('গ' অংশে, উপদেশের ভঙ্গিতে, জোরে) যাই ঘটুক, যে উকিলকে একবার ঠিক করা হবে, অভিযুক্তকে তার সঙ্গেই কাজ করতে হবে।

কে : ('ঘ' অংশে) ঠিক আছে। কুছ পরোয়া নেই। ওরা আমার বিরুদ্ধে কী অভি-যোগ আনতে পারে ?

উকিল : ('ক' অংশ থেকে, বিচারককে উদ্দেশ্য করে) আপনি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করুন। আমি পারিনি। সে কিছুতেই বুঝতে চায় না যে সে একজন আসামী। নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত সে দোষী। লেনি, ব্লককে ডাকো।

কে : ('ঘ' থেকে) আমার অপরাধ কি না জানা পর্যন্ত কি করে নির্দোষ প্রমাণ করবো ?

লেনি : ('খ' অংশ, রান্নাঘর থেকে) ব্লক। ব্লক। উকিল সাহেব তোমাকে ডাকছেন।

মহান বিচারক : ('গ' থেকে) অন্তত দণ্ডাদেশ দেবার আগে আসামীর অপরাধ কি জানা দরকার নেই।

কে : ('ঘ' থেকে) তাহলে কায়দামাতো ফেলে এটাকে উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত ছাড়া পাওয়ার কোনো উপায় দেখছি না।

উকিল : ('ক' থেকে) যোসেফ, কী লজ্জা যোসেফ, তুমি সেরেস্তাদারকে আমলই দিলে না। তুমি কি না গাঁড়লের মতো ব্যবহার করলে ?

('ঘ' অংশে একজন সংবাদবাহক এসে কে-কে)

বাহক : ম্যানেজার সাহেব, কিছু মনে করবেন না। কয়েকজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে বহুক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে। তারা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। (সে কে-র দিকে ঝুঁকে যায়, এবং সংলাপের শেষ অংশটা শোনা যাবে)···ব্যাংকের একজন শাঁসালো মক্কেল।

কে : (বিনীতভাবে) আসতে বলুন তাঁকে।

মক্কেল : (প্রবেশ) কাজের সময়ে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।

কে : আপনাকেও বসিয়ে রাখার জন্যে ক্ষমা করবেন।

মক্কেল : আমার ব্যাপারটা খুব সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলছি। (সে ব্রীফকেস থেকে কিছু কাগজপত্র বের করে অনমনস্ক কে-র সামনে মেলে ধরে) এটা এমন কিছু জটিল ব্যাপার নয়। গতবছর পার্টনারের সঙ্গে কাজের ব্যাপারে এইসব কাগজপত্র আপনিই ঠিকঠাক করে দিয়েছিলেন। সব কিছু ভালোই চলতে পারতো, কিন্তু, লোকটা যে ধাড়িবাজ, এটা বুঝতে দেরি হয়েছে। আমার তো ভয় করছে···

(মক্কেল যখন তার কথা চালিয়ে যাচ্ছে, তখন কে চিন্তায় ডুবে গিয়ে উকিলের অংশে কি হচ্ছে লক্ষ্য করছে)

উকিল : ('ক' অংশে, লোনিকে) ব্লক আজ এমন ব্যবহার করছে কেন ?

লোনি : সে চুপচাপ কাজ করছে। আমাকে যাতে বিরক্ত না করে সেজন্য তার ছোট-ঘরে তাকে আটকে রেখেছি।

কে : ('খ' থেকে) গর্তে, কুত্তার মতো।

লোনি : আড়কাঠের ভেতর দিয়ে তার ওপর নজর রাখছি। আপনি তাকে যেসব কাগজপত্র পড়তে দিয়েছেন, তার বিছানায় সে সেগুলো একটানা পড়ছে। যাতে ভালোভাবে দেখতে পায় সেজন্যে কাগজপত্রগুলো দরজার নিচেই রেখেছে। আমি কিন্তু খুশি।

উকিল : সে কি তার নিজের মামলার কাগজপত্র পড়ছে ?

লোনি : মাত্র একবার পানি খেতে চেয়েছিলো। এক গ্লাস দিয়েছি। আটটায় সময় খাবার দিয়েছি।

মক্কেল : ('ঘ'-তে) আমি কি বলতে চাচ্ছি বুঝতে পেরেছেন ?

কে : (বিরক্ত হয়ে) আমি বিশ্বাস করি না।

মক্কেল : করেন না ? আমি তো এখনো কিছুই বলি নি।

কে : কিন্তু অনুমান করতে পারি।

(ব্লক নতজানু হয়ে উকিলের বিছানার পাশে, মেঝেতে বসে)

লোনি : তিন নম্বর বিচারক কি বলেছেন ব্লক জানতে চাইছে।

উকিল : তিনি ব্লক বা তার মামলা সম্পর্কে ভালো কথা কিছুই বলেননি।

লোনি : বলেননি। এও কি সম্ভব ?

উকিল : আমি ব্লকের কথা শুরু করতেই তিনি বিরক্ত হয়ে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'ব্লকের কথা বলবেন না।' আমি বললাম, 'সে আমার মক্কেল।' তিনি জবাব দিলেন, 'আপনি সেই সুযোগটাই নিচ্ছেন।' আমি বললাম, 'মানি না এ-কথা। ব্লক তার মামলায় বিস্তর খরচ করছে। এক অর্থে সে আমার বাড়িতেই থাকে। যে কোনো সময় ডাকলেই পাওয়া যায়। হ্যাঁ, সে অবশ্য অনেক কিছু বিশ্বাস করে না, নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়, সে বেশ নোংরা, কিন্তু তার আচার-ব্যবহারের সঙ্গে তার মামলা এক করে দোষারোপ করতে পারি না।' আমি যতোটা পারি জোর দিয়ে বলেছি, কিন্তু তিনি জবাব দিলেন, 'ব্লক একটা ধূর্ত। কতোরকম ফন্দিফিকিরই যে সে জানে। সে খুব ভালো জানে যে মামলা কি করে টানতে হয়। আবার আপনি এদিকে কি করেন না করেন সে কিছুই জানে না। সবচেয়ে বড় কথা, সে যখন জানতে পারবে যে তার মামলা ওঠা তো দূরে, আদালতে কাজই শুরু হয়নি তখন সে কি বলবে ?'

(এই দীর্ঘ সংলাপ চলার সময় কে তার মক্কেলের কাগজপত্র পড়ার ভান করে, কিন্তু মাঝে মাঝেই আড়চোখে উকিলের অংশে কি হচ্ছে দেখতে থাকে)

কে : ('ক' অংশে) ধানাইপানাই করে আমার নাগাল পাওয়া অতো সোজা না।

মক্কেল : ম্যানেজার সাহেব, আপনাকে খুব অস্থির মনে হচ্ছে। বড্ড ঝামেলা যাচ্ছে বুঝতে পারছি। খুব কি ব্যস্ত ?

কে : ঠিকই। মাথাটা ধরেছে…পারিবারিক ঝামেলাও যাচ্ছে।

মক্কেল : সত্যি। প্রত্যেকেরই এই এক ঝামেলা। আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া…

কে : মাফ করুন, একটু সময় দরকার। (সে উঠে উকিলের ঘরের দিকে যায়। ডেপুটি ডিরেক্টর সেই মুহূর্তে ঘরের সামনে অপেক্ষা করছিলো, কে বেরিয়ে যেতেই ছুটে ভেতরে ঢুকে মক্কেলের কানে কানে কথা বলতে চেষ্টা করে)

কে : ('ক' অংশে) বলতে এলাম, আপনার শরীরের অবস্থা বিবেচনা করে আমার মামলা থেকে আপনাকে অব্যাহতি দিলাম।

উকিল : কি বলছো ?

কে : ঠিক বুঝতে পেরেছেন কি বলছি।

উকিল : মজাই লাগছে। এটা তো প্রস্তাব। বিবেচনা করে দেখতে হবে।

কে : মোটেই প্রস্তাব নয়।

উকিল : বুঝি। কিন্তু তাড়াহুড়ো করার মতো হালকা বিষয়ও এটা নয়।

কে : আমি তাড়াহুড়ো করছি না। সব দিক ভেবেচিন্তেই বলছি, যা বলেছি, তাই চূড়ান্ত।

উকিল : সেক্ষেত্রে আমার দুটো একটা পরামর্শ আছে।

কে : উকিল সাহেব, এক মিনিট…

(সে নিজের কামরায় ছুটে যায়। সেখানে ডেপুটি ডিরেক্টর সেই মক্কেলের সঙ্গে খুব বিনয়ের সঙ্গে কথা বলছে)

ডে. ডিরেক্টর : হ্যাঁ, খুবই জরুরী। আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি।

(এই অবসরে মক্কেল কাগজপত্র গুছিয়ে ডেপুটি ডিরেক্টরের হাতে তুলে দেয়) আমি নিশ্চিত যে এই কাজটা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে ম্যানেজার খুশি হবেন। তার কাজের চাপও বেশি, তাছাড়া কয়েকদিন থেকেই লক্ষ্য করছি বেচারাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আপনি কি আমার কামরায় আসবেন ?

মক্কেল : (কে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়) এই যে ম্যানেজার সাহেব, চলে যাওয়ার আগে আবার আসবো। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

(কে মাথা নোয়ায়)

উকিল : ('ক' অংশে) বাছাধন, এইবার। এবার নিজেই দেখতে পাবে যে নিজেরই দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে পারছো না। মামলাটা এমন—তোমার পুরো শক্তি, পুরো মনোযোগ, সব নিয়োগ করতে হবে।

মহান বিচারক : ('গ' অংশে) আত্মরক্ষায় ভালো ফল পেতে হলে বিস্তারিত বিবরণ চাই আর তার জন্যে আর সব কাজকর্ম ছেড়ে দিতে হবে।

ব্লক : (তার কোণ থেকে) এক সময় নিচতলার পুরোটা আমার ব্যবসার অফিস ছিলো। আর এখন আমি করিডোরের এই কোনাটা পেয়েই সন্তুষ্ট।

মহান বিচারক : ('গ' অংশে) শর্তসাপেক্ষ গ্রেফতার, হ্যাঁ, সেটা সত্যি ; কিন্তু সেটা কতোদিন চলবে কেউ বলতে পারে না।

রুক : ('খ' থেকে) এসব করতে গিয়ে টাকা-পয়সার প্রশ্ন হয়ে আমার এই হাল হয়েছে ভাবি না, শুধু ভাবি, আমার কাজকর্ম করার ক্ষমতা কোথায় গেল।

কে : ('ঘ' অংশে, বোসনে হাত ধরতে গিয়ে) মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। প্রথমেই ব্যাপারটা এতো গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া ঠিক হবে না।

(জানালা খুলতে যায়। মক্কেলের প্রবেশ)

মক্কেল : সময়টা বড় বিচ্ছিরি। (সে লক্ষ্য করে কে তার কাগজপত্র ঠাসা ব্রীফ-কেসটা দেখছে) ব্যাপারটা চুকেবুকে গেছে। আপনাদের ডেপুটি ডিরেক্টর, চমৎকার মানুষ, যোগ্য যাকে বলে। (কে ক্লান্ত হয়ে বসতে যায়) ম্যানেজার সাহেব, আপনাকে দু'একটি কথা বলবো। আপনি অতীতে আমার জন্যে যা করেছেন তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ, আর সেজন্যেই কথাটা বলবো বলে চিন্তা করেছি। আপনি এটাকে যেভাবে খুশি কাজে লাগাতে পারেন, তবু মনে হয় আপনার জানা থাকলে ভালোই হবে। (সে কে-র পাশে বসে, গোপনীয়তার সঙ্গে) বিষয়টা আপনার মামলা।

কে : ডেপুটি ডিরেক্টর আপনাকে বলেছেন?

মক্কেল : তিনি জানতেই পারেন না।

কে : তাহলে আপনি জানেন কিভাবে?

মক্কেল : আদালত থেকে কিছু না কিছু খবরাখবর পাই। ওই বিচারকরা একেবারে হাঁদা। তারা প্রায় সবাই একই চিত্রকরের কাছ থেকে ছবি আঁকায়।···সে ব্যাটার নাম টিটোরেলি। আমি নিশ্চিন্ত ওটা ওর আসল নাম নয়। বিচারকরা যখন ছবি আঁকাতে বসেন তখন ছিটেফোটা দু'একটা কথা বেরিয়ে যায়। এই চিত্রকরকে আমি খুব ভালো চিনি। তার কিছু কিছু ছবি আমিও মাঝে মাঝে কিনেছি। আমি বললে সে আপনার সঙ্গে দেখা করবে। লোকটা খুব কথা কয়। সে আপ-নাকে খাসা খাসা উপদেশ দেবে। মাঝে মাঝে বিচারকের কাজেও হস্তক্ষেপ করে। আমি সুপারিশ করলে সে আপনার জন্যে নিশ্চয়ই কিছু করবে। আপনার কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করা উচিত।

কে : আপনি কি সত্যি মনে করেন...

মক্কেল : কোনো অসুবিধে নেই। আপনাকে শুধু একটা পরামর্শ দিলাম। একটা চিরকুট লিখে দিই। যদি চান ব্যবহার করতে পারেন। দেবো? (কে-র দেরাজের দিকে এগিয়ে যায়)

কে : মনে হয় ঠিকই বলেছেন। আমি এক্ষুনি যাবো।

(মক্কেল যখন লিখছে তখন একজন সংবাদবাহক আসে)

বাহক : ক্ষমা করবেন। অন্য একটা ঘরে আরো তিনজন মক্কেল বেশ অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন। তারা জানতে চাইছেন, যদি···

(নিচের বাম দিক থেকে তিনজন ক্লান্ত মক্কেল উঠে এসে প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোয়। প্যাসেজের কাছ থেকে ডেপুটি ডিরেক্টর তাদের লক্ষ্য করে এবং দলে অংশ নেবার জন্যে তৈরি হয়)

তিন মক্কেল : ('খ' অংশে) ম্যানেজার সাহেব···না, আমাকে অনুমতি দিন···আমিই তো আগে ছিলোম···আমি প্রতিবাদ করছি, মিথ্যে কথা···(মৃদু ধাক্কাধাক্কি)

কে : ক্ষমা করুন, ভদ্রমহোদয়গণ, দয়া করে ক্ষমা করুন। হাজারবার ক্ষমা চাইছি। আপনারা আসুন। আমি খুব দুঃখিত। খুবই জরুরী কাজ আছে। খুব খুশি হবো যদি আপনারা কাল অথবা অন্য আর একদিন আসেন।

তিনজনের একজন : আমারটা খুব জরুরী···

আরেকজন : আমার পক্ষে দেরি করা সম্ভব নয়।

(ইতোমধ্যে ডেপুটি ডিরেক্টর এসে পরিস্থিতি নিজের আয়ত্বে নিয়ে নেয়)

ডেপুটি ডিরেক্টর : (খুব শান্তগলায়) ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের কাগজপত্র দেখে দেওয়া এমন কিছু ব্যাপার নয়, কিন্তু ম্যানেজার সাহেবকে খুব একটা জরুরী কাজে এক্ষুণি বাইরে যেতে হচ্ছে। আপনাদের কাগজপত্র রেখে যান, আর, (কে-কে) যদি অনুমতি দাও, তুমি যতোক্ষণ বাইরে থাকবে, তোমার চেয়ারে বসে···

কে : (ক্ষেপে গিয়ে) বেরিয়ে যান। আমাকে ঘাঁটাবেন না। আজ আমি স্থির হয়ে কিছুই চিন্তা করতে পারছি না। আগে ঠিক হয়ে নিই, তারপর ঘাঁটানোর মজা বের করবো।

দ্বিতীয় দৃশ্য সমাপ্ত

তৃতীয় দৃশ্য

(টিটোরেলির স্টুডিও। সিঁড়ি অথবা করিডোর। কে একদল ছোট মেয়ের দেখা পায়। প্রথম মেয়েটির পিঠে কুঁজ)

কে : এখানে কি চিত্রশিল্পী টিটোরেলি থাকেন ?

মেয়েরা : তাকে কি দরকার ?

কে : আমার ছবি আঁকাবো।

মেয়েরা : ওহ ! উনি বিচারক।

কে : না, আমি বিচারক নই।

প্রথম মেয়ে : তাহলে নিজের ছবি আঁকতে চান কেন ?

কে : নিজের চরকায় তেল দাও।

প্রথম মেয়ে : আপনিই নিজেরটায় দেন। নিজের চেহারা খুব সুন্দর ভেবেছেন ? মোটেই না।

কে : তুমিই প্রথম এ-কথা বললে।

(সে মেয়েটির দিকে করুণার চোখে তাকায়। মেয়েটি লোভীর দৃষ্টিতে নির্লজ্জের মতো হাসতে থাকে)

প্রথম মেয়ে : আসুন। এই পথে। সবাই টিটোর সঙ্গে দেখা করতে আসে। আসুন আমার সঙ্গে।

('ক' অংশের দেয়াল একটা আকস্মিক গণ্ডগোলের সঙ্গে সাথে-সাথে খুলে যায়, সেখান থেকে রাত্রিবাস পরা একটা লোক বেরিয়ে এসে কে-কে দেখতে পেয়েই—)

লোক : ওহ ! ক্ষমা করবেন (দ্রুত ভেতরে চলে যায়)

(যখন কুঁজো ও অন্যান্য মেয়ে এই অংশে আসে তখন 'ক' অংশের সব অংশ উপরে উঠে গেলে দরজাসহ আরেকটা ছোট ঘর দেখা যাবে। জমকালো রঙের সাজানো, সামনেই লেখা টিটোরেলি। তাকে অনেকটা ডন কুইকসোটের মতো দেখায়। রাত্রিবাসের ওপর দুটো অন্তর্বাস ঝুলছে। তার পা খালি।)

কে : আপনি টিটোরেলি···

টিটোরেলি : বান্দা হাজির।

('ক' ও 'খ' প্যানেল একসঙ্গে উঠে গেলে টিটোরেলির স্টুডিও দেখা যায় দেয়েল-গুলো কাঠের, ফাঁকা। ডানদিকে একটা ক্যানভাস, যার এক তৃতীয়াংশ কেবল বর্ণকরা দেখতে পায়। ক্যানভাসের ওপর একটা কাপড় বিছানো। শিল্পীর বসার টুল। পেছনে একটা ভাঁজকরা খাট, তার ওপরে রংবেরংয়ের তোষক ও বালিশ। বামদিকে একটা চেয়ার, কিছু স্কেচ ও দরজা।)

(ছোট মেয়েগুলোর সঙ্গে টিটোর কিছুক্ষণ মূকাভিনয়। কের সঙ্গে এদের আসা টিটো ঠেকাতে পারেনি)

টিটোরেলি : এই ইতরবালাইরা...এদের একজনের ছবি এঁকেছিলাম বলে যখন কিছু আঁকতে যাই, ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে। (সে একজনকে ধরে বাইরে ফেলে দিয়ে ক-কে বসতে ইঙ্গিত করে)

আমি যতোক্ষণ এখানে থাকি ততোক্ষণ এরা টিট থাকে। ওরা একটা বাড়তি চাবি বানিয়ে নিয়েছে। যেই জানবে আমি নেই, অমনি...(আরেকটা মেয়ের পিছু ধাওয়া করে) এখন এক মহিলার ছবি আঁকছি, সেই মহিলাকে কয়েকদিন আগে এখানে এনেছিলাম। (মেয়েটিকে ধরে ফেলে) একদিন ঘরে ঢুকে দেখি, কুজো মেয়েটি রংয়ের বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে ব্রাশ দিয়ে ঠোঁটে রং লাগাচ্ছে। (মেয়েটিকে বাইরে ছুঁড়ে দেয়) যখন ওর ভাইবোনেরা এই ঘরের প্রত্যেকটা কোণ একটা গোয়াল বানিয়ে রাখে...এই গতকালও রেখেছে...ঘরের এই অবস্থার জন্যে ক্ষমা করবেন। (আরেকটা মেয়েকে ধাওয়া করে শেষে বাদ দেয়) সারাদিন বাইরে কাজকর্ম সেরে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরে যখন একটু ঘুমুতে যাই, দেখি, কারা যেন পায়ে খোঁচাচ্ছে। ওই ক্ষুদে শয়তানগুলো আমি না আসা পর্যন্ত বিছানার নিচে লুকিয়ে থাকে। (হঠাৎ একটি মেয়েকে ধরে বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে দরজার তিনটি খিলই লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়) প্রত্যেকদিনই তারা একটা না একটা নতুন ফন্দি বের করবে। কোর্ট যদি আমাকে এই স্টুডিওটা বিনাভাড়ায় না দিতো তাহলে অনেক আগেই এটা ছেড়ে চলে যেতাম।

দলের একটি মেয়ে : টিটো, আমরা ভেতরে আসতে পারি ?

টিটো : (হিংস্র কণ্ঠে) না।

প্রথম মেয়েটি : কেবল আমি। টিটো, আমি একা আসতে পারি ?

টিটো : না। (এবারে দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়। কে-কে) এবার বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি ?

কে : (এতোক্ষণ এই ডামাডোল হতবুদ্ধি হয়ে দেখার পর, স্থির হয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে) এই ভদ্রলোক আমাকে আপনার ঠিকানা দিয়েছেন। (মক্কেলের লেখা চিঠিটা এগিয়ে দেয়) তাঁরই পরামর্শে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

(টিটো হেলাফেলা করে চিঠিটা পড়ে বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়)

টিটো : আপনি ছবি কিনতে চান না নিজের ছবি আঁকতে চান ?

কে : আপনি কি কোনো একটা ছবি নিয়ে কাজ করছিলেন ?

টিটো : হ্যাঁ। (সে ইজেলটা খুললে দেখা যায় সেখানে একটা বিমূর্ত ছবি) ছবিটা ভালো না ? আঁকা এখনো শেষ হয়নি।

কে : (আগ্রহের ভান করে) এটা কি আরেকজন বিচারকের ছবি ?

টিটো : আরেকজন বলছেন কেন ?

কে : যতদূর মনে পড়ছে আরেকদিন আপনার আঁকা আরেকজনের ছবি দেখেছিলাম। বিচারকের পেছনে বিশাল প্রতিমূর্তি। কে তিনি ?

টিটো : ন্যায়বিচার।

কে : হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইবার দেখতে শুরু করছি। এইতো চোখের ওপর দিয়ে ফিতে বাঁধা। আচ্ছা, দাঁড়িপাল্লাও বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু একপাশে মনে হচ্ছে পাখা…মনে হচ্ছে এক্ষুনি উড়াল দেবে।

টিটোরেলি : (আমার হাতা গুটিয়ে কাজ শুরু করে) তাঁকে ওইভাবেই আঁকতে বলা হয়েছে যাতে ন্যায়বিচার ও সৌভাগ্য, দুই-ই বোঝা যায়। শুনুন, আমি কোনো-দিন মডেল নিয়ে কাজ করি নি, স্রেফ বর্ণনা শুনেই করি। যেমন ধরুন কোনো একজন হোজপোজ বিচারক, কিন্তু তাঁর জিদ হচ্ছে তাঁকে যেন সিংহাসনে বসাই। বিশাল সিংহাসন।

কে : হুঁ, দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে খুব ক্ষমতাবান বিচারক। এবং ন্যায়বিচারক… আপনি কিন্তু তাঁকে প্রায় শিকারের দেবীর কাছাকাছি নিয়ে গেছেন।

টিটোরেলি : তাই?

কে : উনার নাম কি?

টিটোরেলি : বলা যাবে না।

কে : মানতেই হয় আপনার ওপর কোর্টের অগাধ বিশ্বাস আছে।

টিটোরেলি : আপনি কি মনে করেন আপনি কেন এসেছেন আমি জানি না? এসেছেন আপনার মামলার তদ্বির করতে। ওই চিরকুট তাই বলেছে। কিন্তু আপনি আসল কথা না বলে আমার ছবি সম্পর্কে বলতে শুরু করেছেন। ঠিকই ধরেছেন, আমার ওপর তাঁদের আস্থা আছে।

কে : কথাটা আপনাকে কিভাবে বলবো বুঝতে পারি না। কিন্তু…এর কি কোনো সরকারী স্বীকৃতি আছে?

টিটোরেলি : না।

কে : কিন্তু আধা-সরকারী পদমর্যাদা মাঝে মাঝে পুরো মর্যাদার চেয়ে বেশি প্রভাব-শালী…ঠিক না?

টিটোরেলি : আমার ক্ষেত্রে কথাটা ঠিক। যে ভদ্রলোক এই চিঠি দিয়ে আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন, তাঁর সঙ্গেই আপনার মামলা নিয়ে আলাপ হচ্ছিলো। তিনি বলছিলেন যে আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি না। বলেছিলাম প্রথমে আপনাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে। কিন্তু সত্যি বলতে কি এতো তাড়া-তাড়ি আসবেন ভাবিনি। তাহলে আপনি সত্যি বিপদে আছেন?…আপনার কোটটা খুলবেন?

(বাইরে মেয়েরা চাবির ফোকড় ও ভাঙা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে কৌতূহলী হয়ে ভেতরে দেখছে)

মেয়েরা : (উত্তেজিতভাবে), ওহ্। টিটো লোকটার কোট খুলে নিচ্ছে।

টিটোরেলি : ঠান্ডা মেরে কাজ করতে পারি না। চাই প্রচুর উত্তেজনা। বসুন, বিছানায় বসুন। লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। লাফ দিন… হ্যাঁ, এবারে বলুন, আপনি কি নির্দোষ?

কে : (প্রশ্নের আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠে) হ্যাঁ।

টিটোরেলি : সত্যি তো? কথাটা কেবল আপনি আর আমিই জানবো।

কে : একেবারে নির্দোষ।

টিটোরেলি : (খুব ধীরে ধীরে) আহা! আহা! (সহসা মাথা তুলে) ঠিক আছে, আপনি যদি নির্দোষ হন, তাহলে মামলা খুব সোজা।

কে : আমি প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু পরে দেখলাম আমার সেই সরলতা বিষয়-টাকে আরো জটিল করে তুলেছে। (টিটোরেলি মর্চাক হাসি চেপে রাখতে পারে না। সে মাথা ঝাঁকাতে থাকে) আইনের চোরাগলিতে মূল আইন হারিয়ে যায়। এটা শেষ হয় কখন জানেন? কোনো একজনের দোষ বের করার পর।

টিটোরেলি : (ধ্যানমগ্ন) অবশ্যই, অবশ্যই। কিন্তু আপনার নির্দোষিতাও অনেকটা সেই রকম।

কে : হ্যাঁ···আমি কি নির্দোষ নই?

টিটোরেলি : হ্যাঁ, ওইটেই আসল কথা।

কে : মিঃ টিটোরেলি, শুনুন। আমি জানি, আপনি আমার চেয়ে ভালো আইন জানেন। আমি যেটুকু জানি সেটুকু লোকমুখে শুনে, এবং আমার মতো প্রত্যে-কেই এটা জানে যে কোনো একটা অভিযোগ হাল্কাভাবে শুরু হয় না। আর একবার হলে কোর্ট সেটা নিজের হাতে তুলে নেয়, অভিযুক্ত দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকে। আমাকে বলা হয়েছে, খুব একটা সমস্যা দেখা দিলে কেবল আপনিই তাদের মনোভাব পাল্টাতে পারেন।

টিটোরেলি : সমস্যা? বন্ধু, তার চেয়েও বড় সত্যি, তাদের মনোভাব কোনোদিনই পাল্টানো যায় না। আমি যদি এই ক্যানভাসে সব বিচারকের ছবি এক সারিতে আঁকতাম, আর আপনি যদি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত 'আমি নির্দোষ', 'আমি নির্দোষ' বলে চিৎকার করে যেতেন, সেটাও বরং আসল কোর্টের চেয়ে অনেক সহজ হতো।

ছোট মেয়েরা : উনি শিগগিরই যাবেন না?

টিটোরেলি : থামো! দেখছো না আমরা একটা জরুরী আলাপ করছি?

ছোট মেয়েরা : আপনি কি ওর ছবি আঁকবেন? ···আঁকবেন না, আঁকবেন না। দেখতে কী বিচ্ছিরি।

টিটোরেলি : (এগিয়ে গিয়ে দরজার অর্ধেকটা খুলে) যদি মুখ বন্ধ না রাখো আর চুপচাপ বসে না থাকো তাহলে এক একটাকে ধরে ধরে সিঁড়ির নিচে ফেলে দেবো। বসো। নড়াচড়া করবে না। (কে-র কাছে ফিরে এসে) আমি দুঃখিত। ওই পুঁচকেগুলো কারা জানেন? ওরা আইনেরই অংশ।

কে : কিভাবে?

টিটোরেলি : এমন কোনো জিনিশ নেই যা আইনের অংশ নয়। মনে হয় এখনো সব বুঝতে পারেন নি। হয়তো নির্দোষ বলে জানা দরকার মনে করেন নি। তবে শিগগিরই সব জানতে থাকবেন।

কে : কিভাবে ? তাহলে আমি এখন কি করবো ? আপনিই এইমাত্র বললেন যে কোর্ট কোনো প্রমাণের কথা কানে তুলতে চায় না।

টিটোরেলি : (তর্জনী তুলে) কোর্ট চায় না, কথা সত্যি। কিন্তু বেসরকারীভাবে, যদি কোনো মধ্যস্থতার সাহায্য নেন, তাহলে কথা ভিন্ন।···আমি উকিলের মতো কথা বলছি বলে কিছু মনে করবেন না। আসলে দীর্ঘদিন থেকে, (ছোট মেয়েদের দেখিয়ে) ওদের ওই বয়সকাল থেকে কোর্টের সংস্পর্শে থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে গেছে। আমার বাবা ছিলেন কোর্টের চিত্রকর। বলতে পারেন উত্তরাধিকার-সূত্রে বাবার ব্রাশ ও অভ্যাস, দুটোই পেয়েছি।

কে : ঠিক আছে। তাহলে আপনার পরামর্শ কি ?

টিটোরেলি : সেটা নির্ভর করে আপনি কি ধরনের খালাস চান। তিন ধরনের খালাস আছে। আসল খালাস, আপাতত খালাস আর অনির্দিষ্টকালের জন্যে মামলা স্থগিত।

কে : আহ।···

টিটোরেলি : আসল খালাস, খাঁটি ও সহজ, নিঃসন্দেহে সবচেয়ে ভালো। কিন্তু এটা করাতে আমার কোনো প্রভাব কাজে লাগাতে পারবো না। যদ্দুর জানি, কেউ পারেনি। আমি ছেলেবেলা থেকে কোর্টের বহু বড় বড় মামলা দেখে আসছি, কিন্তু হলফ করে বলতে পারি একটাও আসল খালাস দেখিনি।

কে : তারও আগে এমনটা হয়েছে বলে কি কখনো শুনেছেন ?

টিটোরেলি : লোকে বলে সে নাকি হাতে গোনা যায়। আর সেটা জানা সম্ভব নয়, কারণ, কোর্টের রায় কক্ষনো প্রকাশিত হয় না। কোর্টের বিচারকদেরও তা দেখার অধিকার নেই। কেবল লোকমুখে গালগল্পের মতো চলে আসছে। কিছু কিছু গালগল্প ভারি মজার। আমি সেগুলোকে অনেক সময় আমার ছবি আঁকার বিষয় বানিয়েছি।

কে : কিন্তু আপনি তো এইসব গালগল্প কোর্টের সামনে হাজির করতে পারবেন না।

টিটোরেলি : এবং আপনিও অবশ্যই পারবেন না।

কে : তাহলে এ ফালতু আলোচনা বাদ দিন। আসল খালাসের কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। আপনি আর দুটোর কথা বলছিলেন···

টিটোরেলি : বরং একটার কথা বলা যায়···কিন্তু কথা বলার আগে আপনি জামা খুলবেন না ?

কে : সানন্দে। (উঠে) জানালাটা খুলতে পারি ?

টিটোরেলি : অসম্ভব।

কে : কয়েক মিনিটের জন্যেও না ?

টিটোরেলি : ওটা জানালা নয়। ওটা কেবল ফ্রেমে আঁটা একটা কাচ।

কে : (টলতে টলতে) শুধু ভয়াবহ নয়, রীতিমতো অস্বাস্থ্যকর।

টিটোরেলি : (আত্মহারা হয়ে) বিশ্বাস হয় না ! দুটো জানালা থাকলে যা হতো তার চেয়ে ঘর এখন অনেক বেশি গরম। এছাড়া ঘরে যদি বাতাসই চলাচল করতে

দিতে চাইতাম তাহলে দুটো দরজার যে কোনো একটা খুলে দিলেই হতো। দেয়ালের ফাঁকফোকড় দিয়ে প্রচুর বাতাস চলাচল করছে।

কে : কিন্তু আমি তো আর একটা দরজা দেখতে পাচ্ছি না।

টিটোরেলি : ঠিক আপনার পেছনে। এই ঘরের সব কিছুই এতো ছোট যে বিছানা-পত্র এভাবে আড়াআড়ি করে রাখতে হয়েছে।

কে : ঠিক আছে, আপনি যখন বলছিলেন, আমি···
(জামা খুলে ফেলে)

ছোট মেয়েরা : এই! এই! উনি জামাকাপড় খুলছেন! (তারা দেয়ালের ফাটল দিয়ে দেখার জন্যে হুড়োহুড়ি করতে থাকে) টিটো ওর ছবি আঁকতে যাচ্ছেন···

কে : আচ্ছা, আর দুটো খালাসের কথা কি বলছিলেন?

টিটোরেলি : আপাতত খালাস আর অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত মামলা। দুটোর যে কোনো একটায় আপনাকে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু আপনাকেই ঠিক করতে হবে কোনটা চান। আপাতত খালাসের জন্যে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়, আর আরেকটার জন্যে একটানা কয়েকদিন খাটাখাটনি করলেই চলে। যদি চান তাহলে আমরা প্রথমটা নিয়ে কথা বলতে পারি। এখন ঠিক করুন, চান কি না।

কে : (যেন মনে করতে কষ্ট হচ্ছে) আপাতত খালাস!

টিটোরেলি : (বলে যায়) একটা নির্দিষ্ট ফর্ম আছে। আপনি যে নির্দোষ সেই সার্টিফিকেট আমি অবশ্যই লিখে দেবো। সার্টিফিকেটের বিষয় কি, আমার বাবা বহু আগেই লিখে দিয়ে গেছেন। একেবারে নির্ভুল। সেটা নিয়ে সব বিচারকের কাছে যাবো এবং জানি, তাঁরা সবাই সই করবেন। আজই যে বিচারকের ছবিটা শেষ করলাম তার কাছে যাবো প্রথমে, আপনার নির্দোষিতা সম্পর্কে সব খুলে বলবো। শুনুন, আমি নিজেই আপনার মতো হয়ে যাবো যাতে বিচারকরা অবিশ্বাস করতে না পারে।

কে : বিশ্বাস করলাম, কিন্তু তিনি কি আমাকে খালাস দেবেন?

টিটোরেলি : বললাম তো! যে মুহূর্তে সার্টিফিকেটে সমস্ত সই পড়বে, গোটা ব্যাপারটা পানির মতো সহজ হয়ে যাবে। সাধারণত এই অবস্থায় কোনো ঘাপলা হয় না। ব্যস মামলা খতম! আসামীও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে মুক্ত হয়ে কোর্টকে 'বিদায়' জানিয়ে চলে যায়।

কে : (লাফিয়ে উঠে) সে মুক্ত?

টিটোরেলি : লাফাবেন না, লাফাবেন না। শুনুন আগে। বিবেচনা করে দেখুন, আপাতত খালাস নেবেন না শর্তসাপেক্ষে মুক্তি নেবেন। আপনি ভুলটা কোথায় করছেন জানেন। আমরা যেসব বিচারকের কথা বলছি তারা তো আসলে সব ছেদো। তাদের সঠিক খালাস দেবার কোনো অধিকারই নেই। না বললেও আপনি বোঝেন যে সর্বোচ্চ আদালত ছাড়া সে অধিকার কারো নেই। সে আদা-লতে আপনি, আমি, কেউই কোনোদিন পৌঁছুতে পারবো না। একমাত্র বেকসুর

খালাস হলেই আসামীর কোনো পরিচয় বা বিচারের কোনো প্রমাণ বা চিহ্ন কিছুই, কিছুই রাখা হয় না।

কে : আর আপাতত খালাসে?

টিটোরেলি : সেটাতে? সেটাতে যেমন কিছুই ফেলা হয় না তেমনি আইনও কিছু ভোলে না। আবার সেখানে কিছুই হারায় না, আর যে কোনো বিচারক যে কোনো মুহূর্তে সেটা টেনে বের করতে পারে।

কে : তারপর?

টিটোরেলি : তারপর আবার স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে গ্রেফতার, নতুন করে বিচার শুরু, এবং আপনাকে নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করে ওই নতুন আপাতত খালাসের জন্যে লড়তে হব। আপনি কোনোদিনই ওটা ছেড়ে দিতে পারবেন না।

কে : আপনি আমাকে সত্যি করে বলুন তো, দ্বিতীয় আপাতত খালাস প্রথমটার চেয়ে কঠিন কি না?

টিটোরেলি : কেউ আপনাকে সঠিক বলতে পারবে না।

কে : তাহলে সেটাই কি চূড়ান্ত নয়?

টিটোরেলি : অবশ্যই নয়। (নীরবতা। মাথা নাড়ে) মনে হচ্ছে আপাতত খালাস ব্যাপারটা আপনাকে খুশি করতে পারলো না। সম্ভবত মামলা অনির্দিষ্টকালের জন্যে বাতিল—এটা আপনি পছন্দ করতে পারেন। ব্যাখ্যা করবো?

কে : খুব যদি অসুবিধা না হয়।

টিটোরেলি : নামেই বুঝতে পারছেন, প্রথম পর্যায়ে এটা অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত থাকবে। কিন্তু কোর্টের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রাখতে হবে। তবে আপাতত খালাসের চেয়ে এর একটা বাড়তি লাভ হচ্ছে যে এখানে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঝুঁকিটা অপেক্ষাকৃত কম। হঠাৎ গ্রেফতার করলে মানুষ ভড়কে যায়—কিন্তু এই অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত ব্যাপারটার মধ্যে ওসব বালাই নেই। (কে হাতের ওপর কোটটা ফেলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়)

ছোট-মেয়েরা : ওহ। উঠে দাঁড়িয়েছে। চলে যাবে মনে হয়।

টিটোরেলি : আরে। আপনি কি চলে যাচ্ছেন?

কে : হ্যাঁ, হ্যাঁ।

টিটোরেলি : এখানে আপাতত খালাস আর স্থগিত মামলা, দুটোতেই কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন। আসামীকে শাস্তি দেয় না।

কে : তা দেয় না, কিন্তু বেকসুর খালাস ও স্বাধীনতা দুটোই হরণ করে নেয়।

টিটোরেলি : এই তো আসল কথা বুঝতে পেরেছেন। আমার পরামর্শ হচ্ছে, তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে সবকিছু সাবধানে যাচাই করে দেখুন। সবকিছুরই ভালোমন্দ আছে। তবে মনে রাখবেন, সময় খুব কম।

কে : আমি আবার আসবো। (দরজার দিকে যায়)

টিটোরেলি : অন্য রাস্তা দিয়ে যান, নইলে ওই পিচ্চিগুলো আপনাকে জ্বালিয়ে মারবে। (বিছানার পেছনের দরজাটা দেখিয়ে দেয়)

ছোট মেয়েরা : ন্যাখ ন্যাখ। উনি অন্য রাস্তায় যাচ্ছেন।

টিটোরেলি : এক মিনিট। আপনি কি আমার একটা ছবি কিনবেন?

কে : আমিও কথাটা জিগগেস করবো কিনা ভাবছিলাম।

টিটোরেলি : (একটা ক্যানভাস দেখিয়ে) এটা একটা উষর প্রান্তর।

কে : (ছবিটার দিকে না তাকিয়েই) চমৎকার। অপূর্ব। কিনবো।

টিটোরেলি : এখানেও আরেকটা। ওটার সঙ্গে এটা মানাবে ভালো।

কে : অসাধারণ দৃশ্যাবলী। দুটোই আমার অফিসের জন্যে নেবো।

টিটোরেলি : আপনি যখন বিষয়টা এতো পছন্দ করছেন···বাঃ, কপাল বলতে হবে, ও-দুটোর মতো এখানে আরেকটা আছে।

কে : (বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে), ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওটাও নেবো। তিনটের কতো দাম হবে বলুন।

টিটোরেলি : দামের কথা পরে হবে। আপনি আমার ছবি পছন্দ করেছেন আমি তাতেই মহাখুশি। এখানে যা কিছু আছে, সব পাঠিয়ে দেবো। সবগুলোই উষর প্রান্তরের ছবি। কিছু কিছু লোকের ধারণা আমার ছবিতে দুঃখ-দুখ ভাব বেশি, কিন্তু কিছু লোক বোঝে এগুলোতে একটা বিষাদ···

কে : (অধৈর্য হয়ে) ঠিক আছে, ঠিক আছে। সবগুলো জড়িয়ে রাখুন, আগামীকাল আমার একজন সহকর্মী এসে নিয়ে যাবে।

টিটোরেলি : তার কোনো দরকার হবে না। একজন কুলি ডেকে আপনার সঙ্গেই দিয়ে দিচ্ছি···আপনি জাজিমের ওই পাশটায় দাঁড়ান। ওই রাস্তা ছাড়া আপনার পক্ষে বেরোনো সম্ভব নয়। হ্যাঁ, ভালো কথা। আপনি বেরিয়েই যেখানে পড়বেন, সে জায়গাটা দেখে ঘাবড়াবেন না। ওটা কোর্টের অফিস। আমার স্টুডিওটা কোর্টেরই একটা অংশ। এতে অবশ্য আমার কাজের অসুবিধা হয়, কিন্তু অন্যভাবে পুষিয়েও যায়। যেমন ধরুন (সে সমনকারীকে ডাকে) কাসিমির, এই ছবিগুলো মিঃ কে-র ব্যাংক অফিসে দিয়ে এসো।

কে : আচ্ছা যাবার আগে একটা কথা জিগগেস করবো—কাঠমিস্ত্রি লান্‌জ্‌ কে?

(এই প্রশ্ন করার সঙ্গে-সঙ্গে সশব্দে সেট খুলে যায়। দেয়ালগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবে, দেখা যাবে অর্ধবৃত্তাকারে একদল দাড়িঅলা লোক দাঁড়িয়ে আছে)

টিটোরেলি : কাঠমিস্ত্রি লান্‌জ্‌ বলে কারো কোনো অস্তিত্বই নেই। ওটা একটা কথার কথা।

(মঞ্চের সামনে আগের সমস্ত দৃশ্যের সমস্ত শিল্পী সমবেত হবে। দৃশ্য অনেকটা ধোপানীর সেটের মতো। মঞ্চের বামদিকে ছোট্ট একটি প্ল্যাটফরমের উপর বিচারকের টেবিল ও চেয়ার।)

কে : (নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না) এ কি?

টিটোরেলি : (সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে) এই ভদ্রলোক কাঠমিস্ত্রি লান্‌জ্‌ কে জানতে চাচ্ছেন।

(সমবেত চিৎকার, হৈ হৈ, কানাকানি। বিচারকের কাছে গিয়ে "ইনিই তিনি"—"হ্যাঁ, ইনিই"—"অবশেষে" ইত্যাদি বলে)

ঘোপানী : (কাপড়ের ঝর্নাড়ি মঞ্চের ডানদিকে রেখে) হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা বুঝতে পারছি।

বিচারক : (উচ্চকণ্ঠে) প্রহরী। কোর্টে আর কেউ যেন না ঢুকতে পারে।

কে : (ব্যঙ্গ করে) এ না দেখছি রুদ্ধদ্বার বিচার। (সে দলের মধ্যে মিসেস গ্রুবাচ ও মিস বার্স্টনারকে দেখতে পেয়ে হাত মেলানোর জন্যে এগিয়ে যায়) এই যে মিসেস গ্রুবাচ। কী যে ভালো লাগছে।

মিসেস গ্রুবাচ : কেন মিঃ কে, এটা তো স্বাভাবিক।

কে : মিস বার্স্টনার। খুব আনন্দের কথা যে আপনি এসেছেন।

মিস বার্স্টনার : জগৎ-সংসারে কিছুই হারাতে চাই না। ব্যাপারটাতে কিন্তু বেশ শিহরণ আছে।

(বিচারক টেবিলের ওপর হাতুড়ি পেটালে দর্শকদের সমস্ত গুঞ্জন একেবারে থেমে যায়)

বিচারক : যোসেফ কে, আপনার জন্যে আমরা একঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করছি।

(বিচারকক্ষ অস্পষ্ট 'দুয়ো' 'দুয়ো' ধ্বনিতে ভরে ওঠে)

ঘোপানী : (তার পাশের দর্শককে) উনি সবসময় ওই এক কথা বলেন।

কে : আমি আগে থেকে কিভাবে জানবো। আমাকে বলা হয়নি যে···

বিচারক : সেটা আমাদের জানার কথা নয়। মোদ্দা কথা, আপনার একঘণ্টার ওপর দেরি হয়েছে।

সবাই : দুদুদুদুদু···

বিচারক : কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসেবেই ধরে নিয়ে আপনার কথা শুনবো।

(সবাই স্বস্তির সঙ্গে 'আহ!' বলে ওঠে। বিচারক দলিলপত্র খুঁজতে থাকে, না পেয়ে)

এক মিনিট। মানে···কাগজপত্র খুঁজে পাচ্ছিনে।

(হতাশার ভাব ছড়িয়ে পড়ে। বিভ্রান্তির মধ্যে সবাই চলে যেতে উদ্যত হয়। বিচারক লাফিয়ে ওঠে)

(সবাই ভালোমানুষের মতো যে-যার জায়গায় ফিরে যায়। নতুন উৎপাৎ দেখা যায় বাম উইং থেকে। চিৎকার করতে করতে কিছু অফিসার ঢুকছে)

অফিসারবৃন্দ : যেতে দাও। যেতে দাও। পথ ছাড়ো। উকিল সাহেব যাবেন। পথ ছাড়ো!

(উকিলের দলবল নিয়ে প্রবেশ। উকিল একটা শিশুর মতো বিছানায় শুয়ে—চাকর সেটা ঠেলে নিয়ে এলো। ঠিক তার পেছনে কুকুরের মতো অনুগত ভঙ্গিতে ব্লক। দলে লেনি ও সেরেস্তাদারও রয়েছে)

কে : (উকিলকে দেখে) ঈশ্বরের দোহাই। উনি নন। উনি নন। এখানে তাকে কিছুতেই দেখতে চাইনে। (সে দলের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে উকিলের বিছানার

দিকে যেতে থাকে) আগেই বলেছি আপনার সঙ্গে আমি কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না।

(গুঞ্জন ওঠে—'রাখতে চাই না।' কে বলতেই থাকে) হ্যাঁ, রাখতে চাই না।

লেনি : যোসেফ, আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই নয়।

কে : (লেনির হাত এড়িয়ে) তার সঙ্গে। যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়।

(ব্লক এতোক্ষণ স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে ছিলো। কে-র এই সিদ্ধান্তে হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে উঠে, হাত পা ছুঁড়ে, বিস্ময়ের সঙ্গে—)

ব্লক : এইভাবে, এইভাবেই তিনি তাঁর উকিল সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে থাকেন।

উকিল : খামোশ। ব্লক।

(সবার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। নিজেদের মধ্যে একটা দল বাঁধে। ব্লক আবার উকিলের বিছানার কাছে অনুগতভাবে বিড়বিড় করে। কে-কে) আপনার মামলাটা খুব সহানুভূতির সঙ্গে দেখা হয়েছিলো বলে আপনি এই ধরনের ব্যবহার করতে পারলেন। আপনি যদি জানতেন যে আর দশজনের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হয় তাহলে আপনার উচিত শিক্ষা হতো। ব্লক আছো এখানে?

ব্লক : বান্দা হাজির হুজুর।

উকিল : তুমি অসময়ে এসেছো।

ব্লক : আপনি আমাকে ডাকেননি?

উকিল : সম্ভবত। কিন্তু তাই বলে সবসময় অসময়ে আসবে?

ব্লক : আমাকে কি চলে যেতে বলছেন?

উকিল : এসেই যখন পড়েছো, থাকতে পারো। তোমার উকিল কে?

ব্লক : আমার উকিল কে আপনিই ভালো জানেন। আপনি তো আছেনই।

উকিল : আমি ছাড়া আর কে?

ব্লক : আর কেউ নয়।

উকিল : তাহলে আর কারো কথা শুনবে না।

ব্লক : আপনার পা ছুঁয়ে বলছি।

কে : (ক্ষেপে গিয়ে) চমৎকার। হামাগুড়ি দিয়ে যাও, উবু হয়ে থাকো, বুক দিয়ে হাঁটো।

ব্লক : (সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে) চোপড়াও। আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলার কোনো অধিকার তোমার নেই। মামলায় পয়লা পয়লা তুমিও যা, আমিও তাই। আমিও দোষী, তুমিও দোষী। দাঁড়িয়ে আছো বলে যদি ভেবে থাকো যে আমার চেয়ে ভালো আছো তাহলে আহাম্মকের স্বর্গে বাস করছো। (আবার সে উন্মত্তের মতো উকিলের বিছানার কাছে গিয়ে উকিলের হাত চুমুতে চুমুতে ভরে তোলে—) প্রিয় উকিল সাহেব, সে আমাকে কি বললো শুনলেন তো। পাঁচ পাঁচটা বছরের বেশি খুনলে আছি, আর সে আমাকে কি না এভাবে অপমান করলো?

কে : উঁকিল সাহেব, আহা। এমন চমৎকার দৃশ্য দেখে মন ভরে গেল। ধন্যবাদ, আপনার সাহায্যের আমার দরকার নেই। আমার নিজের মামলা নিজেই চালাবো। (আবার গর্জন। জোরে ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়)

উঁকিল : এ কথার প্রতিবাদ করা বোকামো। বাহাদুরি নেবার জন্যে সবসময় এ ধরনের কথাই বলা হয়।

(মঞ্চের পরিসর বড় হতে থাকে। খিলান উপরে উঠে গেলে একটা চিত্রিত পর্দায় দেখা যাবে লাল-লাল ফিতা, সপ্তদশ শতাব্দীর অনুকরণে কিছু গ্রামের দৃশ্য, বন-রাজির মাথা পর্দা ভেদ করে আকাশের দিকে উঠে গেছে)

কর্মচারী : ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আদালত বসছে।

(আরো কয়েকজন বিচারকের প্রবেশ)

উঁকিল : (অভিভূত হয়ে) লেনি, বাছা আমার, কাছে এসো।

ব্লক : অবশেষে।

কে : ওটা তোমার মামলা নয়, আমার।

ব্লক : আমি পাঁচবছর ধরে অপেক্ষা করছি।

কে : গর্তে। গর্তে।

(ব্লকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি)

ডেপুটি ডিরেক্টর : এঁকি হচ্ছে মিঃ ম্যানেজার। আপনার পদমর্যাদার কথা ভুলে যাবেন না।

চাচা : যোসেফ, অতো উত্তেজিত হয়ো না। তোমার বংশমর্যাদার কথা ভুলে যেও না।

(এসব চলাকালে বিচারক খাতাপত্র পরীক্ষা করতে থাকে)

বিচারক : যোসেফ কে···

কে : হাজির মাননীয় বিচারক।

বিচারক : এগিয়ে আসুন। তাহলে আপনার পেশা বাড়িঘর চুনকাম করা।

কে : মহামান্য বিচারক, ক্ষমা করবেন। মনে হয় এখানে একটা ভুল হয়েছে। আমি একটা নামকরা ব্যাংকের ম্যানেজার।

(দর্শকদের মধ্যে হাস্যরোল)

বিচারক : তাতে কিছু এসে যায় না। আপনারা চুপ করুন।···এক্ষেত্রে আমাকে ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখতে হবে। (আবার খাতাপত্র ঘাঁটতে থাকে)

লেনি : ওহ! ওকে কী সুন্দর লাগছে!

উঁকিল : (টিটোরেলিকে) এই মেয়েটার ইতরামো দেখলে গা জ্বলে যায়। সে সব আসামীরই প্রেমে পড়ে। সবাই তার চোখে, আহা! কি সুন্দর! এমনকি ব্লকও।

টিটোরেলি : বহু মেয়েই তাই করে। এরজন্যে তাদের ভাবনাচিন্তা নেই। আসলে একটা মানুষ গ্রেফতার হলে তার চাহনিতে একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন আসে। একজন চিত্রকর হিসেবে জনতার মধ্যেও আমি সেটা বেশ চিনতে পারি।

বিচারক : (কে-কে) এবার আপনি বলতে পারেন।

কে : মাননীয় বিচারক, আপনি শুরু করার অনুমতি দিয়েছেন। লক্ষণীয় যে, আমি বাড়িঘর চুনকাম করি কি না জানতে চাননি, কেবল বলেছেন। একটা সরল মিথ্যা ও একটা সরল সত্যের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। এখন, বলা যায়, আমার বিরুদ্ধে যে অদ্ভুত মামলাটা শুরু হয়েছে সেটা ওই সরল সত্য-মিথ্যারই সামিল। এবারে, দয়া করে বলুন, আমাকে কেন বেছে নিলেন? জানার বড় আগ্রহ হচ্ছে। হতে পারে আপনার টেবিলের ওপর ওই তাড়াতাড়া কাগজপত্রের মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষের ঠিকুজি তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন—ওই জঘন্য জিনিসটি নাড়তেও ঘেন্না করে (দর্শকদের মধ্যে ছি ছি ধ্বনি)। ওই বিদঘুটে খাতাপত্র খোঁজার সময় আপনার যে মানসিকতা কাজ করেছে তাতে তার যাই থাক, মানুষের মন ও হৃদয় নেই। আমি নিশ্চিত যে আমার নাম পাওয়া যাবে ভালো মানুষের খাতায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কে খুঁজবে? কেন খুঁজবে? বলতে পারেন? পারেন না। আমি কি করি না করি আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন না। আপনি কেবল হুকুমের দাস। হতে পারে আমার নামের মতোই আরেকটা নাম পেয়েছেন, ধরা যাক সে লোকটি চুনকামেরই কাজ করে, সে লোকটিও হয়তো আমার মতো নির্দোষ। শুধু নামের মিল। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের কারো নামের সঙ্গে কি মিল আছে? নেই। আপনারা এতো চালাকচতুর যে আপনাদের গ্রেফতার করা হয় না। আপনারা হাত মেলান অভিযোগকারীদের সঙ্গে।

আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অথচ দোষটা কি না জানা পর্যন্ত আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারছি না আর তা না পারলেই আমি দোষী। আপনিই দেখুন, আপনাদের বিচার ব্যবস্থা কি বলে। আইনের মাননীয় কর্ণধারবৃন্দ, জানি, আমি একজন তুচ্ছ মানুষ বৈ কিছু নই। কিন্তু আমারটা কোনো একক ঘটনা নয়, আমি নিজের কথাও বলছিনে। আমার মতো নির্দোষ যারা এই উদ্ভট পরিস্থিতির শিকার হয়েছে তাদের প্রত্যেকের কথা আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই।

জনতা : সাবাস! সাবাস!

বিচারক ! চুপ করুন। চুপ করুন। আসামীকে বলতে দিন।

কে : ওহ্, আমি এখানে বক্তৃতা ঝেড়ে পুরস্কার লাভ করতে আসিনি। ভদ্রমহোদয়গণ, ক্ষুদ্র বিচারকবৃন্দ, ক্ষুদ্রতর বিচারকবৃন্দ, ম্যাজিস্ট্রেট ও উকিলসমূহ, আমি জানি তাঁরা আমার চেয়ে ভালো বক্তা। এটা তাঁদের পেশা। আমরা, আসামীরা জানি না কিভাবে, ভালোভাবে, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হয়। আর এতে অবশ্য আমাদের খ্যাতিও বিন্দুমাত্র ম্লান হয় না। আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করি আমাদের স্বাধীনতা ও জীবনের জন্যে। এইমাত্র তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে একজনের প্রতি একটা গোপন ইঙ্গিত করলেন। মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট, দয়া করে ভণ্ডামোকে প্রশ্রয় দেবেন না। এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের করণীয় হচ্ছে সমস্বরে আপনার নির্দেশ চিৎকার করে গাওয়া। আমার ধারণা এখানে সবাই আপনার কাছ থেকেই নির্দেশ পায়। আবার আপনার থেকে একটু উপরে যিনি

আছেন তিনি আপনাকে নির্দেশ দেন। আমি এখন বুঝতে পারছি, এই পাগলদের আদালতে আপনারা সবাই একই যন্ত্রের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছেন, ঘুরপাক খাচ্ছেন। আপনারা সবাই। দুর্নীতিবাজ ইনস্পেক্টর, গাঁড়ল প্রহরী, পদস্থ কর্মচারী এবং সিংহাসনের মতো চেয়ারে উপবিষ্ট বিচারকদের সঙ্গে কথা বলা ও তাদের দেখা, কোনো বাসনাই আমাদের নেই।

বিচারক : আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত, এই প্রাথমিক বিচারে একজন অভিযুক্তকে কথা বলার যে সুযোগ আপনাকে দেওয়া হয়েছিলো তা আপনি নিজ হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

কে : আপনার মতো দুর্বৃত্তদের ওই সুযোগ শিকেয় তুলে রাখুন। কেউ যদি আমাকে ছোঁয় তাহলে তার আর রেহাই নেই। (ঠিক সেই মুহূর্তে উপস্থিত দাড়িঅলা লোকগুলো জামার কলার তুলে বিস্ফারিত চোখে একটা কিছু ইঙ্গিত করে) আহা! তাহলে যা দেখছি তা সত্যি। আপনারা সবাই এই অপকর্মের সঙ্গী। বিশ্বাসঘাতক। শয়তানগুলো একজোট হয়ে আমাকে উপহাস আর প্রতারণা করতে এসেছেন। সবাই মিলে যখন প্রশংসা করেন, বুঝি, একজন নির্দোষ মানুষকে বোকা বানানোর আশায় তা করেন। আমাকে নিয়ে সে চেষ্টা করবেন না। সে স্বস্তি আমি আপনাদের দেবো না।···এখন কি?···চুপ মেরে গেলেন। তাহলে, আপনারা কারা? এখানে কি করছেন? বিচারের নামে এই প্রহসনের মানে কি? (সবাই আস্তে আস্তে চলে যাওয়ার উপক্রম করে)

এটা কি করে সম্ভব। আপনারা কি রক্তমাংসের মানুষ? আপনারা এখান থেকে একে একে সবাই চলে যাবেন ; চলে যাবেন যে যার ঘরে, মাকে চুম্বন দেবেন, স্ত্রীকে দেবেন, সন্তানদের দেবেন,···আপনাদের প্রত্যেকের যার যার জীবন আছে—এমনকি বিবেকও আছে···আপনারা ভুল করলে বিচলিত হন, এমন কি দুঃখিত বলে হাল্কা হন। সত্যি, বোঝা বড় দায়। আপনারা একটা গণ্ডির মধ্যে হারিয়ে গেছেন। আপনারা আছেন একজনকে টেনে তুলতে, একজনকে ঝুলিয়ে দিতে, একজনকে পেছন থেকে টেনে ধরতে। আপনারা সবাই এক গোয়ালের, কিন্তু কৈ, আপনাদের কাউকে তো গ্রেফতার করা হয়নি। বুঝি, আমি যতোটা স্বাধীন আপনারা ততোটা নন। যা বলছি সত্যি কি না বলুন? জবাব দিন? না, আপনারা তা চান না, পারেন না, জবাব দেবার সাহস আপনাদের নেই। আপনাদের মধ্যে অন্তত একজনও সৎলোক নেই? আপনারা সবাই চুপ করে আছেন। আপনারা এই বিচারব্যবস্থার মতোই পেছন থেকে কেটে পড়তে চাইছেন···অন্ধকারে ফিরে যেতে চাইছেন···আমাকেও অন্ধকারে নিক্ষেপ করে যাচ্ছেন।

(লক্ষণীয় যে কে যতোক্ষণ কথা বলেছেন ততোক্ষণ অবিরাম অ্যাকশনে কেউই বাধা সৃষ্টি করেনি। শেষে ধীরে ধীরে সবাই পেছনে চোখের আড়ালে যেতে থাকে। তারা বাইরে যেতে মঞ্চের পেছনে, ডাইনে, বামে—সব জায়গা ব্যবহার

করবে। দর্শকদের মধ্যে চাচা, মিস বার্স্টনার, মিসেস গ্রুবাচ, টিটোরেলি পেছনে গিয়ে প্ল্যাটফরমের উঁচু জায়গায় দাঁড়ায়।

সেই সময় ডেপুটি ডিরেক্টর নিঃশব্দে এসে কে-র আশেপাশে একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ায় এবং আলোচনায় জন্যে এগিয়ে যায়)

ডেপুটি ডি. : (গোপনীয়তার সঙ্গে এবং দ্রুত) মিঃ কে. দেখতেই পাচ্ছি আপনি খুব বিচলিত হয়ে পড়েছেন। এই অবস্থায়, ওরা যে প্রস্তাবটা দিতে চায়, আমার মনে হয়, আপনার নিয়ে নেওয়া উচিত।

কে : (যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে) কি?

ডেপুটি ডি. : একজন ইটালীয়ান মক্কেলকে শহরে শিল্প সম্পদ ও নিদর্শনগুলো ঘুরে ঘুরে দেখাতে হবে। আমাদের ব্যাংকের জন্যে তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ লোক। এখানে তিনি এই প্রথম এসেছেন। তিনিই বলছিলেন যে আপনি নাকি একদা প্রাচীন শিল্প-সম্পদ সংরক্ষণ সমিতির সদস্য ছিলেন। কিন্তু আপনার ব্যস্ততার কথা আমি তাঁকে বলেছি। আমি গীর্জার ওদিকেই যাচ্ছি। তিনি ওখানেই অপেক্ষা করবেন। আমি দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার গাইডবইও সঙ্গে করে এনেছি।

(ডেপুটি ডিরেক্টর যেতে উদ্যত হল কে থামিয়ে দেয়)

কে : মিঃ ডিরেক্টর, আপনি সব সময়ই আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করে ফায়দা লুটতে চান। কিন্তু এবারে ওটি হচ্ছে না। (ডেপুটি ডিরেক্টরের হাত থেকে গাইড বই কেড়ে নেয়) আমিই গীর্জার ওখানে যাচ্ছি।

(চাচা, মিস বার্স্টনার ও টিটোরেলি প্ল্যাটফরমের ওপর থেকে দৃশ্যটা দেখছে)

চাচা : যোসেফ, বোকামো করো না...তোমার মামলা...

কে : আমার নিজের তদারকি যখন নিজেই করতে পারি তখন অবস্থা এর চেয়ে খারাপ হবে না। (ক্লান্তস্বরে) আর, কিছুক্ষণের জন্যে আমার বাইরে যাওয়া দরকার।

(কে হাতে কালো দস্তানা পরে মঞ্চের ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। ডেপুটি ডিরেক্টর পেছন দিকে গিয়ে তিনজনের সঙ্গে যোগ দেয়)

মিস বার্স্টনার : আরে! উনি যে চলে যাচ্ছেন!

টিটোরেলি : (নির্বিকারভাবে) ঠিক আছে। যাক না! তারা আরো দ্রুত গিয়ে ওকে ধরতে পারবে।

(চিৎকার বাড়ার সাথে সাথে আর কিছু শোনা যায় না। আলো নিভে যায়)

তৃতীয় দৃশ্যের সমাপ্তি

চতুর্থ দৃশ্য

গীর্জায়।

দৃশ্য পরিবর্তন। গীর্জার থাম, ছোট ও খোলের আকারে যাজকের বেদী; প্রায়ান্ধকার পরিবেশে একটা ক্ষীণ আলো যেন ছিটকে বেরিয়ে আসছে। বয়সে যুবক, দাড়ি-গোঁফ চাঁছা যাজক একটা প্রদীপ হাতে ঢুকে যাজক-বেদীর উপর দাঁড়িয়ে প্রদীপটা পাশে নামিয়ে রাখবেন। ঘষা কাঁচের মধ্য দিয়ে যে আলো আসছে তাতে মঞ্চের রহস্যময়তা আরো বেড়ে গিয়েছে।

যাজক : তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে আজ আমরা 'জেরোমিয়ার বিলাপ' পাঠ করবো। "যে আমাকে দেয়ালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং আমার পরিত্রাণ পাইবার কোনো উপায় নাই…" (থেমে) বন্ধুগণ, মহান পুরুষের এই বেদনাময় কথাগুলো আমাদের অনুধাবন করতে হবে। তবে হতাশ হওয়ার কিছু নেই, একটু পরেই আশার বাণী উচ্চারিত হয়েছে : "ঈশ্বর কখনো কাউকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করেন না…"। অবশ্যই, মহান পুরুষ আরো বলেন…

(যাজক কথা থামিয়ে আশেপাশে তাকান। নীরবতা। সম্পূর্ণ ভিন্নকণ্ঠে, যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছেন)…কেউই শুনছে না…

(কে এতোক্ষণ অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। এবারে দেবীর পাদদেশে এসে যায়)

কে : পিতঃ, আমি শুনছি। আমি মনে কোনো শান্তি পাচ্ছি না পিতঃ।

যাজক : তুমি কি যোসেফ কে ?

কে : হ্যাঁ পিতঃ।

যাজক : তোমার তো মামলা চলছে।

কে : হ্যাঁ।

যাজক : তোমাকেই খুঁজছিলাম। আমিও একজন বন্দী যাজক, তোমার সঙ্গেই কথা বলতে এসেছি।

কে : জানতাম না। একজনকে এই গীর্জা দেখানোর জন্যে এসেছিলাম।

যাজক : কাকে দেখানোর জন্যে এসেছো তার বিস্তারিত বিবরণ প্রয়োজন নেই। তোমার হাতে ওটা কি ? প্রার্থনা-পুস্তক ?

কে : এটা পর্যটকদের গাইড বই।

যাজক : নামিয়ে রাখো। (গাইডবইটা মেঝেতে পড়ে যায়) তুমি কি জানো তোমার মামলার অবস্থা ভালো না ?

কে : আমারও তাই মনে হয়। এটার পেছনে বিস্তর ছুটোছুটি করেছি, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

যাজক : কিভাবে শেষ হবে তোমার কি কোনো ধারণা আছে ?
কে : আপনি কি কিছু জানেন ?
যাজক : না। তবে মনে হয়, ফল ভালো হচ্ছে না। ওদের ধারণা, তুমি দোষী। ওরা ধরে নিয়েছে তোমার দোষ প্রমাণ হয়ে গেছে।
কে : কোর্টের নিজের ভুলের জন্যে প্রত্যেকেই দোষী না হলে আমিও দোষী নই।
যাজক : তোমার এই নির্বোধ কথাবার্তা শুনলে কষ্ট লাগে। বেশি গর্ব হয়েছে বলে এই ধরনের কথা বলো, কিন্তু তোমার মনের ভেতরে দিনের পর দিন যে পাপ জমা হয়েছে, সে-কথা স্বীকার না করে তুমি কোর্টকে দোষারোপ করতে শুরু করেছো। মনে রেখো, তোমার পাপের বোঝা বাড়ছে বৈ কমছে না। নিজের দোষ ঢাকার জন্যে নির্দোষী ভান করে অভিযোগকারীর দোষ দিচ্ছো। মহান ঈশ্বর বলেছেন : আমাকে দোষ দিয়া কি তুমি নিজের দোষ গোপন করিতে পারিবে ?
কে : কিন্তু আমার অপরাধ কি ? আমি কি পাপ করেছি ?
যাজক : খুঁজে দেখো, পাবে। তুমি অপরাধ প্রমাণ করতে চাও, সেটাই কি তোমার শাস্তি নয় ? তোমাকে অবশ্যই তোমার দোষ খুঁজে বের করে দেখাতে হবে যে অপরাধ করেছিলে বলে শাস্তি পাচ্ছো।
কে : আপনিও কি ওদের পক্ষপাতিত্ব করছেন ?
যাজক : আমার কারো প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই।
কে : তাহলে ওই বেদী থেকে নেমে আসুন না কেন ? আপনার আর উপদেশ দেবার কিছুই নেই। এখানে আমি কেবল একা। নেমে আসুন আমার কাছে।
যাজক : এখন নেমে আসতে পারি। (প্রদীপ হাতে নেমে কে-র দিকে এগিয়ে আসে) প্রথমে একটু দূর থেকেই কথা বলি, কারণ, তোমার প্রতি হয়তো সহজেই সহানুভূতি জাগতে পারে, আমি আমার দায়িত্ব ভুলে যেতে পারি। কর্তব্যের কথা মনে নাও থাকতে পারে। আসলে আমি আইনেরই দাস কিনা।
কে : তাহলে বলুন আপনি কিভাবে আইন মানেন ?
যাজক : তা বলতে পারবো না। (দুজন কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে) এখন বলো, তুমি কি করতে চাও ?
কে : যেখানে পাই, সাহায্যের খোঁজে বেরুবো। কিন্তু জানিনে কোথায় পাবো।
যাজক : কিন্তু বহুজনের কাছে সাহায্যের জন্যে তুমি অনেকদূর পর্যন্ত গেছো। (প্রদীপটা কে-র হাতে তুলে দেয়)
কে : আর সবার চেয়ে আপনার ওপরেই আমার সবচেয়ে বেশি আস্থা।
যাজক : তুমি কি নিজেকেই প্রতারণা করছো না ?
কে : কোন ব্যাপারে ?
যাজক : আইনের। তুমি কি জানো আমি কে ?
কে : বলেছিলেন বন্দী যাজক।
যাজক : ওই অবস্থায় থেকেই আমি আইনের সেবা করি। আমার দায়িত্ব প্রহরীর। কেউ যাতে আসা-যাওয়া করতে না পারে এরকম একটা দরজার দায়িত্ব আমাকে

দেওয়া হয়েছে। আমি কেবল তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। ভালো করে দ্যাখো, কেবল তোমার জন্যেই দরজাটা বানানো হয়েছে।

কে : কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় তো বললেন না।

যাজক : দুশ্চিন্তার মধ্যে আশ্বস্ত হওয়ার পথ তোমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। তোমাকে বলতে হবে : আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে বলেই খোঁজা হচ্ছে।

কে : আমি যে নির্দোষ সে কথাটা যদি চিৎকার করে বলতে পারতাম…

যাজক : বোবার চিৎকার নিঃশব্দেই নিঃশেষ হয়। এতে অন্ধ দেখতে পায়, বধির শুনতে পায়, নির্জনতা জনতায় পূর্ণ হয়ে যায়, অন্ধকার আলোয় দীপ্যমান হয়ে ওঠে। আর যা তোমাকে মাটিতে অবনত করায় তাই তোমাকে উন্নত করে।
(কে-র হাতের বাতি নিভে যায়)
আমাকে এখন যেতে হবে। অন্য জায়গায় কাজ আছে। হ্যাঁ, তোমাকে খোঁজা হচ্ছে।

কে : (হতাশায় চিৎকার করে) আমাকে ছেড়ে যাবেন না। আমি একা এই অন্ধকার থেকে বেরোতে পারবো না।
(যাজক দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে, কিছুটা দূর থেকে)

যাজক : পেছনে দেয়ালের বাঁদিকে ফিরে যাও। ধীরে ধীরে এগোও, বেরোনোর পথ পাবে।

(স্বচ্ছ ও নীলাভ আলোয় আলো পরিবর্তন হয়। এখন ভোর। গীর্জার দৃশ্যটা অদৃশ্য হয়ে পেছনে প্ল্যাটফরমের দৃশ্যটা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। কে দেয়াল ধরে এগোতে এগোতে মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় ; কালো দস্তানাগুলো ঠিকঠাক করে নেয়। মনে হচ্ছে সে যেন অনেক দূর থেকে আসছে।
দুইজন দীর্ঘদেহী কয়েদী প্রহরী মঞ্চের সামনে বাম ও ডানদিক দিয়ে প্রবেশ করে। তাদের মাথায় সিল্কের হ্যাট ও গায় ফ্রক কোট। একজনের কোমরে ঝুলছে কশাইয়ের ছুরি। তারা সামনে মুখোমুখি এগিয়ে এসে পরস্পরকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্যালুট করে। পেছনে কে-কে দেখতে পেয়ে উভয়ে একটা ইঙ্গিত করে তার দিকে এগিয়ে যায়।
শ্রমিকরা তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে যায়, আশেপাশে কি হচ্ছে না হচ্ছে তাতে খেয়াল নেই। কিছু হৈহুল্লোড়ে মত্ত মাতাল ও সান্ধ্যপোষাকে কিছু বেশ্যা চলে যায়। বিষণ্ণ-সকাল।
মঞ্চের সামনে ডানদিক থেকে সুবেশ ও সুদর্শন ইনস্‌পেক্টর ঢোকে। তার হাতে সিগারেট। ইনস্‌পেক্টরকে দেখে দুই গার্ড যথাযোগ্য সম্মান দেখায়)

ইনস্‌পেক্টর : প্রহরী, তোমরা নির্দেশ পেয়ে গেছো।
(প্রহরীরা কে-র ঘাড় আঁকড়ে ধরে। তারা নির্বাক। হতভম্ব কে প্রথমে বাধা দিতে চেষ্টা করে, একসময় আত্মসমর্পণ করে)

কে : আমার চাচা বেচারা যদি এসব দেখতেন তাহলে ঠিক অস্থির হয়ে যেতেন। আমাদের পরিবারের দেখাশোনার ব্যাপারে তিনি যা কষ্ট করেন।

ইনস্‌পেক্টর : (গম্ভীরভাবে যেন নিজেকেই) কেউ কারো জন্যে বেশী কিছু করে না।

কে : আমার জন্যে কেউ বেশী কিছু করুক কথা তা না। কিন্তু নীতির ব্যাপারে...

ইনস্‌পেক্টর : (ক্রোধ ও ঘৃণাভরে) নীতি নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। যার যার দেখাশোনা সেই করতে পারে।

কে : যদি অন্তত...

ইনস্‌পেক্টর : আপনি কি বলতে চান?

কে : (ইতস্তত করে শেষে) কিছু না।

(ইনস্‌পেক্টর কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে চলে যায়। গার্ড দুজন কে-র বাহু ধরে। কে কোনো বাধা দেয় না। প্রকৃতপক্ষে তাদের হত্যাকাণ্ড সহজতর করার জন্যে সে বরং সাহায্যই করে।

হত্যাকাণ্ড দৃশ্যটা মঞ্চের পেছন অংশে কিছুটা প্রকাশ্য ও কিছুটা অপ্রকাশ্যভাবে হতে পারে। অথবা মধ্যমঞ্চে সাদাসিধে ও বাস্তবসম্মতভাবেও এটা হওয়া সম্ভব। যেভাবেই হোক, এর মধ্যে ধর্মীয় আচারবিধি থাকবে।

প্রহরী দুজন ইতস্তত করে, একজন আরেকজনকে হত্যাকাণ্ডটা সম্পন্ন করতে আহ্বান জানিয়ে ছুরি এগিয়ে দেয়। মঞ্চে একটা পাথরখণ্ড থাকবে যেখানে কে নিজের ইচ্ছায় হত হবার জন্যে মাথাটা রাখে। প্রহরী দুজন অবস্থানটা অনুমোদন করে।

এই মুহূর্তে, পেছনে, বহুদূর থেকে একটা আলো প্রক্ষেপণ হয়। কে মাথাটা তোলে ও হাত দুখানা বাড়িয়ে দেয়। দৃষ্টিতে একটা নিষ্ফল সাহায্যের প্রার্থনা, কিন্তু আলো নিভে যায়, সঙ্গে সঙ্গে একজন পড়ন্ত মানুষের মতো কে-র পতন হয়।

প্রহরীদের একজন কে-র বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। প্ল্যাটফরমের ওপর দিয়ে একজন ভদ্রলোক ও তার স্ত্রী যাচ্ছিলো। মহিলা একমুহূর্তে থামে, হত্যাকাণ্ড দেখে)

মহিলা : দ্যাখো দ্যাখো, ওরা কি করছে। কী সাংঘাতিক।

ভদ্রলোক : চলো এসো, চলে এসো। ও-সব আইনের ব্যাপার। আমাদের কিছু করবে না।

কে : কুত্তার বাচ্চা।

যবনিকা